পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 108 Thursday, 20 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ,১০৮ সংখ্যা ❋ ৬ চৈত্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

# ‘নিয়োগ আটকানোর খেলা খেলবেন না!’

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকাতে বিরোধীরা বারে বারে কোর্টে যাচ্ছে বলে আগেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এ বিষয়ে বিরোধীদের কড়া হুঁশিয়ারিও শোনালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘নিয়োগ আটকানোর খেলা খেলবেন না! মানুষ তৈরি হচ্ছে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য!’’ কটাক্ষের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, ‘‘প্রয়োজনে ফুটবল খেলুন, ক্রিকেট খেলুন!’’ সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছিল রাজ্য। যা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় রাজ্যের সংরক্ষণ নির্দেশ বাতিল করে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ‘ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ করা যায় না’। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে গেছে রাজ্য। ওই মামলা শীঘ্রই মিটতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই তেমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওবিসি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোর্ট একটা কথা বলেছে। সেটা ভালই বলেছে। আমি আশা করব, এটা মিটে যাবে। তারপরেই নিয়োগ হবে।’’ এরপরই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বাগড়া না দেওয়ার জন্য বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত ওবিসি বিতর্ক নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, ‘‘মনে রাখবেন জেনারেল কাস্টের কোটা কেটে আমি ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করিনি। এজন্য এক্সট্রা টাকা দিয়ে এক্সট্রা সিটের ব্যবস্থা করেছি।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংরক্ষণ নিয়ে আদালতে মামলার জেরে ২ থেকে ৩ লক্ষ চাকরি আটকে রয়েছে। তবে এজন্য চাকরি প্রার্থীদের আশাহত না হওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এবার শীঘ্রই সেই সমস্যার

সমাধান হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাংলা তো বটেই দেশের সেরা পশ্চিমবঙ্গ। এদিন রাজ্য বিধানসভায় স্বাস্থ্য দফতরের বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যের কতগুলো প্যারামিটার থাকা দরকার। আমি যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন আমি দেখতাম হাসপাতালে ঢোকার গেটগুলো ছোটো ছোটো। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ইঁদুর বিড়াল ঘুরে বেড়াত। আজকেও হয়তো কিছু কিছু জায়গায় সেটা হয়, তবে এখন আর সব জায়গায় হয় না।’’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি স্বাস্থ্যে আজ বাংলা দেশের সেরা।’’ কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, ‘‘টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কেন্দ্র তো এক টাকাও দেয় না। তা সত্ত্বেও সব স্তরের চিকিৎসকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। ১৪ হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৪৩টা মাল্টি সুপার হাসপাতাল তৈরি করেছি।’’ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘যার টাকা আছে সে তামিলনাড়ু যেতে পারে। আর বাংলায় বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। এমনকি বাইরের লোকেরাও এখানে এসে চিকিৎসা করায়। রাজ্যের ৯ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর সেবা পেয়েছেন। তাছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে প্রায় ১ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর সেবা পেয়েছে।’’ বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, রাজ্যে দুটি ক্যান্সার সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। একটা এসএসকেএম হাসপাতালে অন্যটা শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। এদিন আরজি কর প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরাও চাই আরজি করের মেয়েটি বিচার পাক। এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে নিজেকে সম্মান জানাতে শিখুন, সম্মান করতে শিখুন। বাংলাকে অসম্মান করবেন না।’’ অন্যদিকে পৃথিবীতে ফিরেছেন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। বুধবার বিধানসভায় তাঁকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, সুনীতার প্রত্যাবর্তনের জন্য যে সব দেশ সাহায্য করেছিল তাঁদেরও ধন্যবাদ জানালেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতে সুনীতা উইলিয়ামস এলে তাঁকে ভারত রত্ন দেওয়ারও দাবি জানালেন তিনি। এ দিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বলেন, ‘‘আমি স্পেস সায়েন্স নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি। সেই সময় আমি দেখেছি মহাকাশযান এই অবস্থায় ফিরে আসতে গেলে অগ্নিকাণ্ড হত। কল্পনা চাওলা ফিরে আসতে পারেননি।’’ তিনি এও বলেন, ‘‘আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি যে সব দেশ তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে এসেছেন।’’ এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা মহা সম্মান জানাচ্ছি। সুনিতা যদি এদেশে আসে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। কারণ ওনারা অনেক দুর্যোগ পেরিয়ে এসেছেন।’’

**অবশেষে...** মহাকাশে থাকার কথা ছিল ৮ দিন। সেটাই বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় ২৮৬ দিন। অর্থাৎ ২৭৮ দিন বেশি। ৯ মাসের বেশি মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। তাঁদের সঙ্গে ফিরেছেন আরও দুই মহাকাশচারী। ১৭ ঘণ্টার যাত্রা শেষে ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে ফ্লোরিডার সমুদ্রে অবতরণ করে স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযান। মহাকাশচারীদের ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে বের করার সময় হাসিমুখে হাত নাড়তে দেখা যায় সুনীতাকে। বুচ ও সুনীতার সঙ্গে মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরেছেন আমেরিকার মহাকাশচারী নিক হগ এবং রাশিয়ার নভশ্চর আলেকজান্ডার গর্বুনভ। এই ২ জন ১১৭ দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সুনীতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরলেন।

## ‘বারবার বৈঠক হয়েছে, আমরা নজর রাখছি’, জানালেন সিপি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** রাম নবমীতে অশান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ? তার জেরে চূড়ান্ত সতর্ক পুলিশ-প্রশাসন। কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা জানিয়েছেন, একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। সব দিকে নজর রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে বিরোধী দলনেতাকে বলতে শোনা গিয়েছিল এই বছরের রাম-নবমী আলাদা। এবারের রাম নবমীতে ১ কোটি হিন্দু রাস্তায় থাকবে। এরপর পুলিশের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘‘পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধিতে যদি পড়েন তাহলে খেসারত আপনাকে দিতে হবে।’’ এখানেই শেষ নয়, অশান্তির আশঙ্কা করে তার দায় পুলিশ-তৃণমূলের উপরই চাপিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, ‘‘উস্কানি আসে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল, পুলিশ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক থেকে। তমলুক-নন্দকুমার সহ বিচ্ছিন্ন ভাবে গোটা রাজ্যে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই একই ঘটনা রামনবমীতে পুলিশ এবং

মুখ্যমন্ত্রী ঘটাতে পারেন। আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে একটি প্রোফর্মা পেয়েছি। আমরা সব জায়গায় বলে দিচ্ছি এই প্রোফর্মা কেউ ফিলাপ করবেন না।’’ পাল্টা আবার সব অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘উন্নয়নের রাজনীতিতে পাল্লা দিতে না পেরে ওরা অন্য ন্যারেটিভ, বিষ মেশানো ন্যারেটিভ তৈরি করতে যাচ্ছে। আমরা উত্তরও দেব না, প্ররোচনাও দেব না।’’ এই আবহের মধ্যেই এ দিন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, ‘‘আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এখনও সময় আছে। এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে এখন যা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।’’

## গরমের দাপাদাপির মধ্যেই চলতি সপ্তাহে বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ১৯ মার্চ অর্থাৎ আজ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পরদিন, ২০ মার্চ, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। একই রকম পরিস্থিতি ২১ মার্চেও বজায় থাকবে। ২২ মার্চ পুরুলিয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে থাকবে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। এছাড়া, ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরেও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় আবহাওয়া দপ্তর হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় ২০ মার্চ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ মার্চের জন্য আবহাওয়া দপ্তর কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ২২ মার্চ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। ২৩ মার্চ কলকাতায় খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ, ঝোড়ো হাওয়ার সময় খোলা জায়গায় না থাকার পাশাপাশি বজ্রপাত থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাওয়া অফিস বলছে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলিতে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। টানা ভারী বর্ষণের কোনও পূর্বাভাস দেয়নি হাওয়া অফিস।

## ১ বছরে বদলেছে অনেক কিছুই, তপন দত্ত মামলার তদন্ত কবে শেষ, জানাল সিবিআই

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** হাওড়ার তৃণমূল নেতা তথা পরিবেশকর্মী তপন দত্ত খুনের মামলায় চলতি বছরের মধ্যে তদন্ত শেষ করে ট্রায়াল শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার বেঞ্চ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে। সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন জানিয়েছেন, ১১ বছর আগের মামলা। অনেক তথ্য পরিবর্তিত হয়েছে। টপোগ্রাফিও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ৪৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করা হয়েছে গোয়েন্দা সংস্থার তরফে। বিচারপতি এদিন সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনাদের কত সময় লাগবে তদন্ত শেষ করতে?’’ সিবিআই অন্তত ৬ মাস সময় দেওয়ার কথা বলেছেন। বিচারপতি জানতে চান, তদন্ত শেষ করতে নাকি চার্জশিট দিতে? সিবিআই বলেন, ‘‘আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।’’ তপন দত্ত খুনের হাওড়ার তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, কল্যাণ বসু, ষষ্ঠী গায়েন-সহ শাসক দলের একাধিক নেতা ও বিধায়কের নাম জড়িয়েছিল। তপন দত্তের স্ত্রীর অভিযোগ প্রাথমিক চার্জশিটে অরূপ দত্তের নামও ছিল। পরবর্তী সময়ে সিআইডির পক্ষ থেকে যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল, তাতে কোনও কারণ না দেখিয়েই ৯ জনের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সিআইডির বিরুদ্ধে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তৃণমূল নেতা। ২০১৪ সালে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের অভাবে চার্জশিটে নাম থাকা বাকিরাও বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। ২০১৭ সালে কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সেই রায় খারিজ করে দিয়েছিল। অভিযুক্তরা এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। তবে শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখেছিল।

## তথ্য কমিশনের দুই সদস্য হিসাবে এলেন রাজীব-জায়া এবং প্রাক্তন সাংসদ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনের নতুন দুই সদস্যের নাম চূড়ান্ত হয়ে গেল বুধবার। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সদস্য মনোনয়নের বৈঠক হয়। পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ওই বৈঠকে যোগ দেননি। আট জনের তালিকা থেকে চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত হয়েছেন সঞ্চিতা কুমার এবং মৃগাঙ্ক মাহাতো। প্রাক্তন আয়কর আধিকারিক সঞ্চিতা চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। ঘটনাচক্রে, তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সহধর্মিণী। প্রসঙ্গত, মৃগাঙ্ক ২০১৪ সালে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। শাসকদলের প্রাক্তন সাংসদের ওই তথ্য কমিশনে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিরোধী শিবির প্রশ্ন তোলার তোড়জোড় করছে। তবে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের দাবি, বর্তমানে মৃগাঙ্ক আর দলের সঙ্গে যুক্ত নন।

## সোশ্যাল মিডিয়ায় কত পোস্ট ডিলিট করেছে কেন্দ্র?
## পর্যাপ্ত তথ্য না পেয়ে চিঠি লিখছেন অভিষেক

**নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চঃ** সমাজমাধ্যম থেকে গত তিন বছরে মোট কতগুলি পোস্ট ডিলিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে? তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের কাছে এই নিয়ে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, তাঁর প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন ডায়মন্ডহারের এই তৃণমূল সাংসদ। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে এই বিষয়ে চিঠি লিখছেন তিনি। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক যাতে সঠিক সংখ্যা জানায়, সেই বিষয়ে আবেদন জানাবেন স্পিকারকে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পোস্ট ডিলিটের নির্দেশ দেয় বলে অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। এই নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণও শানায় তারা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট ডিলিট ইস্যুতে কেন্দ্রের কাছ থেকে তথ্য চান। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স এবং

মেটা থেকে কত পোস্ট সরানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে? পোস্ট সরানোর পিছনে কারণ কী ছিল? তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককে লিখিতভাবে এই প্রশ্ন করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের প্রশ্নের জবাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ না করে মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ লিখিতভাবে জানান, দেশের সার্বভৌমত্ব, শালীনতা এবং নীতিবোধ রক্ষা, আদালতের অবমাননা ঠেকানো, বন্ধুত্বপূর্ণ পড়শি দেশের সম্মান রক্ষা এবং এমন কিছু তথ্য যা দেশের স্বার্থে প্রকাশ করায় বিধিনিষেধ রয়েছে, এমন সমাজমাধ্যমের পোস্টকেই সরানোর জন্য নোটিস দেওয়া হয় আইটি রুল মেনে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, রাজ্য এবং কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিই এ ধরনের নোটিস ইস্যু করে। কিন্তু গত তিন বছরে ঠিক কত পোস্ট সমাজমাধ্যম থেকে সরানো হয়েছে, সেই সংখ্যা প্রকাশ করেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তাই নিয়ে সরব হন অভিষেক। তাই, সঠিক সংখ্যা জানানোর আবেদন জানিয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখছেন তিনি।

## অবশেষে মিলল আর জি করে নিহত তরুণী চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেট

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** দীর্ঘ টানাপোড়নের অবসান! অবশেষে পাওয়া গেল আর জি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেট। ঘটনার ৮ মাস পর এই শংসাপত্র পাওয়া গেল। রাজ্য সরকারের ‘জন্ম মৃত্যু তথ্য’ পোর্টালে তরুণী চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেট আপলোড করা হয়েছে। গত বছরের ৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে সঞ্জয় রায়কে। সে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। পরে মামলার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। তদন্তে সঞ্জয় দোষী প্রমানিত হয়। তাকে আমৃত্যু কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। তবে মামলা এখনও চলছে। এই সবের মাঝে ঘটনার ৮ মাস কেটে গেলেও নির্যাতিতার ডেথ সার্টিফিকেট পায়নি পরিবার। তা নিয়ে চলে টানাপোড়েন। বিভিন্ন কারণে তা তুলে দেওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

## ‘ভোটব্যাঙ্কের জন্যই হিন্দু ওবিসিরা বঞ্চিত’ ওবিসি মামলায় রাজ্য সরকারকে নিশানা শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** ওবিসি মামলা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে শূন্যপদে নিয়োগ করুক রাজ্য, দাবি তুললেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই রাজ্য সরকার আর কয়েক মাস রয়েছে। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বুধবার শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘স্কুল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড.. যা যা আছে, শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করে নিয়োগের জটিলতা কাটাক। পুরনো

ওবিসি তালিকা, যেটা হাইকোর্ট বাতিল করেছিল, সেটাকে অস্বীকার করে, আরও তিন মাস সময় চেয়েছে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। অর্থাৎ এই আমলে আর একটিও নিয়োগ হবে না। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের জন্য প্রকৃত ওবিসি-দের, মূলত হিন্দু ওবিসি-দের বঞ্চিত করে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তোষণ করায় বাংলার ২ কোটিরও বেশি বেকার যুবক যুবতীর সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে।’’ প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার শুনানি ছিল। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, ওবিসি-র সংরক্ষণের বিষয়ে নতুন করে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। কারা ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য, তা যাচাই করা হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশ মতো নতুন করে সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। আর সে কারণেই ওবিসি মামলায় আরও তিন মাস সময় চেয়ে নেয় রাজ্য। শীর্ষ আদালত তা মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ম মেনে দেওয়া হয়নি বলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ২০১০ সালের পর থেকে দেওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হল। হাই কোর্টের নির্দেশে প্রায় ১২ লক্ষ সার্টিফিকেট অকেজো হয়ে যায়। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। হাই কোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরও।

## সুনীতাকে অভিনন্দন জানাতে বিধানসভায় প্রস্তাব বিজেপির, ‘স্বাগত’ জানিয়ে স্লোগান বিধায়কদের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** প্রায় ১৭ ঘণ্টার যাত্রার সঙ্গে শেষ ৯ মাসের অপেক্ষা। রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষে শেষ পর্যন্ত মর্ত্যে ফিরেছেন সুনীতা উইলিয়ামস। সুনীতা সহ সমস্ত মহাকাশচারীদের কুর্নিশ দিলেন বিজেপি বিধায়করা। সূত্রের খবর, এদিন বিধানসভা খুললেই বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ স্পিকারের কাছে দরবার করেন। তাঁদের দাবি, সুনীতাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করুক ফেরা নিয়ে একটা অভিনন্দন প্রস্তাব আনার জন্য স্পিকারের কাছে আবেদন করেছি। অধিবেশনের শুরুতেই আমি এই প্রস্তাব আনার জন্য অনুরোধ করেছি।’’ প্রসঙ্গত, সুনীতারা ঘরে ফিরে গোটা বিশ্বের

জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে উদ্ধারকারী দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে। উচ্ছ্বসিত বাংলার বিজেপি বিধায়কেরাও। রাজ্য বিধানসভায় সুনীতা উইলিয়ামের ঘরে ফেরা নিয়ে অভিনন্দন প্রস্তাব বিজেপির। সুনীতা স্বাগত জানিয়ে বিধানসভার সামনে স্লোগানও স্পিকার। স্পিকার জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী আসার পরেই এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। যদিও এরইমধ্যে শঙ্কর ঘোষেরা বিধানসভার বাইরে সুনীতাকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। সকলের হাতেই দেখা যায় সুনীতার ছবি দেওয়া পোস্টার। এ নিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘সুনীতা উইলিয়ামসের ঘরে পাশাপাশি উন্মাদনার আবহ ভারতেও। গুজরাটে সুনীতার দেশের বাড়ির এলাকাতেও দেখা যায় উৎসবের ছবি। উদযাপনে মেতে ওঠেন সেখানকার বাসিন্দারা। সুনীতাদের রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষে ঘরে ফেরায় যারপরনাই খুশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তিনিও জানিয়েছেন শুভেচ্ছা।

## পুলিশ দেয়নি, হাইকোর্ট অনুমতি দিল, বৃহস্পতিতে তমলুকে মিছিল শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** অনুমতি দেয়নি পুলিশ। মিছিলের জন্য অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিজেপির সেই মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ওই মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আগামিকাল তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মিছিলের জন্য একাধিক শর্তও বেঁধে দিল হাইকোর্ট। এদিন হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আগামিকাল দুপুর ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। একহাজার লোক নিয়ে মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি। একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, স্কুল চত্বরে নীরবতা বজায় রাখতে হবে। উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশ করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে হবে। যে জায়গায় অশান্তির প্রতিবাদে এই মিছিল হচ্ছে, সেখানে গত ১৫ মার্চ গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন হাইকোর্টে রাজ্য সওয়াল করে, অশান্তির ঘটনায় কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত করতে চায় বিজেপি। তবে নিমতলা থেকে তালপুকুর পর্যন্ত মিছিল করার বিকল্প প্রস্তাব দেয় রাজ্য। হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়, বিজেপির প্রস্তাবিত রুটে মসজিদ আছে, নমাজ হয়। প্রশাসনিক ভবন আছে। আদালত আছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। রাজ্যের সওয়াল শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, আমি যখন আর আর অ্যাভিনিউ দিয়ে যাই, তখন দেখতে পাই যে কারা কারা নিয়মিত অনুমতি পাচ্ছেন মিছিলের। রাজ্য আরও সওয়াল করে, মিছিল বিকেল ৩টায় কেন? সন্ধ্যা ৭টায় করুন। সকাল ৯টায় করুন। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রশ্ন, মিছিলের উদ্দেশ্য কী? মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা? তখন বিজেপির আইনজীবী বলেন, ‘‘একঘণ্টা সময় দিন। মিছিল শেষ হয়ে যাবে।’’ যার পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ‘‘কার হয়ে এই মুচলেকা দিচ্ছেন? যিনি আদালত থেকে রক্ষাকবচ নিয়ে ঘুরছেন, আর যা ইচ্ছা বলে বেড়াচ্ছেন।’’ তখন বিজেপির আইনজীবী বলেন, ‘‘রাজ্য মিথ্যা মামলা দিলে আদালত তো রক্ষাকবচ দেবেই।’’ দুই পক্ষের সওয়ালের পর মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি ঘোষ। তবে একাধিক শর্ত বেঁধে দেন তিনি।

## প্রত্যাবর্তনে সুনীতাদের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরদের স্বাগত জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বুধবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরকে অনেক দিন পর অবশেষে এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য স্বাগতম। আমাদের ভারতের কন্যা আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন, এবং আমরা গভীরভাবে আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। আমরা বুচ উইলমোরের জন্যও গভীরভাবে আনন্দিত। তাঁদের সাহসকে স্বাগত জানাই, তাদের প্রত্যাবর্তনের শুভেচ্ছা জানাই, মানবিক গৌরবের শুভেচ্ছা জানাই!মহাকাশ থেকে যারা ফিরিয়ে এনেছেন, সেই দলকেও তাঁদের অভূতপূর্ব সমর্থন এবং সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## হিমাচলের বাজেট দিশাহীন, তোপ অনুরাগ ঠাকুরের

উনা, ১৯ মার্চ ঃ হিমাচল প্রদেশের বাজেটকে দিশাহীন বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর কথায়, বাজেট দিশাহীন এবং অন্যদের দোষারোপ করা ছাড়া, কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর বুধবার জিউনাক লা সদর দফতরে হারোলি মণ্ডল বিজেপির একটি সভায় যোগ দেন, উনা শহরে পৌঁছানোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন তিনি এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন হিমাচল প্রদেশের বাজেট সম্পর্কে বলেছেন, বাজেট দিশাহীন এবং অন্যদের দোষারোপ করা ছাড়া, কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। আসল প্রশ্ন হলো, প্রায় ৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, এই সরকার কী করেছে? দুই বছর কেটে গিয়েছে, তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে-নারীরা কি তাদের প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন বলে জানেন?

## তেলেঙ্গানার কৃষকরা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, মন্তব্য কে কবিতার

হায়দরাবাদ, ১৯ মার্চ ঃকৃষক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বুধবার হায়দরাবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র এমএলসি কে কবিতা। বুধবার কে কবিতার নেতৃত্বে বিআরএস নেতারা তেলেঙ্গানা সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। তেলেঙ্গানার কৃষকরা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন কে কবিতা।কে কবিতা বলেছেন, তেলেঙ্গানা প্রচুর জল সম্পদে সমৃদ্ধ। তেলেঙ্গানাকে খরার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এই সরকার অন্ধ্রপ্রদেশে পাঠানো জল ব্যবস্থাপনা করতে পারছে না। ফলস্বরূপ, আমাদের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

## নাগপুরে দ্বিতীয় দিনে পড়ল কারফিউ, রয়েছে চাপা উত্তেজনা

নাগপুর, ১৯ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বুধবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল কারফিউ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, চাপা উত্তেজনা এখনও রয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় বুধবার সকালেও টহল দিয়েছে পুলিশ। নাগপুর শহরের মহল এলাকায় আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। নাগপুরের হিংসা সম্পর্কে ডিসিপি রাহুল মাকনিকার বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তদন্ত চলছে। আমরা ১০টি দল গঠন করেছি। আমরা এখনও পর্যন্ত ৫০ জনকে আটক করেছি।এদিকে, নাগপুরের হিংসাত্মক ঘটনায় গণেশপেঠ থানায় দায়ের করা এফআইআর থেকে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় একজন অভিযুক্ত আরসিপি স্কোয়াডের কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ অফিসারের পোশাক এবং শরীর খারাপভাবে স্পর্শ করেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করেছিল এবং কিছু মহিলা পুলিশ কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল।

## অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ দেখিয়ে দিলেন সুনীতা ও ক্রু৯ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ কী, তা দেখিয়ে দিলেন সুনীতা উইলিয়ামস ও ক্রু ৯। সুনীতার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, স্বাগতম, ক্রু৯! পৃথিবী তোমাকে মিস করেছে। তাঁদের এই পরীক্ষা ছিল দৃঢ়তা, সাহস ও অসীম মানবিক চেতনার পরীক্ষা। সুনিতা উইলিয়ামস এবং ক্রু ৯ মহাকাশচারীরা আবারও আমাদের দেখিয়েছেন যে, অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ কী। বিশাল অজানার মুখোমুখি হয়ে তাদের অটল দৃঢ়তা চিরকাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। মহাকাশ অনুসন্ধানের অর্থ হল, মানুষের সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করা, স্বপ্ন দেখার সাহস করা এবং সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার সাহস অর্জন করা। একজন পথিকৃৎ এবং আইকন সুনীতা উইলিয়ামস তার ক্যারিয়ার জুড়ে এই চেতনার উদাহরণ দিয়েছেন। যারা তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের জন্য আমরা অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত। তারা দেখিয়েছেন যে, যখন নির্ভুলতা আবেগের সাথে মিলিত হয় এবং প্রযুক্তি দৃঢ়তার সাথে মিলিত হয় তখন কী হয়।উল্লেখ্য, মহাকাশে প্রায় ৯ মাস কাটানোর পরে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরে এলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে তাঁদের নিয়ে ফ্লোরিডার উপকূলের সমুদ্রে নিরাপদে অবতরণ করে স্পেসএক্সের ড্রাগন যান। সঙ্গে ছিলেন নিক হেগ ও আলেকজান্দার গরবুনভ। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নির্দিষ্টি সময়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সুনীতাদের আকাশযান। এরপর ধাপে ধাপে দ্রুত গতি কমিয়ে আনা হয়। এর পরে নির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী চারটে প্যারাশ্যুটের সাহায্যে অবতরণ করে ড্রাগন। তাঁদের নিরাপদ অবতরণে গুরুপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে নাসার এন্ট্রি সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশনের বিশেষজ্ঞরা।অন্যদিকে ফ্লোরিডাতে,

গিয়েছিলেন আট দিনের জন্য, কিন্তু কাটাতে হয়েছে দীর্ঘ ৯ মাস ১৩ দিন। অবশেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। ফিরেছেন তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোরও। ভারতীয় সময় অনুসারে, বুধবার ভোরে দুই নভশ্চরকে নিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছেছে স্পেসএক্স-এর ড্রাগন যান। মহাকাশযান ড্রাগন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর মেলে প্যারাশুট। তার পর ধীরে ধীরে সেটি নেমে আসে আমেরিকার ফ্লোরিডার কাছাকাছি সমুদ্রে। নাসা নিজস্ব ওয়েবসাইটে লিখেছে - 'বাড়িতে স্বাগত!' বিজ্ঞান মিশনের পর নাসার স্পেসএক্স ক্রু-৯ পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।ইস্টার্ন টাইম-এখন সবাই পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন।নাসার ওয়েবসাইট অনুসারে, নিক হেগ, সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর এবং নভশ্চর আলেকজান্ডার গোরবুনোভ ইয়েস্টার্ন সময় অনুযায়ী বিকেল ৫ঃ৫৭ মিনিটে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। স্পেসএক্স পুনরুদ্ধার জাহাজের দল মহাকাশযান এবং ক্রুদের উদ্ধার করে। তীরে ফিরে আসার পর, ক্রুরা হিউস্টনে নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে উড়ে যাবে। সবাই সেখানে তাদের পরিবারের সাথে দেখা করবে। মঙ্গলবার নাসার স্পেসএক্স ক্রু-৯ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সংস্থার নবম বাণিজ্যিক ক্রু রোটেশন মিশন সম্পন্ন করেছে। এটি মার্কিন উপসাগরের ফ্লোরিডার উপকূলে স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযান নিরাপদে অবতরণ করেছে।জ্যানেট পেট্রো বললেন - ট্রাম্পের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।সুনিতা, বুচ, নিক এবং আলেকজান্ডার নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত, নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক জ্যানেট পেট্রো এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে নাসা এবং স্পেসএক্সের এক মাসের কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে। নাসার এই ধরনের মিশন মানবতার কল্যাণের জন্য। হেগ এবং গোরবুনোভের ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১ঃ১৭ মিনিটে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪০ থেকে স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটে করে মহাকাশযানটি উ।নের কথা ছিল। পরের দিন তাদের স্টেশনের হারমনি মডিউলের সামনের দিকের বন্দরে ডক করা হয়েছিল। এজেন্সির বোয়িং ক্রু ফ্লাইট টেস্টের অংশ হিসেবে, ৫ জুন, ২০২৪ তারিখে স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪১ থেকে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযান এবং একটি ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্স অ্যাটলাস ভি রকেটে সুনীতা উইলিযামস এবং উইলমোরকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। দু'জনেই ৬ জুন মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছান।মহাকাশ পরী দু'টি স্পেসওয়াক করেছিলেন।সুনীতা উইলিয়ামস দু'টি স্পেসওয়াক করেছিলেন। একটিতে তিনি উইলমোরের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যটিতে হেগ ছিলেন। মহাকাশে ৯০০ ঘণ্টারও বেশি গবেষণার সঙ্গে ১৫০টিরও বেশি অনন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং গুণমান, সেইসঙ্গে রক্তের রোগ, অটোইমিউন ব্যাধি এবং ক্যান্সার মোকাবেলায় স্টেম সেল প্রযুক্তির সম্ভাবনার উপর তদন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মহাকাশচারীদের সার্কাডিয়ান ছন্দদ বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য আলোর পরীক্ষাও করেছিলেন। মহাকাশে অণুজীব বেঁচে থাকতে পারে কিনা তা অধ্যয়নের জন্য মহাকাশ স্টেশনের বাইরের অংশ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছিল।সুনিতার জন্মস্থানে উদযাপন।ভারতীয় সময় ভোর ৩.২৭ মিনিটে কক্ষপথে বার্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর স্পেস অ্যাঞ্জেল সুনীতা ফ্লোরিডা উপকূলে অবতরণের সাথে সাথে তাঁর গুজরাটের জন্মস্থান গ্রামে উদযাপন শুরু হয। ইতিহাস সৃষ্টি করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসা সুনীতা উইলিয়ামসকে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকা একদল ডলফিন স্বাগত জানায়। যখন তাদের ক্যাপসুলটি জলে পড়ে, তখন তাদের চারপাশে প্রচুর সংখ্যক ডলফিন ছিল। এরপর তাকে পুনরুদ্ধার জাহাজ থেকে ক্যাপসুল থেকে বের করা হয়।সুনীতাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীরভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুনীতা উইলিযামসকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। ১ মার্চ লেখা এবং নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর মাধ্যমে পাঠানো চিঠিটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এক্স-এ ভাগ করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী চিঠিতে লিখেছেন, আপনি হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও, আপনি আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে। ভারতের জনগণ আপনার সুস্বাস্থ্য এবং আপনার মিশনে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছে। আপনার ফিরে আসার পর আমরা ভারতে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ভারতের জন্য তাদের সবচেয়ে খ্যাতিমান কন্যাদের মধ্যে একজনকে আতিথ্য দেওয়া আনন্দের হবে।

## ২১-২৩ মার্চ বেঙ্গালুরুতে হবে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকঃসুনীল আম্বেকর

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ থেকে ২৩ মার্চ। বুধবার এমনটাই জানালেন আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। বেঙ্গালুরুর চেন্নহল্লির জনসেবা বিদ্যা কেন্দ্রে আয়োজিত হবে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক সঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বৈঠক এবং এটি প্রতি বছর

হোলি উৎসবের আশপাশে হয়ে থাকে। বুধবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বার্ষিক সভা ২১-২৩ মার্চ বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে আরএসএস ১০০ বছর পূর্ণ করবে। তাই আমরা আমাদের শতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করব এবং অবশ্যই আমরা ২৩ তারিখেই তা ঘোষণা করব। দু'টি প্রস্তাব থাকবে, একটি বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হবে আরএসএসের ১০০ বছরের যাত্রা এবং আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে।

## ভারতে ট্র্যাক নির্মাণ ৩৪,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে, জানালেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ ভারতে ট্র্যাক নির্মাণ ৩৪,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে, গত সোমবার রাজ্যসভায় এই তথ্য দিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, ট্র্যাক নির্মাণ ৩৪,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে, যা জার্মানির সমগ্র নেটওয়ার্ককে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক সাংসদ ট্র্যাক প্রতিস্থাপনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাই আমি প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করতে চাই। প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার ট্র্যাক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা উন্নত মানের এবং দীর্ঘ রেলট্র্যাক নিশ্চিত করেছে, যা নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকা এবং ছোট শহরগুলিতে প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য, ১২,০০০ এরও বেশি ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।

## দিল্লি-এনসিআরে ৩ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

গাজিয়াবাদ, ১৯ মার্চ ঃ দিল্লি-এনসিআরে ৩ কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে মঙ্গলবার রাতে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গাজিয়াবাদের থানার ট্রোনিকা সিটি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে দু'জন পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে। বর্তমানে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ৩ অপরাধী দিল্লি-এনসিআরে দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই, ডাকাতি এবং চেন ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় জড়িত ছিল।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আহত দুই অপরাধীর মধ্যে একজন কাসিম বিহার এলাকার বাসিন্দা আফতাব এবং অন্যজন খুশহাল পার্ক এলাকার বাসিন্দা রাশিদ। তৃতীয় অভিযুক্তের নাম আমির, যিনি রাজধানী এনক্লেভ, রাম পার্কের বাসিন্দা।

## শূন্য সহনশীলতা নীতির ফলে সন্ত্রাসী ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছেঃ নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে, যার ফলে দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বুধবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেন, ভারত সরকার জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-কে দেশের বাইরেও সন্ত্রাস-সম্পর্কিত ঘটনা এবং কার্যকলাপ তদন্তের জন্য আরও ক্ষমতা প্রদান করেছে।তিনি বলেন, এনআইএ লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশন এবং সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের উপর হামলার ঘটনা তদন্ত করছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

## প্রখ্যাত ভারতীয় ফুটবলার এবং প্রশিক্ষক,পিকে ব্যানার্জির জন্মদিন আজ

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ প্রদীপ কুমার ব্যানার্জি যিনি পি কে ব্যানার্জি নামে পরিচিত। ১৯৩৬ সালের ২৩ জুন জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ভারতীয় ফুটবলার এবং প্রশিক্ষক। ১৯৫৫-১৯৬৬ ভারতীয় দলের হয়ে ৫২ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। জাতীয় স্তরে সর্বমোট ১৯টি গোল করেছেন। তিনি অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী পুরস্কার লাভ করেন এবং আইএফএফএইচএস দ্বারা বিংশ শতকের একজন ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত হন। ২০০৪ সালে তিনি ফিফার সর্বোচ্চ পুরস্কার, অর্ডার অফ মেরিট পুরস্কারে ভূষিত হন।১৯৫১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিহারের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে পিকে ব্যানার্জির অভিষেক ঘটে। ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতায় এরিয়ান্স ক্লাবে যোগ দেন। এরপর ১৯৫৫-৬৭ তিনি ইস্টার্ন রেল ক্লাবের হয়ে খেলেন। তিনি ১৯৫৫ সালে, ১৯ বছর বয়সে পূর্ব

পাকিস্তানের ঢাকায় চতুর্দেশীয় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের হয়ে প্রথম খেলেন। ভারতের হয়ে ৩টি (১৯৫৮, ১৯৬২,১৯৬৬) এশিয়ান গেমসে খেলেন। জাকার্তাতে ১৯৬২ এশিয়ান গেমসে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয় এবং স্বর্ণপদক পায়। ১৯৫৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকসে জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। রোমে হওয়া ১৯৬০ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন, যেখানে ফ্রান্স ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র হয়। তিনি মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে ৩ বার (১৯৫৯, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫) খেলেন। সেখানে ভারত ১৯৫৯ সালে রূপো, এবং ১৯৬৪-তে ব্রোঞ্জ জেতে ভারত। ১৯৬৮ সালে তিনি ফুটবল থেকে অবসর নেন।ক্লাব কেরিয়ারে কোচিং করে তাঁর রয়েছে অনেক সাফল্য। ১৯৭২-৭৫ সাল এবং ১৯৮০, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে তিনি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর কোচিংএ মোহনবাগান ক্লাব আইএফএ শিল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডুরান্ড কাপ একই মরসুমে জিতেছিল। ক্লাব কোচিংয়ের মাধ্যমে তিনি মোট ৫৩ টি ট্রফি এনেছিলেন, যার ২৮টি ইস্টবেঙ্গল এবং ২৫ টি মোহনবাগানের কোচ থাকাকালীন। জাতীয় দলের কোচ থাকাকালীন ১৯৭০ সালে ভারত এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিল। তিনি ১৯৮৬ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের কোচ ছিলেন। এরপর তিনি জামসেদপুরের টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে যুক্ত হন এবং ১৯৯১-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত টিএফএর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালে আবার ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০২০ সালে ২০ মার্চ পিকে ব্যানার্জি কলকাতায় একটি হাসপাতালে মারা যান।

## "ওঁদের প্রণাম", সুনীতাদের শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ আমি তাঁদের অটল সংকল্পকে স্যালুট জানাই এবং তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি! সুনীতাদের প্রত্যাবর্তনের পর বুধবার তাঁদের এই বার্তা দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি এক্সবার্তায় লিখেছেন, নাসার ক্রু ৯ মিশনের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যের পুরো দলকে অভিনন্দন! ভারতের মেয়ে সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সহকর্মী মহাকাশচারীরা তাঁদের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং অনমনীয় মনোভাব দিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের ঐতিহাসিক যাত্রা দৃঢ় সংকল্প, দলবদ্ধতা এবং অসাধারণ সাহসের গল্প।

## বিজেপি ও আইটি সেলের সমস্ত টিম এখন বিহারেই কাজ করবে ঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৯ মার্চ ঃজমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় মঙ্গলবারই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ইডি-র এই জিজ্ঞাসাবাদের সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি ও আইটি সেলের সমস্ত টিম এখন থেকে বিহারেই কাজ করবে।বুধবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেজস্বী যাদব বলেছেন, আমরা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তাঁরা যত বেশি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার করবে, আমরা ততই শক্তিশালী হব। বিজেপি এবং আইটি সেলের সমস্ত টিম এখন কেবল বিহারেই কাজ করবে।

## চড়া রোদ, ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের কাজের সময় কমানো হল

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ মার্চের শুরু থেকেই চড়ছে গরম। দিনের বেলা কলকাতার গড় তাপমাত্রা ৩৭-৩৮ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রির আশেপাশে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবারের মতো এবারও ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের ডিউটির সময় কমানো হল। বুধবার পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে সামার কিট তুলে দেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। সেখানেই একথা জানান তিনি।সিপি বলেন, গরমের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট করেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হয় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। সেজন্য তাঁদের ডিউটির সময় ২ ঘণ্টা কমানো হল। এখন থেকে তাঁরা ৬ ঘণ্টা ডিউটি করবেন। গরমের সময় রোদে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে অসুবিধা হয় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। সেজন্য এদিন তাঁদের সামার কিট তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে জলের বোতল, ওআরএস, সানগ্লাস, এবং ছাতা। কলকাতায় ট্রাফিক পুলিশের অধীনে রয়েছেন ৫ হাজার ৫৭৮ জনপুলিশ কর্মী। এদের সকলকেই দেওয়া হবে এই সামার কিট।

## ধর্ষণ মামলায় জেল থেকে মুক্তি রাকেশ রাঠোরের, বললেন তিনি নির্দোষ

সীতাপুর, ১৯ মার্চ ঃধর্ষণ মামলায় বুধবার উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাকেশ রাঠোর। এদিন সকালে জেল থেকে বেরোনোর পর রাকেশ রাঠোর বলেছেন, তিনি নির্দোষ। টানা ৪৮ দিন পর বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ জেল থেকে মুক্তি পান সাংসদ রাকেশ রাঠোর। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার তার জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি থেকে তিনি জেলা কারাগারে বন্দি ছিলেন।সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমি নিজের জন্য সবচেয়ে কঠোর শাস্তি চাই। এটি আমার জন্য প্রায়শ্চিত্তের সময় ছিল। শীঘ্রই, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি এটিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চাইনি। আমি দলের কাছ থেকে সমস্ত সমর্থন পেয়েছি।

## রামনবমী পালন নিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ১৯ মার্চঃ রামনবমী পালনের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোর নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জয় শ্রীরাম গালি।এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, সবাইকে আবেদন করব, আপনারা প্রথা মেনে, গত বছরের অনুমতির কাগজ সহ, পুলিশকে দেবেন। নতুন করে কোনও মমতা পুলিশের পাঠানো প্রোফর্মা পূরণ করবেন না। আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৭ হাজার লোককে প্রতিনিধিত্ব করি। আমি এবং আমাদের বিজেপি এমএলএ-রা আপনাদের সম্পূর্ণভাবে আইনি সুরক্ষা দেব। গতবছরে যা হয়েছিল, একইভাবে এবারে উৎসব পালন করা হবে।'তিনি আরও বলেন,' মহাকুম্ভে ৬৬ কোটি মানুষ স্নান করেছেন। সবাইকে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমী পালন করুন। এবার মিছিলের সংখ্যা এতটাই হবে, গোটা রাজ্যের পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ারকে কাজে লাগিয়েও আটকাতে পারবেন না। প্রত্যেকে রাস্তায় থাকব, রামনবমীর মিছিলে সামিল হব। হাওড়ায় শ্যামপুরে ৭ এপ্রিল মিছিল করব, ক্ষমতা থাকে আটকান। যাঁরা হিন্দুদের পাশে, তাঁরাই চেয়ারে', রামনবমী পালন নিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার।বিরোধী দলনেতার সংযোজন, '২০২৩ সালে রামনবমীর মিছিলে হামলা হয়, রিষড়া, শিবপুর, ডালখোলাতে হামলা। এই ঘটনায় আমার দায়ের করা মামলায় এনআইএ তদন্ত হয়। উস্কানি আসে রাজ্যের শাসক দল, পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর দিক থেকে। যোগেশচন্দ্র, হরিণঘাটায় সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়া হয়েছে। দোলপূর্ণিমায় সাঁইথিয়ায় ইন্টারনেট সার্ভিস বন্ধ করা হয়েছে।'

## মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশযাত্রার আইনি অনুমতি পেলেন কুণাল

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ বিদেশযাত্রায় বাধা রইল না তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ এই অনুমতি দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সিবিআইয়ের তরফে তৃণমূল নেতার আবেদনের কোনও বিরোধিতা করা হয়নি।সূত্রের খবর, জামিনের অন্যতম শর্ত হিসেবে কুণালের পাসপোর্ট জমা রয়েছে আদালতের কাছে। সেই পাসপোর্টের জন্যই এদিন আদালতের দ্বারস্থ হন কুণালের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী। আদালতকে তিনি জানান, তৃণমূল নেতা হিসেবে নয়, কুণাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে। এরপরই আবেদন মেনে কুণালকে বিদেশ সফরের অনুমতি দেয় আদালত।২১ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ

পর্যন্ত বিদেশ সফরের অনুমতি মিলেছে। আগের বিদেশযাত্রায় সব নিয়ম মেনেছেন কুণাল। তাই এবার অনুমতি না দেওয়ার কোনও কারণ দেখেনি আদালত। তবে এদিন আদালত এও জানতে চায়, বিদেশে যাবেন টাকার উৎস কী? চিট ফান্ড মামলায় অভিযুক্ত কুণাল। ফলে তাঁরা আয়ের উৎস নিয়ে জানতে চায় আদালত। তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকা জমা রাখার নির্দেশও দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লন্ডন যাচ্ছেন তৃণমূল নেতা-সাংবাদিক কুণাল ঘোষ।

## সিআরপিএফ-এর 'বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ' স্মরণ করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ ২০২৫-এর সিআরপিএফ দিবসে ভারতের সিআরপিএফ কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বুধবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই দিনেই ১৯৫০ সালে এই বাহিনীকে রাষ্ট্রপতির পতাকা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। এর বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশপ্রেমিকদের অনুপ্রাণিত করে। জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালের ১৯ মার্চ, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে ' রাষ্ট্রপতির রঙের স্বীকৃতি দেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা এখন সিআরপিএফ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

## আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। তবে বৃষ্টি দুই তিন দিনের হতে পারে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৬মনিট

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২০ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৫ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩ চৈত্র ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ২ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

# আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড আকাশইনভিক্টস চালু করলো ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আগ্রহী ছাত্রদের জেইই প্রস্তুতির জন্য চূড়ান্ত গেম-চেঞ্জার

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল), টেস্ট প্রস্তুতি পরিষেবার একটি জাতীয় লিডার, আজ তাদের নতুন উদ্যোগ আকাশ ইনভিক্টস চালু করার ঘোষণা করলো। এটি একটি বিপ্লবী এবং উন্নত জেইই প্রস্তুতি প্রোগ্রাম, যা সেরা এবং মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই এলিট, উচ্চ-তীব্রতা, ব্যক্তিগতকৃত, এআই-চালিত এবং ফলাফল-ভিত্তিক উদ্যোগ, যা বিশেষভাবে আইআইটি বা অন্যান্য মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।আকাশ ইনভিক্টস প্রোগ্রামে প্রায় ৫০০ জন অভিজ্ঞ জেইই ফ্যাকাল্টি রয়েছেন, যারা শিক্ষার্থীদের শীর্ষস্থানীয় আইআইটি র‍্যাঙ্ক অর্জনে সহায়তা করেন। তাদের একটি সফল ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, যেখানে তারা এক লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে আইআইটিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন। এই প্রোগ্রামের পাঠ্যক্রমটি অত্যাধুনিক এবং বিশেষভাবে তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যারা আইআইটি র‍্যাঙ্কে ভালো ফল করতে চান।

প্রোগ্রামটিতে শারীরিক শিক্ষা এবং বিশেষ অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে, যা জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী, এআই-সমর্থিত এবং অভিযোজিত প্রস্তুতি প্রদান করে।শিক্ষার্থীরা একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা পাঠ্যক্রম, সন্দেহ নিরসন সেশন এবং প্রস্তুত পরীক্ষার সিরিজ থেকে উপকৃত হবে, যা তাদের অধ্যয়ন স্তর এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আকাশ ইনভিক্টস ছোট ব্যাচে ক্লাস হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া যায় এবং তাদের শিক্ষাগত চাহিদা বুঝে সাহায্য করা যায়।মিঃ ধীরজ কুমার মিশ্র, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের চিফ অ্যাকাডেমিক এবং বিজনেস হেড, বলেছেন যে আকাশ ইনভিক্টস শুধুমাত্র একটি কোচিং প্রোগ্রাম নয়, বরং এটি আইআইটিতে শীর্ষস্থান অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি রূপান্তরকারী যাত্রা। আকাশ ইনভিক্টসের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে পারে। প্রোগ্রামটির সমস্ত অধ্যয়ন উপাদান নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলি শিল্পের সেরা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম ও প্রস্তুতি পাবে। মিঃ মিশ্র আর ও বলেন কয়েক মাস আগে শুরু হওয়া আকাশ ইনভিক্টাস প্রোগ্রামটি ইতিমধ্যে ২৫০০ এরও বেশি শীর্ষ শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রোগ্রামটি তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে - সর্বশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি এবং কোর্সওয়্যার, বিশেষজ্ঞ অনুষদ এবং উন্নত এআই সরঞ্জাম - আকাশ ইনভিক্টস প্রোগ্রাম জেইই প্রস্তুতিতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে। আকাশ ইনভিক্টস প্রোগ্রামে ভর্তি অত্যন্ত নির্বাচনী এবং এটি একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শুধুমাত্র সবচেয়ে মেধাবী ও নিবেদিত শিক্ষার্থীরাই এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই প্রোগ্রামটি একাদশ শ্রেণিতে প্রবেশকারী শিক্ষার্থীদের জন্য দুই বছর এবং দশম শ্রেণিতে প্রবেশকারী শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বছরের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আকাশ ইনভিক্টস প্রোগ্রাম ভারতের ৪০টির ও বেশি শহরে উপলব্ধ থাকবে।

# গাড়ি রাখা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ, নওশাদ বললেন, 'ভালবেসে চড় মারলে মানব, গরম দেখালে ছাড়ব না', হাত ধরে নিয়ে গেলেন অরূপ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** তুমুল তর্কাতার্কি বিধানসভার বাইরে। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি বেরনো নিয়ে সমস্যা। প্রতিবাদে বিধানসভার গেটের বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন নওশাদ। পুলিশের সঙ্গে তর্কাতার্কিতে জড়িয়ে পড়েন আইএসএফ বিধায়ক। শেষে নওশাদকে বোঝাতে আসরে অরূপ বিশ্বাস। আইএসএফ বিধায়কের দাবি, একটি সংবাদ মাধ্যম তাঁর কাছে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন। সেই সংবাদ মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার তিনি বিধানসভার ৩ নম্বর গেটে দাঁড়ান। এই গেট থেকেই আবার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বেরনোর কথা। বিধায়কের অভিযোগ, কর্তব্যরত ট্রাফিক ওসিকে তিনি প্রশ্ন করেন, ''স্যর সিএম ম্যাডাম আছেন?'' নওশাদের দাবি সেই উত্তর ওসি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে জবাব দেন। এরপর ফের বিধায়ক প্রশ্ন করেন, ''আমি তো আপনার সঙ্গে ভালভাবেই আচরণ করলাম। আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?'' পাল্টা ওসি নাকি বলেন,

''যানযান।'' এরপরই ক্ষুব্ধ হন নওশাদ। তিনি দাবি জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক এসে তাঁকে (নওশাদকে) বলছেন যে তিনি (ট্রাফিক ওসি) গাড়ি সরাবেন না। এরপর আরও পুলিশ আধিকারিক এসে জড়ো হন সেখানে। নওশাদকে বলতে শোনা যায়, ''আমায় আপনারা যেখানে নিয়ে যাওয়ার চলুন। শুধু ৫টা ৫০-এ এক গ্লাস পানি দেবেন।'' এবার এই তর্কাতর্কির মাঝেই ময়দানে নামেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। নওশাদকে ডাকেন। হাত ধরে নিয়ে চলে যান। তখনও যেতে-যেতে নওশাদ বলেন, ''ভালবেসে চড় মারবেন মেনে নেব, কিন্তু গরম দেখালে ছাড়ব না।''

# গ্রেপ্তারির পাঁচদিন পর পেশ অভিযুক্তকে, রাত ৩ পর্যন্ত চলল শুনানি, নজিরবিহীন মামলা বারাসত কোর্টে

দুরন্ত বার্তা, বারাসাত ,১৯ মার্চ ঃ অসুস্থ থাকার কারণে গ্রেপ্তারের পাঁচ দিন পর অভিযুক্তকে বারাসত আদালতে পেশ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিযুক্তকে ১৭ মার্চ সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়

আদালতে পেশ করেছিল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। সেই মামলা চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। শেষে জামিনও পেলেন অভিযুক্ত। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, চেক বাউন্সের অভিযোগের গত ১২ মার্চ জ্যোতিপ্রকাশ দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। নিয়ম অনুযায়ী গ্রেপ্তারির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। পরবর্তীতে সেখান থেকে এই মামলাটি স্থানান্তর করা হয় বারাসত আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। রাত পৌনে ন'টা নাগাদ এই মামলার শুনানি শুরু হয়ে চলে রাত তিনটে পর্যন্ত। মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ আদালতকে জানায়, অভিযুক্ত অসুস্থ থাকায় তাকে তাকে বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরবর্তীতে কলকাতার আর জি করে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই কারণেই পাঁচদিন পর পেশ করা হয়েছে ধৃতকে। কিন্তু অভিযুক্তর অসুস্থতা এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার কোন তথ্যই মধ্যমগ্রাম থানার তরফে আদালতে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ আইনজীবীদের।এই মামলার আইনজীবী সুশোভন মিত্র জানান, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার কোন তথ্যই মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ কোর্টকে জানায়নি। বিচারক ১ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে ধৃতকে জামিনের রায়. শুনিয়েছেন। জুডিশিয়াল এবং প্রশাসনের সমন্বয়ের অভাবের জন্যই নজিরবিহীন ভাবে রাত তিনটে পর্যন্ত শুনানি চলেছে। মধ্যমগ্রাম থানার গাফিলতির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছেন বারাসত আদালতের আইনজীবী গৌরীশঙ্কর বল।

# সুন্দরবনের মেধাবী নার্সিং পড়ুয়ার পাশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ, ১৯ মার্চ ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সাহেব খালি এলাকার মেধাবী পড়ুয়ার পাশে সন্দেশখালির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের মেধাবী ছাত্রী তিথি মহাজন,বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার কলেজে নার্সিং পাঠরতা সে। নার্স হয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি এলাকার মানুষের সেবা করার স্বপ্ন দেখে তিথি। ছোট থেকে ই প্রকৃতির কোলে ঝড়-জলের সহ নানা প্রতিকুলতা কে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা তিথির পরিবারে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলেছে সে। সদ্য নার্সিং পঠনপাঠনের জন্য কিছু বই ও নার্সিং সহযোগী সরঞ্জামের দরকার হয়ে উঠছিলো তিথির। অর্থাভাবে তা জোগাড় করে উঠতে পারছিলো না তার পরিবার।এই কথা জানাতে পেরে সুন্দরবনের এই মেয়ের পাশে দাঁড়ালো সুন্দরবনের ই এক স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন মা সারদা উইমেন এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন ওই ছাত্রীর হাতে কিছু বই,নার্সিং সরঞ্জাম ও নগদ টাকা তুলে দেন সংস্থার কর্নধার সুভাশিষ মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহীদুল্লা গাজী,শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য তুষার মন্ডল সহ অন্যান্নরা। আগামীদিনেও তিথির পাশে থাকার আশ্বাস সংস্থার তরফে।

# মে মাসের মধ্যে একাধিক পাম্প হাউস, নতুন ড্রেন ও নিকাশি নালা কাটার কাজ করবে হাওড়া পুরসভা

সুমন আদক, হাওড়া, ১৯ মার্চ ঃ আগামী বর্ষার আগেই যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজে নামলো হাওড়া পুরসভা, জল জমার সমাধানে মেগা প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ৯ কোটি টাকা। পুরসভা সূত্রের খবর, মে মাসের মধ্যে একাধিক পাম্প হাউস, নতুন ড্রেন ও নিকাশি নালা কাটার কাজ হবে। এর ফলে উত্তর হাওড়া, শিবপুর, মধ্য হাওড়ার একাধিক ওয়ার্ডের মানুষ উপকৃত হবেন। এদিন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ২০২২-২৩ সালে কম জল জমেছিল। ২০২৪-এ বেশি জল দাঁড়িয়েছিল। সেই কারণে বর্ষার আগে নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার করা ছাড়াও ৯ কোটি টাকায় স্পেশাল প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে। এই প্রজেক্ট এর কাজ শেষ হলে হাওড়ার মানুষের জমা জলের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩টে পাম্প হাউস তৈরি করা হবে। এছাড়াও ক্রিকেট একাডেমি থেকে ডুমুরজলা পর্যন্ত নতুন পাইপলাইন হবে। একটি ডেডিকেটেড পাইপ লাইন তৈরি করা হবে। যার মধ্যে ওই দুটি পাইপলাইন জুড়ে দেওয়া হবে যাতে দ্রুত জল নেমে যায়। মানুষের সুবিধার জন্য এই প্রজেক্ট এর কাজ হচ্ছে। প্রায় এক কোটি টাকা বাজেটে এই প্রজেক্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। সাত আট নম্বর ওয়ার্ডের বেলগাছিয়া এলাকায় জল জমার প্রবণতা আছে। সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত দুটি পাম্প হাউস তৈরি করা হবে। পাশাপাশি একটি নতুন নিকাশি নালাও তৈরি করা হবে। আশা প্রকাশ করা হচ্ছে এখানকার জমা জল দ্রুত নেমে যাবে। কোনা এক্সপ্রেসওয়ে এবং বেলেপোলের মোড়ে দুটো পাম্প হাউস তৈরি করা হবে এর জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। ইছাপুর কামারডাঙা মোড়ে নতুন বড় ডবল ব্যারেল নিকাশি নালা তৈরি করা হচ্ছে। এই বর্ষার মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। উত্তর হাওড়ার মহিনাথ পোড়েল লেনে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বড়পুকুর পরিস্কারের কাজ করা হবে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বিবির বাগান লেনে একটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নতুন নিকাশি নালা তৈরি করা হবে। বেনারস রোড দিয়ে একটি সুয়্যার লাইন তৈরি করা হবে। এতে বামুনগাছি, মহীনাথ পাড়া, ঘোষপাড়া উপকৃত হবে। এই কাজ শেষ করার টার্গেট এই বছরেই। ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসের উপর টিকিয়াপাড়ায় আরও একটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হবে। দেখা গেছে সুয়্যারেজ লাইনের ভিতর অনেক পাঁচিল আছে। আগের বছর পরে জানার জন্য সুয়্যার লাইনের ভিতরের দুটো দেওয়াল ভাঙা সম্ভব হয়েছে। এই বছর স্পেশাল ডুবুরি নামিয়ে মে মাসের মধ্যে সমস্ত পাঁচিল ভাঙার কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। বেলগাছিয়া ভাগাড়ে আগে একটি মাত্র ওয়েব্রিজ ছিল। এবার আরও একটি ওয়েব্রিজ তৈরি করা হবে।

# ঘোলা কাঠের কারখানায় ভয়াবহ আগুনে ভষ্মীভূত

নববারাকপুর, ১৯ মার্চ ঃ রাতের অন্ধকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই হল আসবাব ও কাঠের কারখানা। মঙ্গলবার মাঝরাতে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে কাঠের কারখানা গোডাউনে বলে প্রাথমিক অনুমান গ্রামবাসীদের। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ধূলিসা হয়ে যায় ওই কারখানাটি। যদিও ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। শুধুমাত্র, কারখানা ও পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতেই আগুন লাগে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার মুড়াগাছা মোড়ল পাড়া এলাকায়। ঘটনাস্থল জনবহুল হওয়ায় খবর পেয়েই দ্রুত ছুটে আসে ঘোলা থানার পুলিশ ও নববারাকপুর মধ্যমগ্রামের দুটি দমকল ইঞ্জিন। স্থানীয়রাও আগুন নেভাতে রাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। সকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এখনো সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হয়নি। কারখানা মালিকের ছেলে মোহাম্মদ রাই জানান, কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দোকানে পুড়ে গিয়ে ধুলিষ্যত হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সকলেই এগিয়ে আসেন পাশের পুকুর থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে। রাত থাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেও, অনেক ক্ষতি হল। গোটা ঘটনায় হতাশাগ্রস্ত কারখানার কর্মচারীরা।

দমকল সূত্রে খবর মঙ্গলবার রাত ১ টা ৩০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়েই দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে ভোর বেলা৫ টা ১৫ মিনিটে আসে। কোন হতাহত হয় নি। কারখানা ও পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে।

# এবার ভুতুড়ে প্যান কার্ড,এক প্যান কার্ডে দুই ভোটার কার্ডের নম্বর,সমস্যায় ব্যাবসায়ী

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ১৯ মার্চ ঃ একই প্যান কার্ডে দুজনের ভোটার কার্ডের নম্বার,লোন পাওয়া নিয়ে সমস্যায় ব্যাবসায়ী।কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে চলা এত বো প্রোজেক্টেও কিভাবে ভুল,কিভাবে ই বা নিস্তার পাবেন ভেবেই পাচ্ছেন না প্যান কার্ডের মালিক।

তাপস মন্ডল নামে ওই ব্যক্তি বসিরহাট কলেজপাড়ায় নামকরা মিষ্টির দোকানের মালিক। তাপস মন্ডল জানান তিনি তার ব্যবসাকি কারণে একটি বেসরকারি ব্যাংকে লোনের জন্য আবেদন করেন এবং সেই আবেদন পত্রের সাথে ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে প্যান কার্ডের জেরক্স , ভোটার আই কার্ডের জেরক্স ও আধার কার্ডের জেরক্স জমা দেন । এরপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই প্যান কার্ড অনলাইনে সিভিল চেক করার সময়.দেখে সেই প্যান কার্ডে দুটি ভোটার কার্ডের নাম্বার রয়েছে । একটি নাম্বার প্যানকার্ড হোল্ডার তাপস মন্ডলের । পাশাপাশি আরো একটি ভোটার কার্ডের নম্বার দেখাচ্ছে, যার যদিও এই নাম্বারে কোন নাম বা ঠিকানা দেখাচ্ছে না। কিন্তু এই নাম্বারটাতে বাইকের লোন

এবং গোল্ড লোন নেওয়া আছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি সেই ব্যক্তি লোনের টাকাও শোধ করছে না ব্যাংকে , যে কারণে সিভিল ডাউন হয়ে রয়েছে প্যান কার্ডে । আর তাই প্যান কার্ড হোল্ডার তাপস মন্ডলও লোন পাচ্ছে না । ব্যাংকের তরফে তার প্রতি সন্দেহও প্রকাশ করা হয়।তবে প্যান কার্ডের মালিক তাপস মন্ডলের কথায় তিনি কোথায় যাবেন,কি করবেন,কি করে তার এই সমস্যার সমাধান হবে, আদেও কি সে সমস্যা কাটিয়ে ব্যাংকের লোন পাবেন কিনা এতগুলি প্রশ্ন নিয়ে. রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন তিনি।তার কথায় কেন্দ্রী সরকারের তত্ত্বাবধানে এই প্যান কার্ড ডিপার্টমেন্ট । তাহলে সেই প্যান কার্ড এ এত বড় ভুল কি করে হলো । অতি দ্রুত এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চাইছেন তাপস মন্ডল।

# মায়ের সঙ্গে কথা বলায় হামলার শিকার এক মহিলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ মার্চ ঃমায়ের সঙ্গে কথা বলাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ হামলার শিকার হলেন এক মহিলা। অভিযোগ, ননদ-বৌদির সম্পর্কে থাকা ফুলবন্তী সাউ এর উপর চড়াও হলেন তারই বৌদি সোনি সাউ। ইট ও লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ফুলবন্তী দেবীর মুখ, ঘাড় ও বুকে গুরুতর আঘাত লাগে। তিনি ইতিমধ্যেই সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিসা করিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।নরেন্দ্রপুর থানার রানিয়া এলাকায় সকালবেলায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,আশি বছরের বৃদ্ধা দেবন্তী সাউ তার মেয়ে ফুলবন্তী সাউ-এর সঙ্গে কথা বলতে তার বাড়িতে আসেন। তিনি মূলত তার ছেলে ও ছেলের বউয়ের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় চরম ক্ষুব্ধ হন বৌদি সোনি সাউ। এরপরই আচমকা ফুলবন্তী দেবীর ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।ফুলবন্তী দেবীর অভিযোগ,আমার মা শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। এটা বৌদির সহ্য হয়নি। হঠাৎ করে আমার উপর ইট, লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করে। আমি প্রাণে বাঁচতে পালানোর চেষ্টা করি।ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়। হাসপাতাল থেকে মেডিকেল রিপোর্ট সংগ্রহ করে থানায় জমা দিয়েছেন তিনি।তার আরও অভিযোগ, এই প্রথমবার নয়, এর আগেও তিনি তার বৌদির হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আগের ঘটনাগুলি চুপ করে

সহ্য করলেও এবার আর সহ্য করতে পারেননি। মারধরের ঘটনায় শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত সোনি সাউয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনার পর ফুলবন্তী দেবী আতঙ্কিত। তার পরিবারের সদস্যরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।তারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা চায় পারিবারিক অশান্তি যেন এমন হিংসাত্মক রূপ না নেয় এবং এর উপযুক্ত বিচার হোক।

# ফুরফুরায় এক খাবারের দোকানদারকে বিশেষ পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বনস্পতি দে, ফুরফুরা,১৯ মার্চ ঃ ফুরফুরা যাওয়ার আগে রাস্তায় কনভয় থামিয়ে পীরজাদা আবু বক্কর সিদ্দিকির মাজারে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। ইফতারে যোগ দিতে সোমবার ফুরফুরা শরিফ গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই রাস্তার পাশে এক খাবারের দোকানদারকে বিশেষ পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যাওয়ার পথে রাস্তার ধারেই দেখতে পান এক খাবার বিক্রেতাকে। পায়ে হেঁটেই মাজারে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিন্ন রঙের মোরব্বা, হালুয়া, গজা বিক্রি করছিলেন প্রবীণ বিক্রেতা ইসমাইল মুফতি। প্রতিটি খাবারই পাত্রের উপরে রেখে খোলা হাওয়ায় বিক্রি করা হচ্ছিল। সেটা চোখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর। বিক্রেতাকে দেখেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আছেন সব। কী বিক্রি করছেন? ঢাকা দিয়ে বিক্রি করুন।' মাজারে যাওয়ার রাস্তাতেই প্রায় ১৫ বছর ধরে ব্যবসা করছেন ইসমাইল মুফতি। রোজা চলার কারণে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে এসে কথা বলায় খুশি বিক্রেতা। তাঁর পরামর্শ শুনবেন বলেও জানান সেই বিক্রেতা। তিনি বলেন, ' কাছে জানতে চাইলেন কী কী বিক্রি করি। মাছি বসে বলে খাবার ঢেকে রাখার কথা বলেছেন।' তাঁর দোকান থেকে কিছু কিনতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? এক গাল হেসে বিক্রিতা বলেন, ' উনি কিছু চাননি। মোরব্বা খেতে চাইলে নিশ্চয়ই ওঁকে খাওয়াতাম।' মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সোমবার তৃতীয়বারের জন্য ফুরফুরা শরিফ যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, জেলাশাসক মুক্তা আর্য-সহ অন্যান্য সরকারি শীর্ষ আধিকারিকেরা। তাঁর উদ্যোগেই ফুরফুরায় নির্মাণ করা হয়েছে মেহমানখানা। সেখানেই প্রায় ন'বছর পর ইফতারে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্রোটোকল ভেঙে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করতে বহুবার দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এ দিনেও তার অন্যথা হলো না।

# উচ্চশিক্ষায় নাট্যশিক্ষার গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা সভা হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা,হিঙ্গলগঞ্জ,১৯ মার্চ ঃ হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ও ন্যাজাট ভাবনা নাট্য দলের যৌথ উদ্যোগে নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে। হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের আই.কিউ.এ.সি ও বাংলা বিভাগ এবং ন্যাজাট ভাবনার যৌথ উদ্যোগে ' নাট্যশিক্ষার গুরুত্ব' বিষয়ক এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন। কর্মশালা থেকে আগামীদিনে হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ও ন্যাজাট ভাবনা যৌথভাবে নাটক প্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মাযা.মজুমদার বলেন, ' ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি নাটকের দল তৈরি করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে সেই নাটকগুলি অভিনয় করা হবে।' ' অভিনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক মানসিক বন্ধন দৃঢ় করে। শৃঙ্খলা শেখায় বলেন ' ভাবনা' নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদিকা-অভিনেত্রী মৌমিতা বর সাহা। এদিনের কর্মশালায় ন্যাজাট ভাবনা প্রযোজিত কাঁথা নাটক টি পরিবেশিত হয়।

# খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৮৯ মার্চ ঃ খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রীমতি জুন মালিয়ার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে আননিত। শ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য, দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং প্ল্যাটফর্ম সারফেসিং এবং প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়কেন্দ্রের উন্নতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন স্টেশন ভবন, অপেক্ষা কক্ষ, শৌচাগার, লিফট এবং এসকেলেটরের ব্যবস্থা, সঞ্চালন এলাকার উন্নতি ইত্যাদি কাজ হাতে নেওয়া. হয়েছে।অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধারাবাহিকভাবে স্টেশনগুলির উন্নয়নের কল্পনা করে। এতে স্টেশনগুলিতে সুবিধাগুলি উন্নত করার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি এবং পর্যায়ক্রমে তাদের বাস্তবায়ন জড়িত, যেমন স্টেশন অ্যাক্সেসের উন্নতি, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং হল, টয়লেট, প্রয়োজনে লিফটএসকেলেটর, প্ল্যাটফর্মের উপর সারফেসিং এবং কভার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট'-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের জন্য কিয়স্ক, উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক সভার জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদি। প্রতিটি স্টেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে।এই প্রকল্পে ভবনের উন্নতি, শহরের উভয় পাশে স্টেশনকে একীভূত করা, মাল্টিমডেল ইন্টিগ্রেশন, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব সমাধান, প্রয়োজন অনুসারে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা ইত্যাদি, পর্যায়ক্রমে এবং সম্ভাব্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনে শহরের কেন্দ্র তৈরির কথাও বিবেচনা করা হয়েছে।অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এখন পর্যন্ত ১৩৩৭টি স্টেশন উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০১টি স্টেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত।

# বিদ্যানগর গয়া রাম দাস বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিদ্যানগর গযারাম দাস বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে চারদিন ব্যাপী ব্যাপক উসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিশেষ উপলক্ষ্যে, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন, অর্থাৎ বুধবার সকালে, চৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্য শিক্ষার স্থান গঙ্গা দাস পন্ডিতের টোলবাড়ী থেকে বিদ্যালয়.প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক র‍্যালি বের করা হয়। এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ এবং তাঁর শিক্ষাকে স্মরণ করে বিভিন্ন ধরনের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। র‍্যালির সাথেই, একই দিনে নবদ্বীপের বোসপাড়া পরেশ চন্দ্র গোস্বামী বাড়ি থেকে একটি মশাল দৌড়ের আয়োজন করা হয়। মশাল দৌড়ের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয, যা পুরো অনুষ্ঠানে একটি ঐতিহ্যবাহী আবহ তৈরি করে।এর পরবর্তী সময়ে, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ পথচলা এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শে শিক্ষিত হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শুভারম্ভের পর, একটি আন্তর্জাতিক বৈষ্ণব মহা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং শ্রীচৈতন্যের বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে, বর্তমান যুবসমাজের মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সম্মেলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সাথে সাথে, বিদ্যালয়ের তরফে একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী এবং হস্তশিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারে। এই প্রদর্শনীগুলির মধ্যে কিছু নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশ বান্ধব চিন্তা, এবং স্থানীয়. হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন প্রকল্প এবং উদ্ভাবনগুলির মাধ্যমে সকলের নজর কেড়ে নেয়।আগামী ২১ তারিখে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তারা তাঁদের শৈশবের স্মৃতিগুলি একত্রিত করে একে অপরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষকরাও উপস্থিত থাকবেন, যারা বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের অবদানের কথা স্মরণ করবেন। এরপর ২২ তারিখ বসন্ত উসবের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান শেষ হবে, যা বিদ্যালয়ের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৬ চৈত্র ১৪৩১

# কোদালিয়ার বসু পরিবার

বসু পরিবারের বাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে। রেলস্টেশন চিংড়ি পোতা যেটি বর্তমানে (সুভাষ গ্রাম)নামে পরিচিত। কিছুদূর পদব্রজে গেলেই হরনাথ বসুর বাড়ি। তিনি দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন দেবনাথ বসু। তিনি ছিলেন অতি বিদ্বান কটকের রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জানকীনাথ বসু পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ত্রয়ী শিক্ষিত উপযুক্ত ছিলেন। কোদালিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতেন। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না। সেজন্য জানকীনাথ বসুকে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই সামান্য অর্থ না পেলে তার লেখাপড়ার কি করে চলত জানিনা। বই কিনবার তার ক্ষমতা ছিল না। কলেজে সহপাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে তিনি হাতে লিখে নকল করে নিতেন। সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়াশোনা করার মতো তেলটুকু ছিল না, এছাড়াও সংসারের কাজকর্ম তাকেই করতে হতো এইভাবে লেখাপড়া করে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। সুভাষচন্দ্র অসাধারণ কিন্তু তার পিতা জানকীনাথ এর জীবন কাহিনী অনেকেই জানেন না। তিনিও কম অসাধারণ ছিলেন না। এমন পিতারই শরৎচন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্রের মতো পুত্র হওয়া স্বাভাবিক। জানকীনাথ এর বিবাহ একটি চমকপ্রদ ঘটনা। তার সুযোগ্য পত্নী প্রভাবতীর পিতামহ ছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত। তার পিতার নাম কাশীনাথ দত্ত। তাদের পরিবার বিখ্যাত হাটখোলার দত্তের একটি শাখা। এই শাখা কলিকাতার অদূরে বরাহনগরে বাস করতেন। গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথমা পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র এক জায়গায় বসে কি লিখছে,তখন টিফিনের ছুটি। অন্যেরা খেলাধুলো গল্পগুজবের ব্যস্ত।তিনি সেই ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যদের মত খেলছে না ? জানকীনাথ বললেন তার বই কেনার সামর্থ্য নেই তাই বন্ধুদের থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তার পিতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গেই তার অপরুপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন। বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন তাদের পারিবারিক অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ফিরে পিতাকে বলেন ক্ষ্মবাবামশাই আপনি আমার সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন ? পিতা উত্তর দিলেন,জলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি সময় এলে দেখো । জানকীনাথ ওকালতি করবেন কিন্তু কলকাতায় তার বাসস্থান, জানা পরিচয় কিছুই নেই । পিসেমশাই হরবল্লব বসু কটক এর প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিসম্পন্ন উকিল ছিলেন। তিনি জানকীনাথ বসু কে কটকে গিয়ে ওকালতি শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জানকীনাথ এই সুযোগ গ্রহণ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন এবং Govt plider নিযুক্ত হন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পরিত্যাগ করেন।

# নভোশ্চর সুনীতা উইলিয়াম

বুধে পা! ২৮৬ দিন পরগ্ধপৃথিবীতে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস ।সুনীতা উইলিয়ামসকে মনে আছে! পৃথিবীতে ফিরেও এ নারী মিস করবে মহাকাশকে। সুদীর্ঘ ন'মাস মহাকাশে কাটানোর পর পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন সুনীতা। আমার কেবলই মনে হয়, আহা যদি সুনীতার মতো আমিও যেতে পারতাম মহাকাশে। আমার অবর্তমানে পৃথিবীতে কাঁদার কেউ নেই, এর চেয়ে মহাকাশ দেখে ওখানেই শেষ বয়সটাতে যদি আমার দেহকে গবেষণায় লাগাতে পারতাম। সুনীতা সেই নারীদের মিথ্যে প্রমাণ করে দিল, যে নারীদের কালো বস্তায় আবদ্ধ করে রাখে, কিছু সঙ্কীর্ণ মানুষ, বা কিছু নারী স্বেচ্ছায় বস্তা বন্দী হয়। বাড়ির বাইরে যেতে হলে পুরুষকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ এতো এগিয়ে গেলেও এসব দেশগুলো পেছনেই পড়ে থাকবে। দুঃখজনক ভাবে আমার ভারত আর বাংলাদেশ সেই পথেই হাঁটছে। তবে সুনীতা উইলিয়ামসকে দেখে মানুষের অনেক শিক্ষার আছে, যদি তারা জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করেন, দেখবেন এতো দিনেও কোন ঐশ্বরিক ঘোড়া বা জীব জন্তু, আগুনের শক্তি ওদের কাছে এসে বলেনি, তোমরা তো 'সপ্ত আসমানে' এসেছ, একটু স্বর্গ আর নরক দেখে যাও'। আজ ১৯ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরেছেন নাসার সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। আট দিনের জন্য মহাকাশে গিয়েছিলেন এ দুই নভোচর। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ন'মাস থাকতে হয়েছে তাঁদের সেখানেই। ভারতীয় বংশোদ্ভুত সুনীতা, মহাকাশ স্টেশনে বসে জানিয়েছিলেন এক সাক্ষাৎকারে 'সব কিছুই মিস্ করব।'। প্রিয় সুনীতা, আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, দ্রুত ফিরে আসুন। সুনীতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরেছেন নাসার নিক হগ এবং রুশ নভোচারী আলেকজান্ডার গর্বুনভ। আমেরিকার ফ্লরিডার উপকূলে স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে তাঁরা পৃথিবী স্পর্শ করতে পারেন। ভারতের ঘড়িতে ওই সময় বুধবার ভোর সাড়ে ৩টে, বাংলাদেশে ভোর ৪টে। মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকার ফলে সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর 'বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি' লাভ করেছেন। কোনও সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রেও নতুন পথ পেয়েছেন। আগামী পৃথিবী দেখুক মানুষ কি করে অসাধ্য সাধন করেছে, তার যাত্রা পথে এই পৃথিবী থেকে মানুষ, সে মানুষের উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানুষের নির্মাণ খাবার, পোশাক, প্রসাধন সামগ্রী এসবই ব্যবহার করেছেন তাঁরা।

# শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

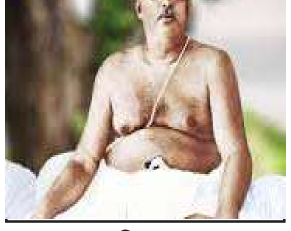

সেবার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসাকে পেতে হবে। ভালোবাসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে জীবন সত্যের আসল ধর্ম। সেই আসল ধর্মকে উপলব্ধি করতে হবে। জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মানুষের নাম অমর হয়ে থাকে বহু বছর। সেই অমরত্ব লাভ করতে হবে। অমরত্বের মধ্যে হয়েছে জীবন সত্যের আসল কাহিনী। তাকে পেতে হবে। জয় করতে হবে। জয় করতে গেলে অবিরাম কর্ম করতে হবে। সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করতে হবে। সত্যের জন্য জীবনকে সকলের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ধ্যানস্থ হতে হবে।

# সাধক রামপ্রসাদ

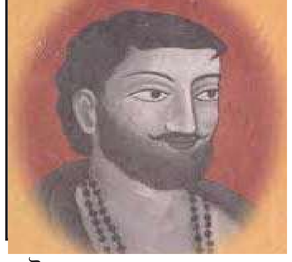

কাউকে আঘাত করবে না। আঘাত করবে না। ভালো না লাগলে তার থেকে দূরে সরে থাকবে। তাকে একেবারে সরিয়ে দেবে না। বা অবহেলা করবে না। অবহেলা করা একটি বড় ধরনের অপরাধ। মানুষকে কোনও সময়ে অবহেলা করবে না। প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সেখানে যে ঈশ্বর রয়েছেন তাকে আঘাত করা হয়। অবহেলিত মানুষের মন থেকে কোনও সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস যদি এসে পড়ে তাহলে সেটা নিশ্চয় একদিন না একদিন আঘাত করবেই। সেই আঘাত কোনও সময়ে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। তাতে একেবারে কাবু হয়ে যাবে। সেই কারণে কোনও সময়ে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে আঘাত করবে না। রাম প্রসাদ কোনও সময়ে কাউকে আঘাত করেননি। সব সময়ে মার কথা শুনে চলেছেন। তিনি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না। রাম প্রসাদ প্রায় সময়ে বহু জায়গা থেকে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনও সময়ে পাল্টা আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না বলেই তিনি মহান হতে পেরেছেন। আসলে সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি মায়ের সাধনায় মগ্ন।

# কলকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান এখান থেকেই বাংলার নবজাগরণের মূল স্রোত প্রবাহিত হয়ে বাংলাকে প্লাবিত করে দিয়েছিল

**বিবেষ প্রতিবেদক**

ভারতী নামক উচ্চমানের একটি পত্রিকার সম্পাদক, দার্শনিক ও কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম একজন শিল্পী হলেও, বর্তমান সময়ের ক'জন তাঁর কথা মনে রেখেছেন; এবিষয়ে যথেষ্ট রয়েছে। আরো ভালো করে বললে, বর্তমান সময়ের মানুষের কাছে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ বিস্মৃতির

অতলে তলিয়ে গিয়েছেন, আর গদ্যশিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে পড়ে রয়েছেন। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন গদ্যশিল্পী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। অতীত ও বর্তমানের প্রায় সমস্ত সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর একটি নিজস্ব গদ্যরীতি ছিল। আর সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগের মানুষ হয়েও তাঁদের কারো প্রভাবই কিন্তু তাঁর উপরে পড়তে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবিষয়ে তাঁকেই একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। কারণ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বাকি গদ্যলেখকরা হয় বঙ্কিমচন্দ্র, আর না হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অল্পবিস্তর হলেও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-জীবনের সাথে যাঁরা কমবেশি পরিচিত রয়েছেন, তাঁরা তাঁকে মূলতঃ ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থের কবি বলেই জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সুবক্তা ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সংখ্যাও কম কিছু নয় বলেই দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর মুখ্য গদ্যরচনাগুলি হল; চার খণ্ডের তত্ত্ববিদ্যা (১৮৬৬-৬৯), গীতাপাঠ (১৯১৫), নানা চিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০) এবং চিন্তামণি (১৯২২)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, নিজের যুগের নিরিখে তিনি অসাধারণ বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্য, গণিত, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, কাগজের বাক্স ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড অক্ষর রচনার বিষয়ে তাঁর সমান কৌতূহল ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদাসীন, নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একজন মহৎ শিল্পীরূপে স্বীকৃতিলাভ করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু এধরণের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো প্রচেষ্টাই তাঁর চরিত্রের মধ্যে কখনো ছিল না, সেহেতু তিনি কোন যুগের বাঙালি পাঠক-পাঠিকাসমাজের কাছেই তেমন ধরণের যোগ্য সমাদর পাননি।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ একজন দার্শনিক ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা হচ্ছে; গীতাপাঠ। এই গ্রন্থটি থেকে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুরূহ মৌলিক দর্শন ও তত্ত্বকথাকে সরল ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করবার বিরল ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। আর এখানেই তাঁর গদ্যরীতির সূত্রটির সন্ধানও পাওয়া যায়।

সমালোচকদের মতে, বাংলা গদ্যে তিনি যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছিলেন, সেটার প্রধান গুণ ছিল; যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা। আর এসব গুণই তাঁর কাব্যগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা গদ্যের ছাঁচ নিতান্তই দেশী প্রকৃতির ছিল, যাতে তিনি কিছু চলতি বাংলা বাগধারা এবং কিছু সংস্কৃত পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। সমালোচকদের মতে, তাঁর এই গদ্যরীতি অলঙ্কার বিরল ছিল, এবং কথ্যভাষানুসারী না হয়েও কথ্যরীতি ছিল; আর এই দুই মিলিয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব একটি স্টাইল বা ভাষারীতি তৈরি করে নিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন;

তআমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী ইডিয়মে অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নাই। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।দ

আর সত্যিই আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতির ভূয়সী প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের জগতে শুধুই উপেক্ষার অভিশাপ পেতে হয়েছিল বা এখনও পেতে হচ্ছে। অনেক সমালোচকের মতে, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় যে ভাষারীতি দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকে একথাই মনে হয় যে, তখন থেকেই যদি এই ভাষারীতি বা স্টাইলের চর্চা করা হত, তাহলে বাংলা সাহিত্যে সাধু ও কথ্যভাষার মধ্যেকার কলহ বহুদিন আগেই মিটে যাওয়া সম্ভব ছিল। একইসাথে একথাও অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের আরেক সফল গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিও কথ্যভাষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হলেও, সেটা কিন্তু অতিশিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর ভাষা; তাঁর ব্যবহৃত ভাষা প্রাকৃত ছিল না। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতি প্রাকৃত বাংলার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদিক থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষারীতি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষারীতির কাছাকাছি পৌঁছেছিল বলা যেতে পারে। সমালোচকদের মতে, তাঁদের দু'জনের ভাষারীতিতেই দেশী -বিদেশী- সংস্কৃতর অপূর্ব পরিণয় সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্রম্ভালাপের সুরই এই শৈলীর মূল ভিত্তি ছিল। যেহেতু এতে গ্রাম্যতা অনুপস্থিত ছিল এবং একইসাথে কৃত্রিম শহুরেয়ানাও অবাঞ্ছিত ছিল, সেহেতু সমালোচকেরা একে প্রাকৃত বাংলা বলে অভিহিত করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা সাহিত্যে এই প্রাকৃত গদ্যরীতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, এরপরে তাঁর অনুবর্তী হয়ে এবিষয়ে অন্য কেউ আর অগ্রসর হননি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত করবার জন্য এখানে তাঁর 'গীতাপাঠ' নামক গ্রন্থটি থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাঞ্জল যুক্তিপ্রধান সাবলীল গদ্যের কিছু পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর এই গ্রন্থের প্রথম কয়টি বাক্য নিম্নরূপ;

তএ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে; ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা; উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে; ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকচ্ছটা দিগদিগন্তরে বিস্তার করিতেছে আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে।দ

আর এই গ্রন্থেরই 'তৃতীয় অধিবেশন',এর শেষাংশ এরকম;

তআনন্দ সম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারারুদ্ধ; কাজেই, আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্তার আন্দোলন একপ্রকার 'গাছে কাঁঠাল-গোঁফে তেল'। এ-রকমের বাক্যবাণ আমার সহা আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম; যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হন; এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দুরবীণ-যোগে তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব, যাত্রী-ভায়ারা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।দ

সমালোচকদের মতে, যদিও এতে পরিহাসপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্র থেকে তাঁর লেখার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে দেখা যায়, কিন্তু তবুও বিষয়ের গুরুত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি; বরং এরফলে তাঁর গদ্যরীতি সরস ও স্বচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল।

এবারে তাঁর 'নানা চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব' প্রবন্ধ থেকে আরেকটি উদাহরণ উপস্থাপিত করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ;

তআমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না; চোখ কান বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল; যে শোনে সে শুনিবে, যে না শোনে না শুনিবে; তুমি তো বলিয়া খালাস! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক গঙ্গার ঘাটে কুমিরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা শহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না, তাহা এক কান দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে; শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুগ্রহে ভরসা করিয়া; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়া আর এক কান দিয়া সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিযাছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যকার একজনকেও আজ পর্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে 'ঠেকিয়া শেখে', কিন্তু কাহাকে বলে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে; ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রা গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে অসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছ 'জলে নাবিও না; গঙ্গায় কুমির দেখা দিয়াছে।' পাঁচজন তোমার সে-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে, আর পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলেব মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জল-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল; ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা। হাঁটু-জলের অর্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙায় উঠিল; ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।দ

সমালোচকদের মতে, এর মধ্যে আগাগোড়া বিশ্রম্ভালাপের সুর শুনতে পাওয়া যায়, এবং এর জোরেই দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষারীতি অনায়াসগতি ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর গদ্যরচনার সর্বত্রই এই ভাষারীতি বজায় রেছিলেন। গীতাপাঠের ভূমিকায়, সামাজিক সমস্যার নিরসনে, দুরূহ তত্ত্বালোচনায়, ব্যাকরণ আলোচনায় এবং জ্যামিতিক আলোচনায়; সর্বত্রই তিনি এই প্রাকৃত গদ্যরীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর রচনা থেকে এখানে আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। আর এতেও আগের উদাহরণের মতোই দেশী-বিদেশী বাগধারার নিঃসঙ্কোচ বহুল প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমালা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' শিরোনামের প্রবন্ধের একটি অংশ নিম্নরূপ;

তআমাদের দেশে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রবর্তক ছিল। ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জন ছাড়া আর যে কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্ধশতাব্দীপূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজিও নামক একজন উঁচুদরের বায়ু-প্রধান শিক্ষক ছিলেন; তাঁহারই মুখের ফুঁয়ে পিত্তানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইয়ঙ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই অঙ্কুর যখন কালক্রমে সতেজ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় 'ইয়ঙ বেঙ্গালের দল' এবং বাঙ্গালি ভাষায় 'ছোঁড়ার দল' উপাধি প্রাপ্ত হইল। অন্যকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাধির ভার স্কন্ধে বহিতে হয়; এই গতিকে উপাধিপ্রদাতারাও একটি পাল্টা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; কি? না, গোঁড়ার দল। বঙ্গসমাজে, এইরূপে, দুই পক্ষের সৃষ্টি হইল; গোঁড়ার দল এবং ছোঁড়ার দল; গোঁড়ার দল এ-পক্ষ, এবং ছোঁড়ার দল ও-পক্ষ।দ

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে বিশ্রম্ভালাপেরই কথক ছিলেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয়রহিত ছিলেন। বাংলা গদ্যকে গ্রাম্য পর্যায়ে না নামিয়ে এবং কৃত্রিম শিষ্ট পর্যায়ে না তুলে, কিভাবে অনায়াসগতিতে সাবলীল প্রাঞ্জলরূপে ব্যবহার করা সম্ভব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের গদ্যরচনা দিয়ে এর প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভাষারীতিতে যে সম্ভাবনা নিহিত ছিল, সেটা তাঁর পরে কোন উপযুক্ত অনুগামীর দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারেনি, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আজও একটি আক্ষেপের বিষয় হয়ে থেকে গিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের নবরাগের প্রকাশ ঘটায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা। তারা এমনমভাবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ ঘটাতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি লাভ করে। শুধু কি বাংলা ভাষা তার সঙ্গে শিল্পও যোগ দিয়েছিল। নতুন করে ভারতীয় শিল্প চেতনা বৃদ্ধি লাভ করে। প্রাচনি শিল্প রীতিকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আধুনিক শিল্প রীতির প্রবেশ করিয়ে একটি নতুন শিল্প ধারার প্রকাশ ঘটায় ঠাকুর বাড়ির শিল্প মনস্ক ব্যক্তিরা। শিল্প চর্চা করাটা সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্যতম নেশা ছিল। ঠাকুর৷৷বড়ির থেকে প্রতি মাসে একটি বা দুটি করে পত্র পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। আসলে লেই সময়টা ছিল বাংলার ভাষা প্রকাশের উত্তোরণষ বাংলার ভাষার বিভিন্ন স্বাস এবং মাধুর্য প্রকাশ পেতে থাকে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখক লেখিকাদের কলম থেকে।

**লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।**

# কলকাতা চিনা সংস্কৃতি বাংলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে তার ফলে কেউই পর নয়, আপন সবাই

**বিশেষ প্রতিবেদক**

কলকাতার প্রথম চাইনিজ রেস্তোরাঁ নানকিং; এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, এমনকি রাজ কাপুর-নার্গিসও।

কলকাতা এক মস্ত বড়ো স্মৃতির শহর। তার প্রতিটা বাঁকে যেন জুড়ে আছে পুরনো দিনের গল্প। ঠিক পাশেই হয়ত দাঁড়িয়ে আছে বহুতল। বর্তমান আর ইতিহাসের

এমন সহাবস্থান ভারতের নানা জায়গাতেই দেখা যায়। 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'; কথাটা যে কতটা খাঁটি সেটা অন্তত সংস্কৃতি আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসে। যাই হোক, কলকাতার যে পুরনো গন্ধটা নিতে দিনেদুপুরে বেরিয়ে পড়েন অনেকে, সব কি আর আস্ত রয়েছে? আজকের গল্পে বরং একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। এখানের মূল চরিত্র এখনও দাঁড়িয়ে আছে বটে; কিন্তু সে যেন থেকেও নেই!

রাস্তার নাম ২২ ব্ল্যাকবার্ন রোড। নাম শুনলে মনে হবে বিদেশে এসে গেছেন, কিন্তু একেবারে খাস কলকাতারই অংশ হয়ে আছে এটি। এই ঠিকানাতে গেলে দেখতে পাবেন একটি লাল রঙের দোতলা বাড়ি। অবশ্য তার আগে বলে নেওয়া ভালো, আমরা এসে গেছি টেরিটিবাজার এলাকায়। কলকাতার প্রথম চিনে মহল্লা। চারিদিকে চিনা ভাষায় লেখা হোর্ডিং, দোকান। সেইসঙ্গে আছে নানা উপাদেয় খাবার। চিনারা যবে থেকে ভারতে আসে, তবে থেকে সেই দেশের সংস্কৃতির একটা টুকরোও চলে আসে এখানে। সেখানে জড়িয়ে আছে খাবারও। ব্ল্যাকবার্ন রোডের এই লাল দোতলা বাড়িতেই একটা সময় ছিল এমনই একটি রেস্তোরাঁ। যেখান থেকে শহরে খাবারের চিনে-যাত্রা শুরু হয়েছিল। নানকিং রেস্তোরাঁ কলকাতার ফেলে আসা ইতিহাসেরই এক অংশ।

লাল বাড়ির প্রবেশের দরজার ওপরেই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর লাল কালিতে লেখা 'তুং-অন চার্চ'। আদতে চিনা মন্দির এটি। এই বাড়িটিরই একতলায় একটা সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানকিং রেস্তোরাঁ। ১৯২৪-২৫ সালে কলকাতার চিনেপট্টির আউ পরিবারের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই যাত্রা। শোনা যায়, খদ্দেরদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দরজার সামনে থাকতেন বেহালাবাদকেরা। ভেতরে ঢুকলেই অন্য এক জগত। আর চিনে খাবার বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, তা এখানে পরিবেশন করা হত না। স্রেফ নুডলস আর চিলি চিকেন নয়; হরেক রকম চিনে খাবারের আয়োজন থাকত এখানে।

কলকাতার প্রথম তো বটেই, অনেকের মতে ভারতেরও প্রথম চাইনিজ রেস্তোরাঁ ছিল এটি। ভারতের ছিল কিনা তা নিয়ে মতবিরোধও রয়েছে; তবে নানকিং-এর ঐতিহ্য নিয়ে কারোর মনে কোনো প্রশ্ন নেই। এত জায়গা থাকতে একটা মন্দিরের নিচে কেন খোলা হল নানকিং, তা নিয়েও অনেক মতামত। তবে এর পেছনে কলকাতার চিনে সংস্কৃতির একটা দিক জড়িয়ে আছে বলে মনে করা হয়। ভারত এবং সর্বোপরি কলকাতায় আসার পর চিনেরা বেশ কিছু নেটিভ প্লেস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। এই এক একটা জায়গার নিয়ন্ত্রক থাকে একটি করে মন্দির। তেমনই একটি মন্দিরের নিচেই সুবিধার জন্য তৈরি হয় নানকিং।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নানকিং রেস্তোরাঁর নাম বাড়তে শুরু করে। একটা সময় শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে যায় এটি। শোনা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে খেতে আসতেন। সেইসঙ্গে প্রায় নিয়মিত আসতেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়াদেবী-সহ টলিপাড়ার অনেকেরই পা পড়েছে এখানে। শুধু বাংলা নয়, একটা সময় রাজ কাপুর, নার্গিস, দিলীপ কুমারের মতো স্টাররাও এখানে এসেছেন। এখানকার বয়স্ক নাগরিকদের জিজ্ঞেস করলে এখনও শোনা যাবে স্মৃতিচারণ। লাল বাড়িটার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিলেন রাজ কাপুররা।

কিন্তু সময় সবার একরকম থাকে না। ১৯৬২-এর ভারত চিন যুদ্ধের পর থেকে আরও অনেক কিছুর মতো নানকিংয়েরও জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কলকাতার ইতিহাসের একটা অংশকে যে প্রতিষ্ঠান ধরে রেখেছিল তার অবস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকে। শেষ পর্যন্ত সত্তরের দশকের একদম শেষে এসে দেহ রাখে নানকিং রেস্তোরাঁ। বন্ধ হয়ে যায় ইতিহাসের পথচলা। তবে মন্দিরটি ঠেকে যায়, যা রয়েছে আজও। 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী' সিনেমার মাধ্যমে একটু প্রাণ ফিরে পেয়েছিল নানকিং। দেখতে পেয়েছিল নিজের পুরনো রূপ। যে সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। এভাবেই হয়ত থেমে যায় ইতিহাস। রয়ে যায় শুধু গল্পকথা। কলকাতার মুছে যাওয়া অংশ হয়ে মুখ মোছে নানকিং।

কলকাতার সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে সেই সময়ে বহু চিনারা কলকাতায় এসেছে অর্ত রোজগারের আশায়। তারা এসেই কলকাতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। নিজেদের দেশকে ভুলে গিয়েছে। বাংলার শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল স্থানীয় চিনারা। কেনও কলকাতায় বহু চিনা রয়েছে। তারা জানে না কোথায় তাদের দেশে। তাদের জন্ম কর্ম সব কলকাতাতেই। কলকাতাই তাদের কর্মস্থলা এবং বাসস্থান। আসল দেশ কোথায় তারা জানে না। চিন দেসের কোন প্রদেশ থেকে তাদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিল তা তারা জানে না। তারে পূর্ব পুরুষরা জানতো কোন চিনা দেশের প্রদেসের বাসিন্দা। এখানে সবাই এক হয়ে গিয়েছে

# পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

**শঙ্করলাল কর্মকার**

রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু লেখায় ছিল ভরপুর মজা, ব্যঙ্গ। স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, এই বুড়া বয়সে তোমার গল্প পড়িয়া হাসিতে হাসিতে chocked হইয়াছি। তাঁর লেখার ভক্ত ছিলেন আরও একজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একবার লেখায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত রস পাও কোথায়? তৎক্ষণাৎ উত্তর, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি রসায়নের লোক! তবে নিজেকে 'রসসাহিত্যিক' বলতে ঘোর আপত্তি ছিল রাজশেখরের। বলতেন, রসসাহিত্যিক আবার কি; আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরী করি?

সাল ১৯২২। জলধর সেনের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল একটি গল্প। নামটা ভারী অদ্ভুত , 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এক গল্পেই বাজিমাত। রসসাহিত্য এমনও হয়? কৌতুক আছে, ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু ভাঁড়ামি নেই একফোঁটাও। লেখক কে? তার নামটাও তো ভারী অদ্ভুত। 'পরশুরাম'। এটা আসল নাম না কি ছদ্মনাম? কিছুদিন পরেই জানা গেল লেখকের প্রকৃত নাম। তিনি পেশায় রসায়নবিদ্। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৎকালীন সর্বময় কর্তা। নাম? রাজশেখর বসু। বাংলা রসসাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। আবার, তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হল এমন এক কাণ্ডের ইতিবৃত্ত, যা এত কাল কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষের নেতৃত্বে মানিকতলা বোমা মামলার ঘটনায় বোমার ফর্মুলা এবং যাবতীয় মালমশলা সরবরাহ করতেন রাজশেখর! ধরা পড়লে সোজা সেলুলার জেল, তবু নির্ভয় কাজ করে গিয়েছেন। এবং নীরবে। এমনই স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি।

তবে শুধু গল্পই নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও অনুরোধে 'চলন্তিকা' অভিধানের কাজ শুরু করেন রাজশেখর বসু। সঙ্গে পান সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহাকেও। লক্ষ্য ছিল একটাই, বাংলা বানানের একটা আধার তৈরি করা। সেখানে স্থান পায় পরিভাষাও। এই বিশাল কাজে মতামতের জন্য চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো মানুষদের কাছে। অবশেষে ২৬০০০ শব্দ নিয়ে প্রকাশিত হয় অভিধান 'চলন্তিকা'। পরে এই শব্দ সংখ্যা বেড়ে হয় ৩০০০০। সেই সঙ্গে ছিল পরিভাষার সমাহারও। এর সঙ্গেই চলেছিল রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ। নানা জটিলতা পেরিয়ে, সহজ সরল ভাষায় মহাকাব্যকে পরিবেশিত করেছিলেন তিনি। এই কাজটা করতে গিয়ে যাতে আসল আখ্যানটির কোনো ক্ষতি না হয়, সেটাও মাথায় ছিল। সব নিয়েই একটা আকর্ষণীয় জগৎ তৈরি করেছিলেন রাজশেখর বসু।

একইসঙ্গে নানারকম কাজ করতে পারতেন পরশুরাম। রান্না থেকে সেলাই থেকে বই বাঁধাই। এমনকি, অ্যাবাকাসের নির্মাণকর্তাও এই বাঙালী। সুরুচি, শৃঙ্খলা আর বুদ্ধির সংমিশ্রণে বাঙালী পরশুরামের জীবনটি ছিল এককথায় বিচিত্রের সমাহার। বিজ্ঞান ছিল প্রথম প্রেম, অথচ বাঙালী তাঁকে মনে রেখেছে রসসাহিত্যিক হিসেবে। নাদু মল্লিক থেকে বিরিঞ্চি বাবা, তাঁর সৃষ্ট অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলি কৌতুকের মোড়কে খুলে দিয়েছে সমাজের অসাধুতা, ভণ্ডামির মুখোশ। তাঁর লেখার ধারে আজও মুগ্ধ বাঙালী। সেই রসপ্রিয় বাঙালি আজকে হাসতে ভুলে গেছে। হায়!

# রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে চোর, নির্লজ্জ বেইমান বলে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে ব্লকে ব্লকে কর্মীসভা করছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। সেই কর্মী সভা থেকেই এবার বেলাগাম আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে চোর বেইমান নির্লজ্জ বলে আক্রমণ। সমাজ থেকে বিতাড়িত করার হুঁশিয়ারি। যে মন্তব্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। পাল্টা তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। বুধবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের পিপলা কমিউনিটি হলে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, দুই ব্লক শ্রমিক সভাপতি সাহেব দাস, শেতাবুর রহমান, ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান, যুব সভাপতি পুজন দাস, দুর্জয় দাস প্রমুখ। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবাস যোজনার টাকা বন্ধ এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন শুভদীপ। তিনি বলেন বাংলার মানুষের ঘরের টাকা চুরি করে অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা অট্টালিকায় থাকছেন। তারা নির্লজ্জ, চোর এবং বেইমান। এদেরকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে বাংলা থেকে দূরে সরাতে হবে। যদিও বিজেপির পাল্টা দাবি ঘরের টাকা চুরি করে তৃণমূল নেতাদের মাটির ঘর থেকে অট্টালিকা হয়েছে। সাইকেল থেকে মার্সিডিজ কিনেছে। মানুষ সব জানে কারা নির্লজ্জ। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রসঙ্গত ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রাম বাংলার প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের উপর প্রভাব পড়েছে। সেটাকে কাজে লাগাতেই ময়দানে নেমেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল বলেন, কেন্দ্র সরকার বঞ্চনা করছে। বাংলার মানুষকে ভাতে মারছে। তাদের বাসস্থান কেড়ে নিচ্ছে। তাই আমি সেই কথা বলেছি। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রতাপ সিং জানান,ঘরের টাকা কারা চুরি করেছে। সেই টাকায় কারা বড়লোক হয়েছে। এটা বাংলার মানুষ জানে। তৃণমূল সবথেকে বড় নির্লজ্জ।

# বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৯ মার্চ ঃ বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য হলেন কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ। এসেই এদিন সন্ধ্যায় বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অফিসে এসে সাংবাদিক বৈঠক করেন। উপাচার্য বলেন, আচার্য এবং শিক্ষা মন্ত্রক যে আমাকে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করবো।

প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং টা কী করে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারা যায় সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া এখানে এগ্রিকালচার নিয়ে খুব ভালো কাজ হচ্ছে। রবীন্দ্র ভাবনায় তা এগিয়ে চলেছে। শুরুতে ৬ টি গ্রাম দত্তক নেওয়া হয়। এখন সেটি ৬৫-তে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, ১৫ মাস পর স্থায়ী উপাচার্য পেল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন স্থায়ী উপাচার্য কৃষি বিজ্ঞানী প্রবীর কুমার ঘোষের দিকে তাকিয়ে শান্তিনিকেতন। গত বছরের আগস্ট থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরেন। প্রবীর কুমার ঘোষ তারঁই স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। পাঁচ বছরের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন তিনি। প্রবীর কুমার ঘোষ ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। ৪ দশক পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উপাচার্য পদে ফিরছেন। ৬৩ বছর বয়সের প্রবীর কুমার ঘোষের জন্ম মুর্শিদাবাদের কুমারপুরে। ভগীরথপুর হাইস্কুল এবং ডোমকল বিটি হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীকালে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপর উত্তরাখণ্ডের পন্তনগরের জিবি পন্ত কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে আইসিএআর-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োটিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর পদে ছিলেন। তার আগে ভোপালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্সেস এবং কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ডালস রিসার্চ-এ কাজ করেছেন।

# পশুপ্রেমী কুলতলি থানার আই সি থানার চত্বরে পাখিদের জন্য অভিনব ব্যবস্থা নিলো

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৯ মার্চ ঃ এবার আইন রক্ষার পাশাপাশি পশু পাখিদের যত্নে এগিয়ে এলো পুলিশ আধিকারিক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিশের প্রধান কাজ। কিন্তু তার বাইরেও মানবিক দায়িত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবনের কুলতলি থানার পুলিশ কর্মীরা। শুধু মানুষের সুরক্ষা নয়, এবার প্রকৃতি ও প্রাণীদের প্রতিও তাঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন সহানুভূতির হাত। সুন্দরবনের অদূরে অবস্থিত এই থানার চারপাশে রয়েছে অসংখ্য গাছ। এই গাছগুলিকে ঘিরেই শুরু হয়েছে এক সুন্দরতম উদ্যোগ। এই সময়ে গাছের ডালে ডালে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য পাখি। আর এই উড়ন্ত অতিথিদের যত্ন নিতে থানার পুলিশকর্মীরা হয়ে উঠেছেন প্রকৃত বন্ধু। কুলতলি থানার আই সি ফারুক রহমান বরাবরই পরিচিত পশুপ্রেমী হিসেবে। এই প্রচণ্ড গরমে যাতে পাখিরা কষ্ট না পায়, তাই থানার চত্বরে থাকা গাছগুলিতে খাবার ও পানীয়র ব্যবস্থা করেন তিনিই। গাছের ডালে বাঁধা হয় খাবার ও জলের পাত্র। প্রথমদিকে এটি ছিল একক উদ্যোগ, কিন্তু ধীরে ধীরে থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও এতে সামিল হন। এখন নিয়মিতভাবে থানার চত্বরের গাছগুলিতে রাখা হচ্ছে খাবার ও জল। পাখিরাও যেন এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করছে না।থানার চারপাশ এখন মুখরিত পাখির কলকাকলিতে। কুলতলি থানা মোড়ে এলেই এখন শোনা যায় নানান প্রজাতির পাখির মিষ্টি ডাক। স্থানীয় বাসিন্দারাও বেশ খুশি এই উদ্যোগে। সাধারণত থানার পরিবেশ নিয়ে অনেকের মনে একরকম ভয় কাজ করে, কিন্তু কুলতলি থানায় ঢুকলেই এখন পাওয়া যায় এক অন্যরকম অনুভূতি-একটি সবুজ ও প্রাণবন্ত পরিবেশ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমরা আগে ভাবতেও পারিনি যে থানার মতো জায়গায় এমন সুন্দর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটি শুধু পাখিদের জন্য ভালো হয়নি, আমাদের মন ও ভালো হয়ে যায় এখানে এসে। পুলিশের কাজ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, মানবিকতার পরিচয় দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কুলতলি থানার পুলিশ কর্মীরা সেটাই করে দেখিয়েছেন। জীব সেবার এই ছোট প্রচেষ্টাই বড় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, শুধু মানুষের জন্য নয়, প্রকৃতির প্রতিও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। যদি সবাই এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী হয়ে উঠবে আর ও সুন্দর, আরও মানবিক। কুলতলি থানার পুলিশ দেখিয়ে দিলেন, খাকি পোশাকের মধ্যেও রয়েছে এক কোমল হৃদয়। আর তাদের দেখানো পথে এভাবেই এগিয়ে আসুক আরও পুলিশ কর্মীরা এটাই চায় পশু প্রেমীরা।

# কেনস্টার চালু করেছে বিএলডিসি ম্যাক্সএক্স ঃ একটি বৈপ্লবিক কুলিং সমাধান

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ ভারতীয় এয়ার কুলার বাজারের পথিকৃৎ কেনস্টার, তাদের বৈপ্লবিক কুলিং সলিউশন, কেনস্টার বিএলডিসি ম্যাক্সএক্স (Kenstar BLDC Maxx) চালু করার ঘোষণা করেছে। এই অত্যাধুনিক সৃষ্টি, যা তাদের সদ্য চালু হওয়া এয়ার কুলারগুলির পরিসরের সাথে একত্রিত, ভারতীয় পরিবারের জন্য উচ্চতর দক্ষতা, দীর্ঘ জীবনকাল এবং বর্ধিত নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। প্রবর্তনের অংশ হিসাবে, কেনস্টার অভিনেতা রাজকুমার রাও এবং অভিনেত্রী পত্রলেখার নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী প্রচারাভিযান শুরু করছে, পাশাপাশি টেকি বয়, একজন অ্যানিমে - অনুপ্রাণিত চরিত্র যা ভবিষ্যতবাদী পদ্ধতি, অযাচিত বর্জ্য পরিহার করে এবং দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রচারাভিযানটি পরিবেশ-বান্ধব এবং সাশ্রয়ী প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মার্ট, শীতল গ্রীষ্মের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে, একই সাথে ভারতীয় গ্রাহকদের সাথে ব্র্যান্ডের গভীর সংযোগকে আরও শক্তিশালী করে। বিএলডিসি (ব্রাশলেস ডাইরেক্ট কারেন্ট) প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে, বিএলডিসি ম্যাক্সএক্স ৬০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে, যা এটিকে ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য পরিবেশ-বান্ধব এবং সাশ্রয়ী পছন্দ করে তোলে। তারা কার্যকর আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণও প্রদান করে, সমস্ত ঋতুতে সর্বোত্তম আরাম নিশ্চিত করে এবং অত্যন্ত আওয়াজহীন অপারেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা এগুলিকে বাড়ি এবং অফিসের জন্য আদর্শ করে তোলে। সেরা মানের ৫ বছরের মোটর ওয়ারেন্টি এবং ৩ বছরের পাম্প ওয়ারেন্টি সহ, এই কুলারগুলি তীব্র গ্রীষ্মের পরিস্থিতিতেও বর্ধিত স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। আজকের গ্রাহকদের দ্রুত বিকশিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই কেনস্টার, বলেন কেনস্টারের সিইও সুনীল জৈন। আজকের গ্রাহকরা

কেবল উচ্চ কার্যকারিতাই নয় বরং উন্নত নান্দনিকতা এবং প্রযুক্তিও চান। কেনস্টার প্রতীকটি উন্নত মান, আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের নতুন বিএলডিসি ম্যাক্সএক্স-চালিত এয়ার কুলারগুলি শিল্প ক্ষেত্র এবং আমাদের গ্রাহক উভয়ের জন্যই এক বিশাল অগ্রগতি। কেনস্টারের হেড মার্কেটিং নেহা খুল্লার যোগ করে বলেন, টেকি বয়, আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রাজকুমার রাও এবং পত্রলেখার সাথে, এই পরিসরের কুলারগুলিকে সম্ভাব্য গ্রাহকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে, আমাদের ব্র্যান্ডের উদ্ভাবনী পদ্ধতিকে শক্তিশালী করবে। তার দূরদর্শী মানসিকতার সাথে, টেকি বয় উন্নত কুলিং প্রযুক্তিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে, গ্রাহকদের বুঝতে সাহায্য করে যে কেনস্টারের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন কীভাবে বিদ্যুৎ বিলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের শীতল রাখে। মুখ্য ভূমিকায় বিএলডিসি ম্যাক্সএক্স-এর মাধ্যমে, কেনস্টার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসরের এয়ার কুলার প্রদান করে, যার মধ্যে টল বয়, টলডে, আর্ক থ্রিডি এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কুলিং কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে, শক্তির খরচ কমায় এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায়। এই গ্রীষ্মে, কেনস্টার, মহা ডেজার্ট, ডেজার্ট, পার্সোনাল, টাওয়ার এবং উইন্ডো কুলার সহ ৫০ টিরও বেশী এসকেএইউ (SKU) কুলার অফার করছে, যা প্রতিটি বাড়ি এবং ব্যবসার জন্য একটি নিখুঁত শীতল সমাধান নিশ্চিত করে। কেনস্টার তার নতুন পরিসরের এয়ার কন্ডিশনার চালু করার মাধ্যমে হোম অ্যাপ্লায়েন্স বাজারে তার অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, ওয়াটার হিটার, রুম হিটার এবং লাইফস্টাইল অ্যাপ্লায়েন্স সহ বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন, স্টাইলিশ এবং টেকসই পণ্য সরবরাহের জন্য ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। কেনস্টার সম্পর্কে ঃ কেনস্টার ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় হোম অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড, যা এয়ার কুলার ক্ষেত্রে তার অগ্রণী উদ্ভাবনের জন্য পরিচিত। বিস্তৃত পরিসরের হোম অ্যাপ্লায়েন্সের পোর্টফোলিও সহ, ব্র্যান্ডটি উন্নত মানের, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক জীবনযাত্রাকে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আরও তথ্যের জন্য, https://kenstar.in পরিদর্শন করুন অথবা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলস অনুসরণ করুন।

# বসন্তের আনন্দে মেতে উঠল সুতির তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুল

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৯ মার্চ ঃ বসন্তের আনন্দে মেতে উঠল মুর্শিদাবাদের সুতির তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুল। বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় একাধিক একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও নাচ-গান পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের মঞ্চ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবম এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সভাপতি দীপক কুমার দাস, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, ছাবঘাটি কেডি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৌশিক দাস, শিক্ষক গোলাম কাদের, শিক্ষক অমরজিত মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁতিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ কুমার দাস বলেন, সরকারি স্কুলের উদ্যোগে এত সুন্দর একটি আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বিভিন্ন একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও মঞ্চে অংশ নিয়েছে, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। শুরু হওয়া এই উৎসবে শিক্ষার্থীদের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্থানীয় মানুষজন উৎসবকে কেন্দ্র করে ভিড় জমান। আলোর ঝলকানি ও সুরের আবহে গোটা এলাকা এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলছে।

# নাগরাকাটার উপকণ্ঠে জলঢাকার তীরে দেখা মিলল এক ঝাঁক শকুনের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৯ মার্চ ঃ মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার উপকণ্ঠে জলঢাকার তীরে দেখা মিলল এক ঝাঁক শকুনের। দীর্ঘদিন পরে ওই এলাকায় শকুনের দেখা মেলায় উচ্ছ্বসিত পরিবেশপ্রেমীরা। এদিন নাগরাকাটা লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে যে রাস্তাটি খাসবস্তির দিকে চলে গেছে, সেখানেই নদীর ধারে এক ঝাঁক শকুনকে দেখা যায়। শকুনগুলি একটি মৃত গরুর অবশেষ ভক্ষণ করতে এসেছিল। অনেকদিন পরে একসঙ্গে এতগুলি শকুনকে দেখতে পেয়ে রীতিমতো কৌতুহল ছড়ায় এলাকায়। অনেকেই ভিড় জমান। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, নানা কারণে শকুনের সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে। অথচ, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় এই পাখিটির গুরুত্ব অপরিসীম। খাসবস্তি-লাগোয়া সুলকাপাড়ার ফরিদুল হক নামে এক পরিবেশপ্রেমী বলেন, এক সময় জলঢাকা এলাকা শকুনের বিচরণক্ষেত্রের জন্য সুপরিচিত ছিল। মাঝে অনেকদিন বিষয়টি দেখা যায়নি। বহুদিন পরে আবার এখানে শকুনদের দেখা মিলল। এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ের নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, জলঢাকার তীরে যেসব শকুনগুলিকে দেখা গেছে সেগুলি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির। আকারে বেশ বড় হয় এরা। এই ধরনের শকুনও বিপন্ন তালিকাভুক্ত। মূলতঃ শীতকালে হিমালয় এলাকা থেকে নেমে আসে এরা। গরম পড়তেই তাদের ফের হিমালয়ে ফিরে যাওয়ার সময় হয়।

# বিদ্যালয় উন্নয়নের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক ঘেরাও, উত্তাল মগরা হাইস্কুল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ মার্চ ঃ বিদ্যালয় উন্নয়নের প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের মগরা উচ্চ বিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্রকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। যোগ দেয় স্কুল পড়ুয়ারাও। অভিযোগ উঠেছে , স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল যুব নেতা বুদ্ধদেব শর্মার সঙ্গে যোগসাজশে প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্র বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে পাওয়া ৫২ লক্ষ টাকা আত্মসা করেছেন। স্থানীয়দের দাবি, ২০১৯ সাল থেকে বিদ্যালয়ের নতুন ক্লাসরুম নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর তৈরির পাশাপাশি পুরনো ভবনের সংস্কারের জন্য ওই অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেই কাজের কোনও হদিস না থাকায় প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে নয়ছয়ের অভিযোগ তোলেন অভিভাবকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, টাকা নয়ছয়ের ঘটনা ধামাচাপা দিতে বিদ্যালয়ে গত ৩ বছর ধরে অডিট করা হয়নি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার বিকেলে অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই টাকার হিসাব চাইতে যান। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। এরপর বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভের পর প্রধান শিক্ষক অসুস্থ বোধ করায় অভিভাবকদের বুঝিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। দফতরের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

# মহিলা রেলকর্মীদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি জানাল এনএফআরডব্লিউডব্লিউও

মালিগাঁও, ১৯ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মহিলা কর্মীদের ব্যতিক্রমী অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতে বিশাল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ড`ইমেন'স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউও)। মর্যাদা সম্পন্ন এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে মালিগাঁওয়ের রং ভবনে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় এবং তার ডিভিশনগুলোতে যেসব মহিলা কাজ করেন তাঁদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন রেলকর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সম্মানীয় অতিথিগণ। এই অনুষ্ঠানের থিম ছিল এমপাওয়ারিং উইমেন, এমপাওয়ারিং হিউম্যানিটি (নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সমাজের ক্ষমতায়ন)। রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রগতিকে চালিত করা, উদ্ভাবনকে লালন করা এবং পরিচালন সংক্রান্ত উকর্ষ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা-ই তুলে ধরা হয়েছিল অনুষ্ঠানে। মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জেনারেল ম্যানেজার সেই সমস্ত মহিলা কর্মীদের প্রশংসা করেন যাঁরা খেলাধুলো, ইঞ্জিনিয়ারিং রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রেন চলাচল, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। জেনারেল ম্যানেজার এ-ও বলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা যাতে অংশগ্রহণ করেন, তার জন্য যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। মহিলা কর্মীরা নিজেদের নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-র সভানেত্রী শ্রীমতী শালিনী শ্রীবাস্তবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তিনি মহিলা কর্মীদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং এ কথা মনে করিয়ে দেন যে, ক্ষমতায়ন, সমান সুযোগ ও পেশাদারি উন্নতির প্রতি তাঁদের সংগঠন অঙ্গীকারবদ্ধ। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। যেমন, ৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোচবিহার রেল স্টেশনকে সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারা চালিত স্টেশন হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষা বর্ধন করে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের নিয়ে গঠিত ১৫টি ' মেরি সহেলি' স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে এবং ৪৬টি স্টেশনে এখন সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা আছে। কারিগরি ভূমিকাতেও মহিলারা উৎকর্ষ সাধন করছেন। যেমন গুয়াহাটি কোচ মেন্টেনেন্স ডিপোতে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে গঠিত একটি কোচ মেন্টেনেন্স টিম আছে, এবং ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে নমিতা সোনোয়াল ও আরফিন আরা বেগমের মতন 'এফ' লীগ মহিলা টেকনিশিয়ানরা অ্যাডভান্সড মেশিনারিতে দক্ষ হয়ে উঠছেন। এইসব প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টিই ফুটে উঠছে যে রেলওয়েতে সার্বিকতা ও মহিলাদের নেতৃত্বের ব্যাপারে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দায়বদ্ধ হয়ে আছে। জাতীয় স্তরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মহিলা কর্মীরা যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েই চলেছেন। নয়াদিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে আয়োজিত আরডব্লিউডব্লিউসিও-র মর্যাদা সম্পন্ন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত হয়েছেন সিনিয়র টেকনিশিয়ান মিস. নূপুর তপাদার সহ আরও ৩২ জন উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করা মহিলা রেল কর্মী। এই সম্মান প্রাপ্তিই এই দিকটি তুলে ধরেছে যে, ভারতীয় রেলওয়েতে মহিলাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই দিকটিও আরও একবার বোঝা গেল যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তাদের মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়নের প্রতি অবিচল ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট কর্মী সংখ্যা ৫৪,৮২৯। তাঁদের মধ্যে মহিলা কর্মী আছেন ৫,৪৮৩ জন। তার মানে মোট কর্মীর ১০ শতাংশই মহিলা। এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কেননা, আরও বেশি সংখ্যক মহিলারা রেলওয়ের বিভিন্ন অপারেশনে প্রধান ভূমিকা পালন করার জন্য এগিয়ে আসছেন। এই মহিলাদের সম্মানিত করে এনএফআরডব্লিউডব্লিউও এই দিকটিই বিশেষ ভাবে তুলে ধরতে চায় যে রেলওয়ে ব্যবস্থাকে কার্যকর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এর সাফল্যের ক্ষেত্রে মহিলারা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সংগঠনটি এই উদ্যোগের মাধ্যমে অনবরত এই সাক্ষ্য রেখে চলেছে যে তারা এমন এক কাজের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে চলেছেন যা হবে সার্বিক ও সহায়ক, যেখানে মহিলারা উন্নতি করতে পারবেন, অবদান রাখতে পারবেন এবং নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

# পাখিদের মধ্যে 'এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র (বার্ড ফ্লু) খবর সুনিশ্চিত হতেই বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের পাকুড় এলাকায় পাখিদের মধ্যে 'এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র (বার্ড ফ্লু) খবর সুনিশ্চিত হতেই বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে। রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে পাকুড় থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি-১, সুতি-২ , সামশেরগঞ্জ এবং ফারাক্কা ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলাশাসক ও রাজর্ষি মিত্রের তরফ থেকে ঝাড়খন্ড থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় মুরগি পরিবহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জেলার বিভিন্ন ব্লকের একাধিক পোল্ট্রি থেকে পাখিদের নমুনা সংগ্রহ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোথাও বার্ড ফ্লু ধরা পড়েনি। সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হতে প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে প্রশাসন অনুরোধ করলেও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বার্ড ফ্লু-র খবর সুনিশ্চিত হওয়ার পর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে দেশি এবং পোল্ট্রি মুরগির দাম অস্বাভাবিক হারে কমতে শুরু করেছে। ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প এলাকার মুরগি ব্যবসায়ী দীপঙ্কর মন্ডল জানান, পাকুড় এলাকায় বার্ড ফ্লু-র খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে গত কয়েকদিন ধরে গোটা মুরগির দাম বাজারে কমতে শুরু করেছে। ফারাক্কা বাজারে গত পরশু গোটা মুরগি ১০০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হয়েছে। আজ আরও দশ টাকা দাম কমেছে।' ফারাক্কার বিএমওএইচ মশিউর রহমান বলেন, 'এই ব্লকের অন্তর্গত মহাদেবনগর এবং মামরেজপুর এলাকায় বহু বাড়ি এবং কিছু পোল্ট্রি ফার্ম থেকে অস্বাভাবিক সংখ্যায় মুরগি মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি। ইতিমধ্যেই জেলায় বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত একটি সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।' তিনি জানান, আমরা খবর পেয়েছি বহু জায়গায় মরা মুরগি কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে আমরা সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি এবং কম দামে মরা মুরগি পেলে তা খেতে বারণ করছি। 'ফারাক্কার বিডিও জুনায়েদ আহমেদ বলেন, 'জেলাশাসকের নির্দেশ পাওয়ার পর ফারাক্কা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কোনও জায়গায় অস্বাভাবিক সংখ্যায় মুরগি মারা যাচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মীরা 'সার্ভেলেন্স' শুরু করেছেন।' তিনি জানান, ফরাক্কা ব্লকের অন্তর্গত খোশালপুর , বেওয়া এবং কেদারনাথ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের তরফ থেকে 'নাকা পয়েন্ট' তৈরি করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে মুরগি নিয়ে কোনও গাড়ি এলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি 'প্রাণী মিত্র'দেরকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পোল্ট্রি ফার্ম এবং যেখানে মুরগি পালন করা হয় সেখানে রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে মরা মুরগির সংস্পর্শে না আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

# রেললাইনে হাতি মৃত্যু রুখতে সহায় প্রযুক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ রেললাইনে হাতি মৃত্যু রুখতে সহায় প্রযুক্তি! ১০৮ কিমি জুড়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার রেল কর্তৃপক্ষের। কীভাবে হাতি মৃত্যু রুখতে সাহায্য করে এই প্রযুক্তি জানেন? ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গল পেরিয়ে ছুটে চলে ট্রেন। সেই পথেই মাঝেমধ্যে আচমকা চলে আসে বুনো হাতির পাল। কখনও সতর্কতার অভাবে, কখনও পরিস্থিতির চাপে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় তারা। কিন্তু আর নয়! উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রুখতে চলেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেবকের গুলমা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ১০৮ কিলোমিটার রেলপথে চালু হয়েছে ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম। অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে কাজ করবে এই প্রযুক্তি, যা ট্রেন লাইনে হাতির উপস্থিতি টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সংকেত পাঠাবে গেটম্যান, স্টেশন মাস্টার, লোকো পাইলট ও গার্ডকে। ফলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে, বাঁচানো যাবে নিরীহ প্রাণ।

## পূর্ব রেলওয়ে

**এনআইটি নং. ৩৭১_২০২৪-২৫, ৩৭২_২০২৪-২৫, ৩৭৩_২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৮.০৩.২০২৫।** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছেঃ- **[সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ- এর অধিক্ষেত্রের জন্য]।** (১) **এনআইটি নং. ৩৭১_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণঃ** এইএন/ টিআর-এইচডব্লুএইচ এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীন হাওড়া ইয়ার্ডের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; **আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,১৮,৮০,০৯০.৭৯; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,০৯,৪০০.০০; (২) **এনআইটি নং. ৩৭২_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ ট্র্যাক/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে এসএসই/ পি.ওয়ে/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীন টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সে লাইন নং-২, ৩, ১৭ এবং ৪০-এর উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ফ্লাইওভার লাইনের ট্র্যাক কাঠামোর উন্নতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,৩০,৮৫,১৯৫.০৮; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,১৫,৪০০.০০; (৩) **এনআইটি নং. ৩৭৩_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে বেলুড় স্টেশনে (প্ল্যাটফর্ম নং. ৩ এবং ৪) ও উত্তরপাড়া স্টেশনে (প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এবং ২) প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করে প্ল্যাটফর্ম পৃষ্ঠের উন্নতিসাধন। **আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,৯২,২১,৩৯২.৪৪; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৪৬,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য ০৬ (ছয়) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থপ্রদান** - ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়নার অর্থ জমা [ইএমডি] এবং টেন্ডারের নথির খরচ [টিডিসি] নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-685/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

## পূর্ব রেলওয়ে

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬৫৩, তারিখঃ ১৮.০৩.২০২৫।** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রম নং. (১) ; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩০০৭-আর৩; কাজের নাম ঃ** "এইএন/১/এলএলএইচ-এর অধীনে বেলুড়, রিষড়া, চুঁচুড়া এবং সিঙ্গুরে ৩৫০ মিমি x ২০০ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন খননের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ৭,১০,৭২৩; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা)(টাকা) ঃ** ₹ ১৪,২০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ৯০ দিন; **ক্রম নং. (২) ; টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮৪; কাজের নাম ঃ** ১) "সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া বিভাগের হারিনসিং গুডস শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ" এর জন্য বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। ২) "সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর এর অধীনে হাওড়া বিভাগের পিনারগাড়িয়া পণ্য শেডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ" এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ১,৬২,৮৩,১৬২; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা) ঃ** ₹ ২,৩১,৪০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট ঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-688/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

SBI
এসবিআই ট্যাংরা শাখা (০৩৭৩৭)
৪ /১এ, রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫
ই-মেইলঃ sbi.03737@sbi.co.in

## সোনা বিক্রি প্রত্যাহার

শ্রীমতী একতা দাসের সোনার জিনিসপত্র সম্পর্কিত সোনা-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে, যা এই সংবাদপত্রে ১২.০৩.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ২০.০৩.২০২৫ তারিখে পরিচালিত হবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বিষয়টি অপরিবর্তিত রয়েছে। অসুবিধার জন্য দু ঃখিত।

তারিখঃ ২০।০৩।২০২৫ — অথোরাইজড অফিসার
স্থান ঃ ট্যাংরা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## পূর্ব রেলওয়ে

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ নং এএসএন/II/০৫ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৫** ই-টেন্ডারিং-এর জন্য। ডে. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/II পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন -৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **কাজের নামঃ** হাঁসডিহা - গোড্ডা ডাবলিং (৩১.৮৯ কিমি) এবং জসিডি আরওআর ঝাঁঝাঁর দিকে (০৯.০০ কিমি)-এর জন্য সর্বশেষ অবস্থান জরিপ পরিচালনা, সমস্ত সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং এস অ্যান্ড টি কাজের জন্য সর্বাঙ্গীণ ডিপিআর-এর ট্রাফিক সার্ভে প্রস্তুত করা, অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান, ইয়ার্ড প্ল্যান, ছোট সেতু, প্রধান সেতু/আরওআর, আরওবি/আরইউবি, এফওবি, লেভেল ক্রসিং-এর জন্য ড্রয়িং, হাইড্রোলজিক্যাল এবং জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজের সাথে বিশদ বরাদ্দ প্রস্তুত করা, বৈদ্যুতিক, টিআরডি এবং এস অ্যান্ড টি সহ সমস্ত কাজের জন্য ইপিসি টেন্ডার নথি প্রস্তুত এবং জমা দেওয়া। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ০.৭৪ কোটি। **টেন্ডারের ধরণ ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ শূন্য। **বিড সিকিউরিটি(টাকা) ঃ** ₹ ১,৪৭,৪০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৫ (পাঁচ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৯.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ১১ টায়। টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করা হবে না এবং তা সরাসরি বাতিল করা হবে।

CON-94/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

## ভ্রমণ

# লাচেন বেড়ানোর জন্য চিন্তা নেই চালু হল বেইলি ব্রিজ, মিলছে পারমিট

ফিদাং বেইলি ব্রিজ মেরামতের পর উত্তর সিকিম ভ্রমণের পারমিট ইস্যু শুরু হল। এদিন প্রায় দেড়শো গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে উত্তর সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছয়। সম্প্রতি বৃষ্টি, ভারী তুষারপাত এবং যানবাহনের চাপে ফিদাং বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ে। মঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় জঙ্গু ও লাচেন। সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিকচু রোডের ফিদাংয়ে ৬০ মিটার দীর্ঘ বেইলি ব্রিজ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জংগু এবং মঙ্গন জেলা সদরে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি সম্প্রতি বিধ্বস্ত হওয়ায় পর্যটকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষদেরও যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টায় সেতুটি দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হয়। এরপরই বুধবার থেকে ফের যান চলাচল শুরু হয়। এদিন ওই রুটে প্রচুর পর্যটক জঙ্গু ও লাচেনে বেড়াতে যান। তবে নতুনভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের খবর

মেলেনি। যদিও আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকে ফের সিকিম ও দার্জিলিং পাহাড়ে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সিকিম কেন্দ্রের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত পাহাড়ে হালকা বৃষ্টি হতে হতে পারে তুষারপাত। স্বভাবতই উত্তর সিকিমের লাচুং, লাচেন, গুরুদংমারে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। পারে। ওই সময় দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। হিমালয়ের কোলে থাকা ছোট্ট সিকিমের অর্থনীতি পর্যটন নির্ভর। অধিকাংশ মানুষের জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে পর্যটন ব্যবসা। এছাড়া সেখানে আর তেমন কিছু নেই, যার উপর ভিত্তি করে আয় হবে। তাই পর্যটনকেই ঢেলে সাজানো হয়েছে সেখানে। বাংলা-সিকিম যাতায়াত এখন অনেক সহজ। দিন দুই-তিনের ছুটি পেলে পায়ের তলায় সরষে লাগানো বাঙালির কাছে গ্যাংটক ঘুরে আসা কোনও ব্যাপারই নয়। তবে এবার সেখানে ঘুরতে গেলে অতিরিক্ত খরচ হবে। সিকিম সরকারের নয়া নিয়ম অনুযায়ী, বেড়াতে গিয়ে হোটেলে চেক ইনের সময়ে নিয়ম মেনে মাথা পিছু ৫০ টাকা ‘ ফি’ দিতে হবে। তাতে পাঁচ, দশদিন নয়, গোটা একমাস আপনি সিকিমের যত্রতত্র ঘুরতে পারবেন।

# যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করতে স্টেশনগুলিতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

গোরক্ষপুর, ১৯ মার্চঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, উৎসবের সময়, যাত্রীদের চলাচলের ধরণ ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রতিটি রেলস্টেশনে নির্দিষ্ট পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং চলাচলকে সুবিন্যস্ত করার জন্য, সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি), স্থানীয় পুলিশ এবং স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে স্টেশন-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং যাত্রীদের আগমন নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।প্রয়াগরাজে ২০২৫ সালের মহাকুম্ভে যাত্রীদের ভিড় সামলানোর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, নতুন অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে সাতটি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ফলে প্রয়াগরাজ অঞ্চলের ৯টি স্টেশনে মোট প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা ৪৮টিতে পৌঁছেছে। তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এই স্টেশনগুলিতে যাওয়ার রাস্তাগুলিও প্রশস্ত করা হয়েছিল। মোট ১৭টি নতুন স্থায়ী যাত্রী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলির ধারণক্ষমতা ২১,০০০ থেকে ১,১০,০০০-এরও বেশি হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ২১টি নতুন রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে এলাকার সমস্ত লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা হয়েছে।রেলমন্ত্রী বলেন, মহাকুম্ভের সময় মসৃণ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য একটি সু-সমন্বিত ট্রেন পরিচালনা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ

কক্ষ ছিল, অন্যদিকে প্রয়াগরাজ জংশনে একটি কেন্দ্রীয় মাস্টার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছিল। ট্রেন পরিচালনা এবং স্টেশনগুলিতে ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছিল।যাত্রীদের ভিড় কমাতে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্টেশনগুলিতে একমুখী প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট এবং প্রধান স্নানের দিনগুলিতে প্ল্যাটফর্ম, ফুটওভার ব্রিজ এবং র‍্যাম্পে একমুখী চলাচল।তিনি বলেন, রেলওয়ে ২০২৫ সালের মহাকুম্ভমেলার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে, নজরদারি এবং রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণের উপর জোর দিয়েছে। রেললাইন এবং স্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য ১১৬টি মুখ শনাক্তকরণ সিস্টেম ক্যামেরা এবং ড্রোন ক্যামেরা সহ প্রায় ১,২০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়েন করা হয়েছিল।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, সরকারি রেলওয়ে পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর ১৫,০০০ অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।এছাড়াও, বারাণসী, অযোধ্যা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, দানাপুর এবং নতুন দিল্লি ইত্যাদি জনাকীর্ণ সংবেদনশীল রেলস্টেশনগুলিতেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। এতে ১৬টি প্ল্যাটফর্ম, তিনটি ফুটওভার ব্রিজ, পাহাড়গঞ্জ এবং আজমেরী গেট উভয় দিক থেকে প্রবেশাধিকার, স্টেশনের সামনে বিশাল খোলা জায়গা ইত্যাদি রয়েছে। কুম্ভ, ছট, হোলি ইত্যাদি উৎসব এবং অনুষ্ঠানের সময় যাত্রীদের ভিড় নিয়মিতভাবে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পরিচালিত হয়।এছাড়াও, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে টেকসই ভিত্তিতে স্টেশনগুলির উন্নয়নের কল্পনা করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনের চাহিদা অনুযায়ী মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং স্টেশন অ্যাক্সেসিবিলিটি, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং রুম, টয়লেট, প্রয়োজন অনুযায়ী লিফটএসকেলেটর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ‘ স্টেশন এক পণ্য’-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের জন্য কিয়স্ক, উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক সভার জন্য নির্ধারিত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদি সুবিধা উন্নত করার জন্য পর্যায়ক্রমে তাদের বাস্তবায়ন।এই পরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুযায়ী, ধাপে ধাপে এবং যতদূর সম্ভব স্টেশন ভবনের উন্নতি, শহরের উভয় প্রান্তের সাথে স্টেশনের একীকরণ, বহুমুখী একীকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ বান্ধব সমাধান, ব্যালাস্টবিহীন ট্র্যাক ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনে একটি শহর কেন্দ্র তৈরির কথাও বলা হয়েছে।

# সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজের প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা প্রতারণার অভিযোগ সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ মার্চ ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুজাতিক সংস্থার নাম করে পার্ট টাইম কাজের প্রলোভন পেয়ে এবার প্রতারণার শিকার হলেন সোনারপুরের এক কলেজ ছাত্রী। এই প্রতারণার ফাঁদে পড়ে তিনি প্রায় ৭০ হাজার টাকা খুইয়েছেন। প্রতারিত হওয়ার পরই তিনি সোনারপুর থানায় এবং সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনারপুর থানার কামরাবাদ এলাকার বাসিন্দা নন্দিনী সেন নামে ওই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিজ্ঞাপন দেখেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে, বাড়ি বসেই পার্ট টাইম কাজ করে মোটা টাকা উপার্জন করা সম্ভব।কাজের মূল বিষয়বস্তু ছিল একটি বহুজাতিক সংস্থার বিভিন্ন প্রোডাক্ট অনলাইনে প্রচার ও বিক্রি করা। নন্দিনী ওই অফার পেয়ে কাজ শুরু করেন। প্রতারণার প্রথম ধাপে তিনি দেখতে পান, প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন কাজ করার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেখানো হচ্ছে, যা তিনি উপার্জন করছেন বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই উপার্জিত অর্থ পেতে হলে

কর (ট্যাক্স) বাবদ কিছু টাকা জমা দিতে হবে বলে তাঁকে জানানো হয়। প্রথম দিকে সন্দেহ না করেই নন্দিনী প্রতারকদের দেওয়া ইউপিআই নম্বরে টাকা পাঠাতে থাকেন। একাধিক বার টাকা পাঠানোর পরেও তাঁর একাউন্টে কোনও অর্থ ফেরত আসেনি। এর পর তিনি বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। প্রথমে তিনি নিজে প্রতারকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনই তিনি দেখতে পান, প্রতারকরা তাঁদের সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে।এরপরই তিনি সোনারপুর থানায় গিয়ে বিস্তারিত অভিযোগ দায়ের করেন। নন্দিনীর অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি সুসংগঠিত সাইবার প্রতারক দলের কাজ, যারা সাধারণ মানুষকে লোভনীয় চাকরির অফার দেখিয়ে অর্থ লুট করছে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা দিয়েছে-অজানা লিঙ্কে ক্লিক করবেন না - সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া যে কোনও লিঙ্ক যাচাই না করে ক্লিক করবেন না।অচেনা নম্বর বা ইমেলের মাধ্যমে আসা চাকরির অফারে বিশ্বাস করবেন না - কোনও বিশ্বস্ত সূত্র ছাড়া অনলাইন চাকরির অফার গ্রহণ করা উচিত নয়।পেমেন্ট করার আগে যাচাই করুন - কোন ও সংস্থার হয়ে কাজ করার আগে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও রেজিস্ট্রেশন যাচাই করুন।সংদেহ জনক কার্যকলাপ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান - প্রতারকদের শনাক্ত করতে দেরি করলে তদন্ত জটিল হয়ে যায়।সোনারপুর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে। তবে এ ধরনের প্রতারণা আটকাতে জনগণকেই আরও বেশি সচেতন হতে হবে বলে সোনারপুর থানা সূত্রে জানা গেল।

# হরিয়ানায় আত্মঘাতী প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর

বাহাদুরগড়, ১৯ মার্চ ঃ হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে আত্মঘাতী হলেন দিল্লি পুলিশের এক প্রাক্তন হেড কনস্টেবল। আত্মঘাতী ওই প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর নাম - নরেন্দ্র বুধবার সকালে তিনি আত্মঘাতী হন। নিজের লাইসেন্স রিভলবার থেকে গুলি করে তিনি আত্মঘাতী হয়েছে। কেন তিনি আত্মঘাতী হলেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ইন্সপেক্টর কৃষ্ণ কান্ত বলেছেন, বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ আমরা নরেন্দ্র নামে এক ব্যক্তির সম্পর্কে একটি ফোন পাই, যিনি ১১৮৫ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন। প্রতিবেশীরা জানায়, দরজা খোলা যাচ্ছিল না, তাই আমরা যখন ভেতরে যাই, তখন আমরা দেখতে পাই সে আত্মহত্যা করেছে। তার পরিবার এসে পৌঁছেছে এবং তারা তাদের অভিযোগ দায়ের করার পরে, আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।


**Name Change**

I, Ajit Halder (old name) son of Choudhury Halder, residing at Vill & P.O- Suta Becha, P.S- Mandir Bazar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743395, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Halder (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/03/2025. Ajit Halder (old name) and Ajit Kumar Halder (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I,Md Abul Kalam Azad (Old Name) S/O–Manirujjaman resident of Vill-Borakuli, Po-Moricha, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abul Kalam Azad to Abul Kalam Ajad and hencefort I shall be known as Abul Kalam Ajad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/03/2025 . My name Abul Kalam Ajad & Md Abul Kalam Azad both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Year Ali Sk (Old Name) S/O– Imad Ali Sk resident of Vill & Po-Kazisaha , Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742133 do hereby decrale that I have changed my name from Year Ali Sk to Year Ali and hencefort I shall be known Year Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/03/2025 . My name Year Ali & Year Ali Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sujoy Biswas (Old Name) S/O– Sunil Biswas resident of Vill & Po-Swarnakhali, Ps- Krishnganj , Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741506 do hereby decrale that I have changed my name from Sujoy Biswas to Sujay Biswas and hencefort I shall be known as Sujay Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/03/2025 . My name Sujay Biswas & Sujoy Biswas both are same and one identical person.

**Name Change**

I,Nasefa Bibi Bewa (Old Name) D/O–Karim Kha resident of Maricha Upar Para, Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby decrale that I have changed my name from Nasefa Bibi Bewa to Nasefa Bewa and hencefort I shall be known as Nasefa Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/03/2025 . My name Nasefa Bewa & Nasefa Bibi Bewa both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Ashadul Khan (Old Name) S/O–Jabuddin Khan resident of Maricha , Ps-Raningar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742304 do hereby decrale that I have changed my name from Ashadul Khan to Asadul Khan and hencefort I shall be known as Asadul Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/03/2025 . My name Asadul Khan & Ashadul Khan both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Ranjita Dey Kundu (old name) W/O.Bapon Dey resident of Vill.- Patabuka, P.O.- Natagram, Bongaon, P.S.- Gaighata, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjita Dey (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 25/02/2025. That Ranjita Dey (new name) and Ranjita Dey Kundu (old name) both are the same and one identical person.

**Name Change**

I, MOHAMMAD ABDUL RAHAMAN, SON OF ABDULLA QURAISEE, RESIDING AT 2 ROJANBAGAN, KAMARHATI,KOLKATA - 700058, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL REHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025.THAT MOHAMMAD ABDUL RAHAMAN AND ABDUL REHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I,Sahajahan Shaikh (Old name)S/o-Abul Sk, Resident at, Vill-Haripur, Po-Haripur Chhitka, Ps-Tehatta, Dist-Nadia,741163, I have changed my name to Sahajan Sk (New name) I shall be known as Sahajan Sk vide affidavit before the Notary at Berhampore on 18/03/2025 Sahajan Sk and Sahajahan Shaikh same and one identical person.

**Name Change**

I,SHIB PRASAD BEHERA(AS PER DL NO WB20 20060077777)SON OF INDRAMANI BEHERA, RESIDING AT PURBA PANCHANNAGRAM,PO - V.I.P NAGAR, KOLKATA - 700100, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIBA PRASAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 19/03/2025.THAT SHIB PRASAD BEHERA AND SHIBA PRASAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, SUMANA MUKHERJEE (AS PER DL NO WB 2020130425650),WIFE OF SRI DULAL MUKHARJEE,RESIDING AT 3 NO KHUDIRABAD BHAGABANPUR, PO - DHALUA,PS - NAREN DRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700152,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA MUKHARJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 19/03/2025. THAT SUMANA MUKHERJEE AND SUMANA MUKHARJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Motiyer Mondal (Old Name) son of Rahimbaks Mondal, residing at Chhota Chupria Purbapara Dakshin Purba, Hanskhali, Nadia- 741502, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Matiar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Matiar Mondal (New Name) and Motiyer Mondal (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I,PAPIYA GUPTA,WIFE OF PRABHAT RANJAN GUPTA,RESIDING AT SARADAPALLY, NUTANCHATI, BANKURA - 722101, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN PAPIYA SAHANA GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2025.THAT PAPIYA GUPTA AND PAPIYA SAHANA GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, SAYADA BEGUM,WIFE OF MOULANA MD ISMAIL, RESIDING AT 17 ELLIOT LANE,PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIDA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2025.THAT SAYADA BEGUM AND SAIDA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I JHIMLEE BISWAS MANDAL W/o SATYABRATA MANDAL, R/o- F3, Pratiksha Apartment, 19 Banamali Naskar Road, Parnasree Pally, KOLKATA-700060, HAVE CHANGED MY NAME TO JHIMLEE MANDAL VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 17/03/2025 AT ALIPORE COURT. JHIMLEE BISWAS MANDAL HENCEFORTH BE KNOWN AS JHIMLEE MANDAL FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH SAME ONE AND IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Tanwi Siddhanta (Old Name) W/O Abhirup Siddhanta, residing at 203-FL, 2nd Floor, 68, Purbachal Main Road, Haltu, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tanwi Siddhanta Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Tanwi Siddhanta Banerjee (New Name) and Tanwi Siddhanta (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, BASUDEB SARKAR,SON OF UMESH CHANDRA SARKAR,RESIDING AT 26/35 DUMDUM ROAD, COSSIEPORE, KOLKATA - 700002, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASUDEV SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2025. THAT BASUDEB SARKAR AND BASUDEV SARKA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I,Md Moinaddin Ansari (Old name) S/o-Md Afnan Ali Ansari, Resident at, Vill-Talibpur, Po & Ps-Salar, Dist- Murshidabad, 742402, I have changed my name to Md Moinuddin Ansari (New name) I shall be known as Md Moinuddin Ansari vide affidavit before the Notary at Berhampore on 18/03/2025 Md Moinuddin Ansari and Md Moinaddin Ansari same and one identical person.

**Name Change**

I, Sorifa Khatun (Old name) W/o-Md Afnan Ali Ansari, Resident at, Vill-Talibpur, Po & Ps-Salar,Dist-Murshidabad,742402, I have changed my name to Sarifa Begum (New name) I shall be known as Sarifa Begum vide affidavit before the Notary at Berhampore on 18/03/2025 Sarifa Begum and Sorifa Khatun same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Mushtaque Ahmed (Old Name) son of Abdul Rahim, residing at 10/2H/19, Kabitirtha Sarani, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mushtaque Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Mushtaque Ahmed (New Name) and Md Mushtaque Ahmed (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Md Atiar Rahaman Sardar (Old Name) son of Mangal Sardar, residing at Vill.- Dakshindebipur, P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Atiyar Rahaman Sardar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Atiyar Rahaman Sardar (New Name) and Md Atiar Rahaman Sardar (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, GURUMUKH SINGH (OLD NAME),S/O LATE NIRANJAN SINGH RESIDING AT CHINAKURI 3 PIT COLLIERY ,GURUNANAK GURUDWARA,KULTI ,DIST-PASCHIM BARDHAMAN,PIN-713360,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN GURMUKH SINGH (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ASANSOL ON 19/03/25. GURUMUKH SINGH AND GURMUKH SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, KAMALJEET KOUR(OLD NAME), W/O GURMUKH SINGH RESIDING AT NEAR GURUDWARA,D.P.S COLONY, KULTI ,DIST-PASCHIM BARDHAMAN,PIN-713372,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN KAMALJEET KOUR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ASANSOL ON 19/03/25. KAMALJEET KOUR AND KAMALJIT KOUR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, SWAPAN GAIN(OLD NAME) S/O LATE MANINDRA NATH GAIN,RESIDING AT SHANTINAGAR BALAKA,PO-HRIDAYPUR,PS-BARASAT, DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700127,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KUMAR GAIN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT COURT VIDE AFFIDAVIT NO.3679 ON 16/09/2016. SWAPAN GAIN (OLD NAME) AND SWAPAN KUMAR GAIN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, ARUN BOSE(OLD NAME) S/O LATE ANIL KUMAR BOSE,RESIDING AT SADHAN KANAN,BIDHAN PALLY,MADHYAMGRAM,PS-MADHYAMGRAM,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700129,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR BOSE(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2025. ARUN BOSE (OLD NAME) AND ARUN KUMAR BOSE (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Asit Sardar son of Ram Sardar R/o C-14, Rajdanga Purba Para, Haltu, E.K.T, Kolkata- 700107, declare that my son Ranajit Sardar born at Chittaranjan Seva Sadan, Hospital on 16/04/2014 and his KMC Reg No. I/08/2015 /03661 (Old Reg No. 2672) dt. 16/03/2015, and in my Son's Birth Certificate my name wrongly recorded as Debnath Sardar in place of my actual name Asit Sardar. Both Asit Sardar and Debnath Sardar are same and one identical person in my different name vide affidavit no. 956 Dt. 15/01/2025. in the court of 1st Class Judicial Magistrate, Alipore. If any objection please contact with my Lawer Shyama Prasad Dey Paul, Mob 9051900506 within 7 days.

**Name Change**

I, Vivek Mistry (Old Name) son of Late Birendra Nath Mistry, residing at 349, V.I.P Nagar , Kolkata-700100, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bibek Mistry (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Bibek Mistry (New Name) and Vivek Mistry (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Debabrata Mal S/O Late Manoranjan Mal, declare that my father said name Mooranjan Mal (old name), residing at Vill- Sankarpur, P.S.- Bhagwanpur, P.O.- Bankibheri, East Medinipur, Pin- 721458, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Manoranjan Mal (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 19/03/2025. Manoranjan Mal (new name) and Mooranjan Mal (old name) both are the same and one identical person.

**Name Change**

I, Subal Chandra Patra S/O Late Ganjan Patra, declare that my father said name Ganjan Kumar Patra (old name), residing at Bijaynagar Playground, P.O.- Kazi Para, P.S.- Barasat, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700125, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Ganjan Patra (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 19/03/2025. Ganjan Patra (new name) and Ganjan Kumar Patra (old names) both are the same and one identical person.

**Name Change**

I, Rasida Bibi (Old Name) daughter of Md Ajijar Rahaman Molla, residing at Vill.- Neruli, P.O.- Nimichi, P.S.-Minakhan, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rasida Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 19/03/2025. Rasida Begum (New Name) and Rasida Bibi (Old Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Kumari Pallavi (old name) wife of Mukesh Kumar Sinha, residing at House No. 94, 1/1, Kailash Ghosh Road, Philips Hsg. Colony, P.O- Barisha, P.S- Thakurpukur, Kolkata 700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pallavi Sinha (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata vide affidavit Sl No. 07/2025 dated 18/03/2025. Kumari Pallavi (old name) and Pallavi Sinha (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Achhalima Halsana C/o Moulabox Shaikh Residing at Vill - Bangaljhi, P.o - Bangaljhi, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin- 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Achhalima Halsona. I declare that Achhalima Halsana and Achhalima Halsona is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Raihan Halsana S/o Sajjat Halsona Residing at Vill - Bangaljhi, P.o - Bangaljhi, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin- 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Raihan Halsona. I declare that Raihan Halsana and Raihan Halsona is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Sachindra Nath Majumder (Old Name) S/o Ramani Mohan Mazumder Residing at Narayanpur, Nepalipara, Balurghat, Dakshin Dinajpur, Pin - 733101 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sachindra Mohan Mazumder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 83/2025 Dated 19-03-2025. Sachindra Nath Majumder (Old Name) and Sachindra Mohan Mazumder (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Gnanada Biswas (Old Name) W/o Ratan Biswas Residing at Aistala Suvash Pally, Ranaghat - I, Ranaghat, District- Nadia, Pin - 741201 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Shikha Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 94/2025 Dated 18-03-2025. Gnanada Biswas (Old Name) and Shikha Biswas (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Kalawati Pun W/o Late Natu Ram Pun Residing at 23/21, 22, Taratala Road, CPT Colony, P.o - Brace Bridge, P.s - Taratala, District- Kolkata, Pin - 700088 West Bengal India That I am Non-Matric shall henceforth be known as Sita Pun as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore vide affidavit no 13964 Date 19-02-2025.Kalawati Pun and Sita Pun both as same and one identical person.

**Name Change**

I, Manik Chandra Poria (Old Name) S/o Laxminarayan Poria Residing at Goura, Garuma, District - Paschim Medinipur, Pin - 721146 West Bengal India shall henceforth be known as Maniklal Poria (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 84/2025 Date 19-03-2025. Manik Chandra Poria (Old Name) and Maniklal Poria (New Name) both as same and one identical person.

**Name Change**

I, Parsh Nath Singh (Old Name) S/o Inder Deo Singh Residing at 2 Rai Charan Ghosh Lane, Tiljala, Tiljala S.O, District- Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Paras Nath Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2025. Parsh Nath Singh (Old Name) and Paras Nath Singh (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Saleha Bibi W/o Yakub Ali Khan Residing at Bhagabanpur, P.o - Pakapole, P.s - Polerhat, District - Kolkata, Pin- 700135 West Bengal India shall henceforth be known as Salehar Bibi. I declare that Saleha Bibi and Salehar Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Mohammad Yakub Ali Khan S/o Yar Ali Khan Residing at Bhagabanpur, P.o - Pakapole, P.s - Polerhat, District - Kolkata, Pin- 700135 West Bengal India shall henceforth be known as Yakub Ali Khan. I declare that Mohammad Yakub Ali Khan and Yakub Ali Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Sudarson Bhowmik S/o Late Gourhari Bhowmik Residing at Vill - Mahatpur, P.o - Naranda, P.s - Panskura, District - East Medinipur, Pin- 721139 West Bengal India shall henceforth be known as Sudarshan Bhowmik. I declare that Sudarson Bhowmik and Sudarshan Bhowmik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Narayan Kr Rateria S/o Shree Kishan Rateria Residing at 90 Golaghata Road, Golaghata Samelini Club, South Dum Dum(M), District - North 24 Parganas, Pin- 700048 West Bengal India shall henceforth be known as Narayan Rateria. I declare that Narayan Kr Rateria and Narayan Rateria is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Ijarul Sekh S/o Samsaddin Shaikh Residing at Vill - Dompukur, P.o - Dompukur, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Izarul Shaikh. I declare that Ijarul Sekh and Izarul Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2025.

**Name Change**

I, Shantanu Chatterjee S/o Late Pranab Chattopadhyay, Late Pranab Kumar Chattopadhyay, Late Pranab Kr. Chatterjee Residing at Vill - Dhakuria, P.o - Dhakuria Kalibari, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743245 West Bengal India shall henceforth be known as Shantanu Chattopadhyay S/o Late Pranab Kumar Chattopadhaya as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 82/2025 Date 19-03-2025. Shantanu Chatterjee S/o Late Pranab Chattopadhyay, Late Pranab Kumar Chattopadhyay, Late Pranab Kr. Chatterjee and Shantanu Chattopadhyay S/o Late Pranab Kumar Chattopadhaya both as same and one identical person.

# গন্ডারের সংখ্যার দিক থেকে দেশে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখল বাংলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে গন্ডারের পরিবার। তাদের দেখা না পেয়ে ফিরতে হবে না আর কোনো পর্যটককে। ৫৫ থেকে বর্তমান তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১। দেশ- বিদেশের পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ভ্রমণস্থল গুলোর মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যান, কারন এই গভীর জঙ্গলটি হলো বিলুপ্ত প্রজাতির তালিকায় থাকা এক শৃঙ্গি গন্ডারের অবাধ বিচরণ ভূমি। পর্যটকদের কাছে গরুমারা জঙ্গল ভ্রমণ মানেই অন্যান্য বন্যপ্রাণের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই একশৃঙ্গী গন্ডার দর্শন, এবার সেই স্বচক্ষে গন্ডার দেখার সুযোগ বেড়ে গেল এক ধাপে প্রায় ৬ শতাংশ। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি বনদফতরের ওয়াইল্ড লাইফ শাখার পক্ষ থেকে করা এক গন্ডার গণনার পর উঠে এসেছে এই আকর্ষণীয় তথ্য। পূর্বে এই জঙ্গলে ৫৫ টি গন্ডারের বসবাস থাকলেও সদ্য সমাপ্ত গন্ডার গণনার পর সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই মুহূর্তে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে শিশু সহ পূর্ন বয়স্ক গন্ডার সংখ্যা ৬১, এই প্রসঙ্গে গরুমারা জাতীয় উদ্যান বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকরিক দ্বিজপ্রতিম সেন জানান। একদিকে যেমন গরুমারা জাতীয় উদ্যান বেড়েছে এক শৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা তার সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবারের গন্ডার গণনার পর উঠে এসেছে সেটি হলো গরুমারা জঙ্গলে এই প্রাণীটির বর্তমান লিঙ্গ ভারসাম্য, এই মুহূর্তে ১.৫৯ স্ত্রী গন্ডার প্রতি পুরুষ গন্ডার প্রতি। লিঙ্গ ভারসাম্য বৃদ্ধি পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ন দিক হচ্ছে এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রানীটির অস্তিত টিকে থাকার সম্ভবনা বৃদ্ধি। অন্যদিকে জলদাপাড়ার গন্ডারের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৩১। তৃতীয় বৃহত্তর আবাসস্থল হয়ে উঠল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের পর এত সংখ্যক একশৃঙ্গ গণ্ডারের আবাসস্থল একমাত্র জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যনেই আছে বলে দাবি করেছে বনদফতর। আগে প্রতি দুবছর অন্তর অন্তর গন্ডার শুমারি হত এবং শেষ ২০২২ সালের মার্চ মাসে গন্ডার শুমারি হয়েছিল। এরপর গন্ডার শুমারি হয় ২০২৫ সালে। গত ১২ বছরে যত বারই গন্ডার শুমারি হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ক্রমাণ্বয়ে বেড়েছে গন্ডারের সংখ্যা। গন্ডারশুমারির রিপোর্ট- ২০১৩ সালে গরুমারা অভয়ারণ্যে গন্ডারের সংখ্যা ছিল ৪৩ তা ২০১৫ সালে বেড়ে হয় ৪৯ এবং ২০১৯ সালে তা আরও বাড়ে এবং গন্ডারের সংখ্যা ৫২- তে এসে দাঁড়ায়। ২০২২ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে গন্ডারের সংখ্যা হয় ৫৫ আর এই বছর শুমারিতে দেখা যায় গন্ডারের সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং এখন গন্ডারের সংখ্যা ৬১। বর্তমানে গরুমারায় স্ত্রী-পুরুষ গন্ডারের অনুপাত ১ঃ৫৯। যা আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। গন্ডারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় খুশি বনদফতর।

# ‘হিন্দু- হিন্দু- ভাই ভাই’ নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে ঝগড়া তৃণমূল-বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ বিধানসভা ভোট নাকি ধর্মযুদ্ধ? রামনবমী নিয়ে শুভেন্দুর রণহুঙ্কার থেকে বিজেপির প্রকাশ্যে হিন্দুত্বে হিন্দুত্বের লাইনে প্রচারাভিযানে জোর দেখে এমনটাই বলছেন রাজনীতির কারবারিদের একটা বড় অংশ। ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ছাব্বিশে বিজেপি সরকার চাই’, বিগত কয়েকদিন ধরেই গোটা রাজ্যে ছেয়ে গেছে বিজেপির এই পোস্টার। যা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মত রাখঢাক না রেখে এবার খুল্লামখুল্লা হিন্দুত্বের লাইনে হেঁটেই ভোটের ময়দানে বাজিমাত করতে চাইছে পদ্ম ব্রিগেড। যদিও পক্ষে-বিপক্ষে উঠে আসছে নানা মত। যদিও পোস্টার নিয়ে চাপানউতোর থেকে বিতর্ক দানা বাঁধতেই আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল। তীব্র কটাক্ষবাণ শানিয়েছে পাল্টা পোস্টারে। যা নিয়ে চাপানউতোর তীব্র হলেও একই লাইনেই রয়েছে বিজেপি। ফের হুগলিতে জোরকদমে চলল প্রচার। লেখা হল দেওয়াল। উঠে এল নতুন স্লোগান। হিন্দুদের জোট বেঁধে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করলেন বিজেপি নেতারা। এদিন দাদপুর থানার গোস্বামী মালিপাড়ায় বিজেপির দেওয়া লিখন কর্মসূচি চলল। তাতেই দেখা গেল ‘হিন্দুরা বাঁধো জোট, পদ্মফুলে দাও ভোট’ এর মতো নতুন স্লোগান। স্থানীয় বিজেপি নেতা অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলছেন, সনাতনীরা জেগে উঠেছেন। এটা আমাদের কাছে সৌভাগ্য। কয়েকদিন আগে বাঁকুড়াতেও একই লাইনে দেওয়াল লিখন করতে দেখা যায় বিজেপিকে। তবে বিজেপির নতুন প্রচারাভিযান দেখে খোঁচা দিতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসকদল। ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, গ্যাসে কেন ছাড় নেই?’ ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, কিন্তু বাঙালি পূর্ণমন্ত্রী নাই!’ মঙ্গলবার থেকেই শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান, সল্টলেকে চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে এই পোস্টার। নিচে লেখা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখা কর্তৃক প্রচারিত। একই ছবি দেখা গেছে উত্তরবঙ্গেও। কলকাতার পাশাপাশি মালদায় পড়েছে পোস্টার। কোথাও লেখা, ‘ হিন্দু ভাই ভাই আধার লিঙ্কে ফাইন খাই’, আবার কোথাও লেখা, ‘ হিন্দু- হিন্দু ভাই ভাই গ্যাসে কেন ছাড় নেই’। মালদা শহরের ব্যস্ততম এলআইসি মোড়-সহ একাধিক এলাকায় এই বিতর্কিত পোস্টার নজরে পড়েছে। বিতর্ক চাপানউতোরের মধ্যে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন হুগলির তৃণমূল নেতা রঞ্জন ধারা। খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ওরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে মানে না। ভারতের সংবিধানকে মানে না। তাঁদের মুখে এসব কথা শোনা স্বাভাবিক। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বাংলার বুকে চলে না।

# হঠাৎই বিপদের মুখে পড়ল উত্তরের বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভয়াবহ টর্নেডো

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৯ মার্চ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হঠাৎ দেখা দিল ভয়াবহ টর্নেডো। বিকট শব্দে ঘূর্ণায়মান এই টর্নেডোর ভিডিয়োটিও কেউ দূর থেকে তুলে ফেলতে সক্ষম হন। এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা পোস্ট হওয়া মাত্রেই মুহূর্তে সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, অঙ্ক বিভাগ এবং হোস্টেল-সংলগ্ন মাঠে বিশালাকার এই টর্নেডোটি আছড়ে পড়ে ও আতঙ্ক ছড়ায়। টর্নেডোটি ক্যাম্পাসের মাঠে প্রায় কয়েক মিনিট ধরে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল বলে জানা গেছে। তবে ক্যাম্পাসে সে সময়ে পরীক্ষা চলায় বেশিরভাগ পড়ুয়াই ছিলেন ক্লাসরুমে। সেই কারণে কোনো প্রাণহানি তো হয়নি, ক্ষয়ক্ষতির ঘটনাও ঘটেনি বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। টর্নেডোটি নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া? এদিকে আচমকা শহরের বুকে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টর্নেডো আছড়ে পড়তে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ক্যাম্পাসের কর্মচারীরা এবং আশেপাশের বাসিন্দারাও। অনেকেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে টর্নেডোর ছবি ও ভিডিয়ো তুলতে থাকেন, যা পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অধ্যাপকেরা সতর্ক করেছেন, টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ছবি বা ভিডিয়ো তোলাও বিপজ্জনক হতে পারে। তাঁদের পরামর্শ, টর্নেডো দেখলে তা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে কোনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা জানান, টর্নেডোর সময়ে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা চলায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ক্লাসরুমে ছিলেন। এটা তাঁদের সৌভাগ্যই বলা যায়। যদি তাঁদের কেউ মাঠে থাকতেন, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারতো। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সতর্কতা অবলম্বন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বানও জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে।

# ঈদে ফেরার কথা ছিল, পাঞ্জাবে প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের! শোকাহত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ অভাবের সংসার। উপার্জনের তাগিদে পাড়ি দিয়েছিলেন ভিন রাজ্যে। ঈদে বাড়ি ফেরারও কথা ছিল। কিন্তু, তার আগেই সব শেষ। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। শোকের ছায়া মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা সরকার পাড়ায়। এই গ্রামেই আদি বাড়ি রমজান আলির (৩৫)। কিন্তু, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় প্রায় ছয় মাস আগে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে পাঞ্জাবে কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন রমজান। সেখানে বাইকে ট্রলি লাগিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিক কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে পরে সেগুলি বিক্রি করতেন। এই কাজ করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল তাঁর। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও কাজে বেরিয়েছিলেন ওই যুবক। কিন্তু, কে জানতো আর বাড়ি ফেরা হবে না তাঁর। ফ্লাইওভারের উপরে আচমকা পিছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে তাঁকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। দেশের বাড়িতে খবর যেতেই শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। এদিকে রমজানের দেহ কীভাবে ফেরানো হবে তা ভেবেই চিন্তায় পড়ছে পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, বাড়িতে রমজানকে নিয়ে চার ভাই। রমজান ছিল বাড়ির সেজো ছেলে। কিন্তু, সকলেরই আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। এক ছটাক জমিও নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলেন রমজান। সেখানে কাজ করে যে

উপার্জন হবে তা দিয়ে ঋণ মেটানোর কথা ছিল। দাদাকে হারিয়ে শোকে কাতর ভাই সহরাফ আলি। তিনি বলছেন, দাদা ঈদে ফিরবে বলেছিল। ফোনে জানিয়েছিল বাড়িতে আসার কথা। কিন্তু, তারমধ্যে এটা হয়ে গেল। আমাদের তো দেহ আনার মতোও অর্থ নেই। কীভাবে ওখান থেকে দেহ নিয়ে আসব তা ভেবে পাচ্ছি না।

# গ্রামবাংলার লোক সংস্কৃতির অঙ্গ চড়কপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ মার্চ ঃ চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান চড়ক পুজো। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গম্ভীরা পুজো, শিবের গাজন, নীল পুজো নামে চড়ক পুজোর আচার পালন করা হয়। এই পুজোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখা যায় তা হল দৈহিক যন্ত্রণা। এই বিষয়টিকেই পুজোর এক বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করা হয়। চড়কপুজোর উদ্যোক্তা রামপদ হাওলাদার জানান, ১৪৮৫ সালে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা চড়কের পুজোর প্রচলন করেন। যদিও রাজ পরিবারের লোকেরা এই পুজো শুরু করতেন। তবে চড়ক পুজো কখনোও রাজবাড়ির পুজো ছিল না। এটি ছিল এক প্রচলিত লোক সংস্কৃতি। চড়কপুজোর উদ্যোক্তা জানান, আজও গ্রামবাংলার বিশেষ পুজো হল এই চড়ক পুজো। চড়কপুজোর আগে এখনোও বাড়িতে বাড়িতে শিবের মূর্তি নিয়ে ঘুরতে হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢাকের তালে গান-বাজনা করা হয়। এরপর মূর্তিতে তেল, সিঁদুর দেওয়া হয়। এছাড়া ভোগ দেওয়া হয় জল, বাতাসা ও চিনির।

# আমবাগান থেকে উদ্ধার নিখোঁজ গৃহবধূর মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ মার্চ ঃ দু'দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার এলাকারই আমবাগান থেকে পাওয়া গেল নিখোঁজ ওই গৃহবধূর মৃতদেহ। ঘটনায় এখনও অবধি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার গাংনাপুর থানা এলাকায়। মৃতার নাম নমিতা বাইন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার বাড়ি গাংনাপুর থানার দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনগর এলাকায়। গত ১৭ তারিখ সোমবার থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না মধ্যবয়সী নমিতাকে। মুঠোফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবারও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে আটক করে। তাকে জেরা করে বুধবার ভোর চারটে নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

# হাওড়ায় হোমস্ট ‘ গঙ্গা বিতান’ পর্যটকদের নতুন ঠিকানা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মার্চ ঃ ‘এসো আমার ঘরে এসো ’। এই ট্যাগ লাইন দেখা গেল হাওড়ার ‘একটি হোমস্টে ’ - তে। ‘এসো আমার ঘরে এসো’ , এই ট্যাগ লাইন ব্যবহার করে পর্যটকদের আহ্বান জানাচ্ছে ‘হোমস্টে’ । রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে পর্যটন কেন্দ্র গুলিকে সহায়তা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের সহায়তায় হাওড়ায় একটি ‘হোমস্টে ’ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে উলুবেড়িয়া মহকুমায় হুগলি নদী তীরবর্তী বেলাড়ি - তে । এই ‘হোমস্টে’- র নামকরণ করা হয়েছে ‘গঙ্গা বিতান’ । সাজানো - গোছানো মনোরম এবং দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে ছুটে আসছেন রাজ্য তথা রাজ্যের বাইরের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকেরা। বর্তমানে রাজ্য সরকার ভ্রমণ বিলাসীদের মনোরঞ্জন ও বেড়ানোর জন্য নতুন নতুন জায়গার সন্ধান দিচ্ছে। সরকারি -অসরকারি- ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলিকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ‘হোমস্টে’ - র শিরোপা দিয়েছে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বেলাড়ি - তে হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে ‘গঙ্গা বিতান’ নামকরণে একটি ‘হোমস্টে ’ । পঁচিশ বিঘা জমি জুড়ে গড়ে ওঠা এই হোমস্টে - তে রয়েছে নারিকেল, পাম, খেজুর, বট সহ নানান প্রজাতির গাছ আছে। আর আছে দশটি সুদৃশ্য কটেজ। এই কটেজ গুলির বেশির ভাগ কটেজে রয়েছে নিজস্ব সুইমিং পুল। ‘গঙ্গা বিতান’ -এর ‘হোমস্টে’ মালিক যিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস বলেন, দশ বছর আগে আমি মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য একটি টালি কারখানাকে ডেভেলপ করেছিলাম। পরে এই জায়গায় বিভিন্ন পেশার মানুষজন এসে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কটেজ করেছেন । তিনি এও বলেন, রাজ্য সরকার এই কাজে উৎসাহ দিতে দু ’ দফায় এক লাখ টাকা দিয়েছে । এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এখানে এ ধরণের ‘হোমস্টে ’ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা এই বিধানসভা এলাকার বিধায়ক পুলক রায় ।

# জাল নোট পাচারে ৫ বছর সাজা মহিলার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ মার্চ ঃজাল নোট পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল এক মহিলা। জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে মামলা চলছিল। সেই মামলায় বুধবার সাজা ঘোষণা হল। দোষী মহিলাকে পাঁচ বছরের সাজা শোনালো আদালত। জানা গেছে, জাল নোট পাচারে এই প্রথম ওই আদালতে মহিলার সাজা ঘোষণা হল। জানা গেছে, ২০১১ সালের ১১ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিল সাজ্ঞিমা খাতুন নামে বছর ৩০-এর ওই মহিলা। ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সে ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশের তাঁকে দেখে সন্দেহ হয়। তাঁকে আটক করে শুরু হয় তল্লাশি। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় প্রায় চার লক্ষ জাল টাকা। ওই মহিলার বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার পুরাতন বাবুপাড়াতে। এরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ওই মহিলা দীর্ঘ সময় ধরে জাল নোট কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে। সেই কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। তিন বছরের বেশি সময় ধরে বিচারক অনীলকুমার প্রসাদের এজলাসে ওই মামলার শুনানি চলে। বুধবার বিচারক ওই মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। না দিলে অনাদায়ে আরও ছ'মাস জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আদালতের সরকারি আইনজীবী রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই প্রথম জাল নোট পাচার কাণ্ডে ওই আদালতে কোনও মহিলার সাজা ঘোষণা হল।

# আব্দুল মান্নানকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করলো জেলা তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ মার্চ ঃ চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নানকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করলো জেলা তৃণমূল। বুধবার কোচবিহার জেলা তৃনমুল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষনা করেন জেলা তৃনমুল সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। আব্দুল মান্নান দিনহাটা-১ ব্লকের আটিয়াবাড়ি -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। সেই জায়গা থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। অন্যদিকে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা কে বুধবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল দিনহাটা মহকুমা আদালত । এই বিষয়ে দিনহাটা মহকুমা আদালতের সরকারী আইনজীবী শুভব্রত বর্মন বলেন এদিন আব্দুল মান্নান - এর জামিন এর আবেদন নাকচ করে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

**e-Tender Notice**

eTender Notice No. – SGP/14/ 15th CFC/2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_828870_1 Dated 19/03/2025, eTender Notice No. – SGP/14/15th CFC/2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_828870_2 Dated 19/03/2025 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from 19/ 03/2025 to 26/03/2025, For further details visit the website http://wbtenders.gov.in

**Sd/-Pradhan**
**Sribati Gram Panchayat**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/Sharee/NIQ1/24-25(1st Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible bidder for Supply Best Quality Printed Cotton Sharee for distribution in Id-Ul-Fitter at Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_828614_1, Publish Date: 20/03/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 19/03/2025 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date(Online): 25/03/2025 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**

# শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ মার্চ ঃ এবার খোদ জঙ্গলে আগুন লাগাল বন দফতর। বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে দেখা গেল এমন চিত্র। কি কারণে আগুন লাগাল বন দফতর? জানলে আপনি অবাক হবেন। শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা শিবির ও মক ড্রিলের আয়োজন ছাতনা বন দফতরের। বাঁকুড়া জেলা উত্তর বন বিভাগের অন্তর্গত ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জের উদ্যোগে ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড নেচার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ফরেস্ট ফায়ার অ্যাওয়ারনেস উইথ মক ড্রিল। সম্প্রতি শুশুনিয়া পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। টানা ২৪ ঘন্টা শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুনের লেলিহান শিখা দাপিয়ে বেড়ানোর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে বন দফতরের কর্মীরা। তাই যাতে শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন আর না লাগে এবং আগুন লাগলেও কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত তার সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব সেই নিয়েই আজ এই বিশেষ আলোচনা ও জরুরি পরিস্থিতি বা ঘটনার জন্য আগে থেকে কীভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মানুষজন সেই পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করবে তা জানাতে বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় শুশুনিয়া পাহাড়ে।

**Rajakata Gram Panchayat**
**P.O.- Dhagara Dist- Bankura**

The Pradhan, Rajakata Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, **e-NIT No. 04/ 5 th SFC (Untred)/ 2024 - 2025, e-NIT No. 09/15 th CFC (Tied)/2024-2025 & e-NIT No. 06/15 th CFC(Untied)/2024 - 2025. Dated: 19/03/ 2025**. All information available **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Pradhan Ragakata Gram Panchayat**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

টেন্ডার নং ঃ এডিইই-কনফারেন্স হল-২৫-০১, তারিখ ১৮.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা ১৪.০৪.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** “দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জোনাল হেডকোয়ার্টারের অফিসারের জন্য (জি + ১) নতুন কনফারেন্স হল নির্মাণ” সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৫,৮৭,৬০৫.৩৪ টাকা তৎসহ প্রযোজ্যমতো জিএসটি। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য (জিসিসি- ২০২০ অনুযায়ী ই-টেন্ডারের জন্য)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৪.০৪.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1246)

**E-Tender Notice**

e-Tenders are invited for Toilets under RIDF fund & Building Repairing works, under MA&ME fund in N.I.e.T. No.-06(2nd Call) & 07 (2nd Call), Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **24/03/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

**Sd/- Block Development Officer**
**Hariharpara Dev. Block.**

**Office of the SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT**
**NARIKELBARI, SOMPARA, MURSHIDABAD**
**(under Beldanga-II Development Block)**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
**No: 05/Sompara-I GP/2024-25**

The Prodhan Sompara-I Gram Panchayat invites e-tender for total 6(Six)Nos. different works. Last date of submission of Bid Online **up to 17:00 Hrs. on 26-03-2025**. Date of Opening of Tender on **28- 03-2025 at 17.00 Hrs**. for other details visit website-**https:// wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P.

**Sd/- Prodhan**
**Sompara-I Gram Panchayat**

**বিজ্ঞপ্তি**

আমি রঙ্গীনা বিবি- স্বামী সেখ জেলহজ
ঠিকানা- গ্রাম- নতুন গ্রাম-পোঃ- পাঁচশোয়া
থানা- বোলপুর জেলা- বীরভূম
প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট বোলপুর কোর্টের তাং-১১।০৩।২৫ -তে- affidavit দ্বারা রঙ্গীনা বিবি থেকে নূরনেহার বিবি নামে পরিচিত হলাম। রঙ্গীনা বিবি ও নূরনেহার বিবি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**CORRIGENDUM NOTICE**

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/ CP/e-NIT-161/2024-25.** Bid submission closing date (Online) - **28/03/2025** instated of **17/03/2025** and Bid Submission opening date (Online) **03/04/2025** instated of **19/03/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

**Sd/- Chairperson**
**Dankuni Municipality**

**OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY**
**HOWRAH**
**TENDER NOTICE**

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-197/EO, JBPUR, Dated-13.03.25**
06 NOS OF WORKS(BEUP)

**SD/-**
**Executive officer**
**JB PUR Panchayet Samity**
**Munshirhat, Howrah**

**GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT**
**Gopalnagar (Hattala)**
**P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly**
**Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in**
**NOTICE INVITING e-TENDER: 37/GGP, Date: 18/03/2025**
**NOTICE INVITING e-TENDER: 38/GGP, Date: 18/03/2025**
**NOTICE INVITING e-TENDER: 39/GGP, Date: 18/03/2025**

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/ Suppliers having Credentials (in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 8 (Eight) different works. Source of Fund: CFCBG (Tied) & 5th SFC Tied & Untied. Last date of Bid Submission (online): **24.03.2025 at 10.00 am.** Date of Opening of Bid (Online): **26.03.2024 10.00 am.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.** or visit office of the undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**Gopalnagar Gram Panchayat**

**Office of the councilor**
**Dhuliyan Municipality**
**P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad**
**Notice Inviting E-tender**

**Ref: 1.DHLYN/HFA/17/2024-2025**
**DHLYN/Traffic/14/2024-2025(2nd Call)**

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: 07.04.2025 up to 18.00 PM. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

**Sd/- Chairman/EO**
**Dhuliyan Municipality**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-Tender for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-22/24-25**
Name of work : **Improvement of filtered water supply by laying of New 200 MM. DIA. M.S. Pipe from 10/1 to 13 C.N.Roy Rd. in Ward no. 66.** Estimated Amount : **₹ 2,99,404.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **09 days**.

**(2) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-23/24-25**
Name of work : **Restoration of leaks of 100 MM. & 150 MM. DIA. S/Mains near 18 Tiljala Ln, 30/20 Sapgachi 2nd Ln, 44 C.N.Roy Rd. & other different spots in Ward No. 66.** Estimated Amount : **₹ 2,47,296.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **12 days**.

**(3) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-24/24-25**
Name of work : **Enhancement of filtered water pressure of 100 MM. & 150 MM. DIA. S/Mains near 4 Tiljala Rd, 2/2 Chowbagha Rd, 12/4 Topsia Rd. and different spots in Ward No. 66.** Estimated Amount : **₹ 2,48,462.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **12 days**. Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **27.03.2025 - 1 p.m./29.03.2025 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in.** & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3)

**(4) NIT No. : KMC/WS/WEST/W-76/T-10/2024-25**
Name of work : **Development of filtered water supply by laying new 100.0 MM DIA D.I. Pipe near 8, 6B, 4A etc. Satya Dr. Rd. and adjacent areas in Ward No. 76.** Estimated Amount : **₹ 2,42,199.00.** Earnest Money: **₹ 4,850.00**. Period of Completion: **18 days**. Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **03.04.2025 at 11 a.m./05.04.2025 at 11 a.m.**

**(5) NIT No. : KMC/WS/W79-22/T-75/24-25**
Name of work : **Augmentation of F.W supply at 55/H/8 and 37 Hossain Shah Road in Ward No. 79.** Estimated Amount : **₹ 1,60,870.00.** Earnest Money: **₹ 3,250.00**. Period of Completion: **10 days**.

**(6) NIT No. : KMC/WS/W79-20/T-73/24-25**
Name of work : **Development of F.W supply at 37A, 13, 9, 5 etc. Hossain Shah Road by laying of 150 MM DIA. D.I. Pipe from B.K. Road and remount road junction to Hossain Shah Road along B.K.Road in Ward No. 79.** Estimated Amount : **₹ 4,42,510.00.** Earnest Money: **₹ 8,850.00**. Period of Completion: **18 days**.

**(7) NIT No. : KMC/WS/W79-21/T-74/24-25**
Name of work : **Augmentation of F.W Supply at 57 and 55/H/17 Hossain Shah Road in Ward No. 79.** Estimated Amount : **₹ 2,07,589.00.** Earnest Money: **₹ 4,200.00**. Period of Completion: **10 days**. Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **05.04.2025 at 11 a.m./07.04.2025 at 11 a.m.** (for Sl. No. 5 to 7). The bid forms and other details are available from the website: **http://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 4 to 7)

The **Executive Engineer(E)/(Water Supply)/ MGPS&WPS, KMC** invites e-Tender for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/WSQ/04/2024-25 (1st Call)**
Name of work : **Repairing, Servicing & Overhauling 4 nos HT switch gear at Watgunge Water Treatment Plant.** Estimated Amount: **₹ 1,23,947.20.** Earnest Money: **₹ 2,500.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and time for Submission of Bid (Online) : **07.04.2025 up to 2 p.m.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/TKG/02/2024-25 (1st Call)**
Name of work : **Dismantling, Fault identification and assembling of vertical wilo make VMF 19 C pump (2 Stage), 740M3/HR, 27M, 740 RPM pump unit No. 2 at Tuktaghat raw water intake pumping station.** Estimated Amount: **₹ 2,53,005.00.** Earnest Money: **₹ 5,070.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and time for Submission of Bid (Online) : **08.04.2025 up to 1 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 2)

The **C.M.H.O. (Health Department), KMC** invites quotation online item rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/CMHO/33/2024-25 Dated: 19.03.2025**
Name of work : **Procurement of Double Distillation Plant for Central Laboratory (Food).** Estimated Value: **₹ 1,50,000.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Last Date of submission of Bid : **29.03.2025 till 2 p.m.** The other details are available on and from **21.03.2025 from 6 p.m.**

**(2) NIT No. : KMC/CMHO/34/2024-25 Dated: 19.03.2025**
Name of work : **Procurement of Analytical Balance for Micro lab of Central Laboratory Food.** Estimated Value: **₹ 2,75,000.00.** Earnest Money: **₹ 5,500.00**. Last Date of submission of Bid : **07.04.2025 till 3 p.m.** The other details are available on and from **25.03.2025, 6 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 2)

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EEBS/HQ/141/24-25/314 (1st Call)**
Name of work : **Beautification with creation of Greenery at surrounding places of pay and use toilet at Garden Reach Hospital in Ward No. 141, Br.-XV.** Estimated Amount (including GST & LWC): **₹ 3,63,576.03.** Earnest Money: **₹ 7,500.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last Date and time of submission of bid : **03.04.2025 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **05.04.2025 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.03.2025 (11 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in.**

**CORRIGENDUM**

Tender Notice published in this Newspaper on **06.03.2025** (Key No. 1450/24-25) of **Water Supply (CBPS) Department** (Sl. No. 3) NIT No. should be read as **KMC/WS/RKC/L/24-25** instead of NIT No. KMC/WS/TOPSIA/L/24-25/04 other matter will remain unchanged. **(1504/24-25)**

# ‘ওয়াংখেড়েতে আমাদের দলের রং ছাড়া অন্য রং দেখতে চাই না’

**মুম্বই, ১৯ মার্চঃ** মুম্বই ইন্ডিয়াঙ্গে রোহিত শর্মার আসনে যখন হার্দিক পান্ডিয়া বসলেন, সেই সময় থেকেই যেন রে রে করে উঠেছিলেন মুম্বইয়ের অনুরাগীরা। যে ক্যাপ্টেন দলকে ৫টা আইপিএল ট্রফি জিতিয়েছেন, তাঁকে কী ভাবে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? কোনও মতেই মেনে নিতে পারেননি এমআইয়ের ভক্তরা। যে কারণে মুম্বই গত বছর ভালো পারফর্ম করতে না পারার জন্য বেশির ভাগ দায়টাই হার্দিকের উপর দিয়েছিলেন ফ্যানরা। গত বছরের আইপিএলের সময় কখনও কখনও হার্দিককে প্রবল কটুকথাও শুনতে হয়েছিল। তারপর তাঁর জীবন বদলে যায়। ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর হার্দিকের ভাগ্য ফেরে। যত গঞ্জনা শুনেছিলেন আইপিএলের সময়, ততটাই ভালোবাসা ফিরে পান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর। নতুন মরসুম শুরু হওয়ার আগে যে কারণে হার্দিকের সামনে গত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। পাশাপাশি ভক্তদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে বলা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কী বললেন হার্দিক? আইপিএলের গত মরসুমের তিক্ত স্মৃতি থাকলেও, তা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এই প্রসঙ্গে দেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘‘গত মরসুমটা কঠিন ছিল। পাশাপাশি বিনোদনমূলকও ছিল। আমি বরাবর নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। বরাবর নিজেকে মোস্ট ভ্যালুয়েবেল প্লেয়ার ভাবি। যদি আমি নিজের অলরাউন্ড ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারি, তা হলে দলের ভালো হবে।’’ এ বারের আইপিএল শুরু হওয়ার

আগে ফ্যানদের জন্য একটা কথাই বলতে চেয়েছেন মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন হার্দিক। তাঁর কথায়, ‘‘আমি যখন ব্যাটিং করতে যাব, আমার জন্য গলা ফাটাবে, যখন আমি ছয় মারব, সেই সময় আমার হয়ে গলা ফাটাবে। যে সময় টস করতে নামব, সেই সময় সকলে চিয়ার করবে। আমি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আমাদের দলের রং ছাড়া আলাদা রং দেখতে চাই না। ফ্যানদের কাছে এটাই আমার উইশ।’’ এদিকে আইপিএলের নতুন মরসুম শুরু হওয়ার আগেই মুম্বই ইন্ডিয়াঙ্গের জন্য বিপত্তি। এ বারের আইপিএলে মুম্বই প্রথম ম্যাচে পাবে না অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে। কিন্তু কারণ কী? এই পরিস্থিতিতে আরও যে প্রশ্নটা সকলের মনে ঘুরছে, তা হলে হার্দিকের অনুপস্থিতিতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে নেতৃত্ব দেবেন কে? কেন এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না হার্দিক পান্ডিয়া? আসলে গত বছরের আইপিএলে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচে (১৭ মে, ২০২৪) স্লো ওভার রেটের কারণে শাস্তি পেয়েছেন হার্দিক। এক মরসুমে ৩টি ম্যাচে স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেলে ৩০ লক্ষ টাকা ও এক ম্যাচ নির্বাসনের শাস্তি পান নিয়ম ভাঙা দলের অধিনায়ক। আর যেহেতু গত মরসুমে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচে স্লো ওভার রেটের ঘটনা ঘটেছিল, তাই নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচে সেই শাস্তির মুখে পড়লেন হার্দিক। আপাতত এক ম্যাচ নির্বাসিত হার্দিক। তাই ২৩ মার্চ চিপকে মুম্বই ইন্ডিয়াঙ্গের হয়ে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদবকে। ১৮তম আইপিএল শুরু হওয়ার আগে প্রি-সিজন কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়াঙ্গের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া এবং হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। সেখানে হার্দিককে প্রথম ম্যাচে না খেলতে পারা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘এই বিষয়ে (স্লো ওভার রেটের জন্য এক ম্যাচ নির্বাসিত) আমার হাতে নিয়ন্ত্রণ নেই। গত বছর যেটা হয়েছে, সেটা খেলারই অঙ্গ। মনে হয়, সেই ম্যাচে আমরা শেষ ওভারে ১ বা ২ মিনিট দেরিতে বল করেছিলাম। তখন অবশ্য এই নিয়ম নিয়ে জানতাম না আমি। তারপর জানতে পারি কী হবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু, নিয়ম যখন এটাই বলছে, তাই আমিও সেটাই মানব। আর এ বছর এই নিয়ম থাকবে নাকি থাকবে না, এটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর উপর নির্ভর করছে। তারা এ বিষয়ে ভালো কোনটা হবে, তা নিয়ে ভাবতেই পারে।’’

## ‘এবারের আইপিএলে যে কোনও দল তিনশো রান তুলতে পারে’, ভবিষ্যদ্বাণী শুভমানের

**গান্ধীনগর, ১৯ মার্চঃ** চলতি মরশুমেই আইপিএলে তিনশো রান তুলতে দেখা যাবে কোনও না কোনও টিমকে। এমনটাই অনুমান করলেন গুজরাত টাইটানসের অধিনায়ক শুভমান গিল। ক্রিকেট বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে রান তোলার ধরন, ব্যাটসম্যানদের খেলার কৌশল। বাদ নেই আইপিএলও। এই টুর্নামেন্ট ফি-বছর নতুন নতুন রেকর্ড আর তারকাদের সামনে আনছে। সবকিছুর মূলে বেশ কিছু নিয়মকানুনে বদলের ছাপ লক্ষ্য করছেন শুভমান। তিনি বলেন, ‘‘খেলার গতি আজ এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে, যাতে করে মনে হচ্ছে যে কোনও দলের পক্ষে তিনশো রান তোলাটা তেমন অসম্ভব কিছু নয়। গত বছর অনেকেই কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল। একবার নয়। বেশ কয়েকবার। আসলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম আইপিএলকে আরও বেশি আকর্ষক, উত্তেজক করে তুলেছে।’’ এরপর তিনি

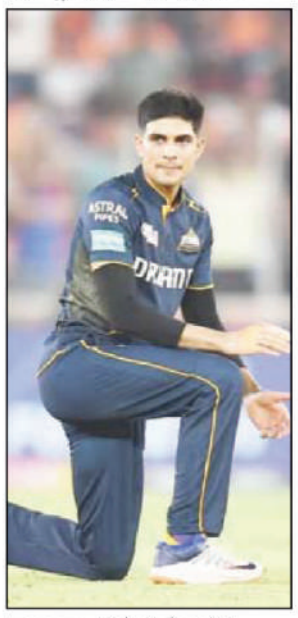

জুড়েছেন, ‘‘এই টুর্নামেন্টের সবচাইতে ভাল দিক হচ্ছে, প্রতিদিন এখানে নতুন নতুন তারকার জন্ম হয়।’’ উল্লেখ্য, গত বছর আইপিএলে বেশ কয়েকটি দল বড় রান তুলেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পাঞ্জাব কিংসের নাম। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে পরে ব্যাট করতে নেমে ২৬১ রানের টার্গেট তারা ৮ বল বাকি থাকতে হাসিল করে। পাশাপাশি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তুলেছিল ২৮৭ রানের প্রকাণ্ড স্কোর। গড়েছিল সর্বাধিক রানের রেকর্ডও। এ ছাড়া দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে-তে কোনও উইকেট না খুইয়েই হায়দরাবাদ করেছিল ১২৫ রান। যা আইপিএলের ইতিহাসে আরও এক নজির। এরই বিশ্লেষণে শুভমান বলেন, ‘‘আইপিএল মানেই পর্দার আড়ালে থাকা ক্রিকেটারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। টুর্নামেন্টের বিশেষ গড়ন, একের পর এক ম্যাচ, ঘুরেফিরে খেলা-খেলোয়াড়দের প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত রাখে। ক্রমাগত জিততে থাকা টিম ইতিবাচক থাকে। যার ফলে তারা তিন, চার কিংবা পাঁচটি ম্যাচ জিতে নেওয়া অসম্ভব নয়। যদিও চোট-আঘাতে সেই জয়ের ধারা মাঝেসাঝে বাধা পেতে পারে।’’ উল্লেখ্য, এবারের আইপিএলে গুজরাত টাইটানস তাদের জার্নি শুরু করছে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দল।

## ‘ওর না থাকা বড় চ্যালেঞ্জ’

### আইপিএল শুরুর আগে বুমরাকে নিয়ে বিরাট আপডেট এমআই কোচের

**মুম্বই, ১৯ মার্চঃ** অঙ্ক বড়ই কঠিন- কিন্তু উপায় তো বের করতেই হবে। আইপিএল শুরু হতে আর দেরি নেই। এর মাঝে ধাক্কা খেয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়াকে পাওয়া যাবে না। গত মরসুমে ৩ ম্যাচ স্লো ওভার রেটের কারণে শাস্তি হিসেবে এক ম্যাচ নির্বাচিত হার্দিক। আর সেটা এ বারের ২৩ মার্চে সিএসকে বনাম মুম্বই ম্যাচে। এ তো গেল ক্যাপ্টেন সমস্যা। যদিও মরসুম শুরুর আগে প্রেস কনফারেন্সে হার্দিক জানিয়ে দিয়েছেন প্রথম ম্যাচে তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এর পাশাপাশি মুম্বইয়ের বড় চ্যালেঞ্জ জসপ্রীত বুমরার না থাকা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলের তারকা পেসারকে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। বুমরা কতটা ফিট? মাঠে ফিরবেন কবে? এই প্রশ্ন আসতেই মুম্বই কোচ মাহেলা বলেন, ‘‘জসপ্রীত বুমরা এখন এনসিএতে (জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি) রয়েছে। ওর উন্নতি হচ্ছে। তবে ওর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক কী হয়। কী প্রতিক্রিয়া পাই ওকে নিয়ে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। দিন দিন ও ভালোর দিকেই এগোচ্ছে। আশা করি ও তাড়াতাড়ি দলের সঙ্গে যোগ দেবে। ওকে না পাওয়াটা সত্যিই বড়

চ্যালেঞ্জ। ও বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার। ও আমাদের জন্য বছরের পর বছর ধরে অন্যতম সেরা অস্ত্রের ভূমিকা পালন করেছে।’’ জসপ্রীত বুমরার বদলি খোঁজা বড়ই কঠিন। তাই আইপিএল শুরুর আগে অঙ্ক মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে হার্দিকের টিম। বুমরা না থাকা মানে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনও বোলার একাদশে জায়গা পাবেন। এই প্রসঙ্গে মাহেলা বলেন, ‘‘এ বার এটাকে এই ভাবে দেখতে হবে যে, ও নেই মানে অন্য কেউ ওই জায়গায় সুযোগ পাবে। আমাদের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। দেখা যাবে কার যোগ্যতা কতটা। এভাবেই বিষয়টা দেখি আমি। দেখা যাক বিষয়টা কেমনভাবে এগোয়।’’

## ক্রিকেট প্রশিক্ষণে বিপ্লব আনতে ডিজিটাল কোচিং টিউটোরিয়াল চালু করল ‘ই-অ্যাথলিড’

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** ক্রিকেটের ব্যাকরণ ও আইন-কানুন-উঠতি খেলোয়াড় ও উৎসুক কোচদের সমস্তকিছু হাতে ধরে শেখানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকল্প চালু করল ‘ই-অ্যাথলিড’। যারা আদতে শ্রাচী স্পোর্টসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। আজ এই উদ্যোগের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। এনসিএ অনুমোদিত এই সিরিজের নাম রাখা হয়েছে ‘মহাগুরু কা মাস্টাক্লাস’। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের মাথায় রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল। তাঁর নির্দেশেই কোচিংয়ের ম্যানুয়াল ও ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণের নকশা রচিত হয়েছে। শ্রাচী স্পোর্টসের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ পাটিল স্বয়ং। পাশাপাশি দীনেশ নানাবতী, জি শোআউটের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচদেরও আলোচনায় অংশ নিতে দেখা যায়। এই ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সিরিজটি বিন্যস্ত করা হয়েছে দশটি পর্বে। যার মধ্যে চারটি পর্ব থাকবে উইকেট কিপিং সংক্রান্ত। এর দায়িত্বে রয়েছেন দীনেশ নানাবতী। তাঁর কাজ ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে চার পর্বের মডিউল। এর শীর্ষে রয়েছেন গৌতম

সোম। ফিটনেস বিশেষজ্ঞ রাহুল পট্টবর্ধনের অধীনে পরিচালিত হবে শারীরিক সুস্থতা সংক্রান্ত দুটি পর্ব। অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিষয়ে বলতে গিয়ে সন্দীপ বলেন, ‘‘ক্রিকেট ভারতে স্রেফ খেলা নয়। তারও অতিরিক্ত কিছু। তা সত্ত্বেও কোচিং এদেশে অনিয়ন্ত্রিত রয়ে গিয়েছে। যথাযথ সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করতে নামেন খুব কম সংখ্যক কোচ। এনসিএ প্রতি বছর হাতেগোনা প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে। যেখানে তিন থেকে পাঁচজন কোচ অংশগ্রহণের সুযোগ পান। আমাদের এই উদ্যোগ কোচিংকে আরও প্রসারিত ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে পারে।’’ এর পাশাপাশি দীনেশ নানাবতী কোচিংয়ের মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, ‘‘আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করেন। অথচ অধিকাংশ অ্যাকাডেমির হাল খুব খারাপ। তরুণ ক্রিকেটাররা কি সঠিক টেকনিক শিখছেন? তাঁদের দায়িত্বে থাকা কোচেরা কি ঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন? আমাদের এই ডিজিটাল সিরিজ দেশের কোচিং মানচিত্রে রূপান্তর আনতে পারে।’’

## সুইস ওপেন ২০২৫-এর দ্বিতীয় রাউন্ডে গায়ত্রী-তৃষা

**বাসেল, ১৯ মার্চঃ** ভারতের মহিলা জুটি গায়ত্রী গোপীচাঁদ এবং তৃষা জলি সুইজারল্যান্ডের বাসেলে চলমান সুইস ওপেন ২০২৫ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। মঙ্গলবার অলিম্পিকস ডটকম-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় এই জুটি সুইজারল্যান্ডের অ্যালিন মুলার এবং নেদারল্যান্ডসের কেলি ফান বুইটেনকে ৩২ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৬, ২১-১৭ স্কোরে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে তাদের প্রতিপক্ষ হবেন জার্মানির সেলিন হুবশ এবং আমেলি লেহমান। চতুর্থ বাছাই গায়ত্রী এবং তৃষা বাসেলে মহিলা জুটি ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন। কারণ, প্রিয়া কোঞ্জেংবাম-শ্রুতি মিশ্র এবং বর্ষিনী বিশ্বনাথ শ্রী-আরতি সারা সুনিল প্রথম রাউন্ডে হেরে গেছেন। প্রিয়া-শ্রুতি জুটি তুরস্কের বিশ্বে ৬১ নম্বরে থাকা নাজলিকান ইনচি এবং বেঙ্গিসু এরচেতিনের কাছে ২১-১১, ২১-১৯ স্কোরে পরাজিত হয়েছেন। অন্যদিকে, বর্ষিনী-আরতি জুটি নেদারল্যান্ডসের ডেবোরা জিলে এবং ডেনমার্কের সারা থাইগেসেনের কাছে ২১-১৩, ২১-১৩ স্কোরে হেরেছেন। অন্যদিকে, পুরুষ এককে ভারতীয় শাটলার আয়ুষ শেট্টি এবং এস শঙ্কর মুথুসামী সুব্রামণিয়ান বি ডব্লিউ এফ সুপার ৩০০ টুর্নামেন্টের মূল ড্রতে জায়গা করে নিয়েছেন। বিশ্বে ৪৪ নম্বরে থাকা আয়ুষ শেট্টি প্রথম কোয়ালিফায়ারে ইংল্যান্ডের ১৬১ নম্বর শাটলার চোলান কায়ানকে ২১-১২, ২১-১৫ স্কোরে ৪২ মিনিটে হারিয়েছেন। এরপর তিনি ফ্রান্সের বিশ্বে ৪০০ নম্বরে থাকা রাফায়েল গ্যাভিওসকে মাত্র ২৩ মিনিটে ২১-৬, ২১-৮ স্কোরে পরাজিত করে রাউন্ড অফ ৩২-এ জাপানের কেন্টা নিশিমোতোর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। নিশিমোতো ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। মুথুসামীও দুটি রাউন্ড পেরিয়েছেন। প্রথমে তিনি ইংল্যান্ডের ৩১৪ নম্বর শাটলার ইউয়েহাং ওয়াংকে ২১-১৩, ২১-৪ স্কোরে হারিয়েছেন। এরপর চূড়ান্ত কোয়ালিফায়ারে স্বদেশী থারুন মান্নেপল্লিকে ২১-৭, ২১-১০ স্কোরে পরাজিত করেছেন। বিশ্বে ৬৪ নম্বরে থাকা মুথুসামী মূল ড্র-এর প্রথম রাউন্ডে ডেনমার্কের ম্যাগনাস জোহানেসেনের মুখোমুখি হবেন। এই দুজনের সাফল্যের ফলে ভারত পুরুষ এককে পাঁচটি প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এই টুর্নামেন্টে লড়বে। এইচএস প্রণয়, প্রিয়াংশু রাজাওয়াত এবং কিরণ জর্জ ইতিমধ্যে মূল ড্র-তে ছিলেন।

## রামবনমীর জন্য আইপিএলে দিনক্ষণ বদল, ইডেনে কেকেআর বনাম এলএসজি লড়াই পিছোতে চলেছে

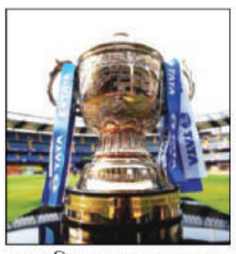

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ** গত বছর সূচি রদবদল হয়েছিল। এবছরও একই ছবি। রামনবমীর জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচের দিনক্ষণ পরিবর্তন হতে পারে। এই বিষয়ে আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রাখল সিএবি। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলির বক্তব্য, আগামি ৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেনসে আয়োজিত হতে চলা ম্যাচ স্থগিত রাখা হতে পারে। ওই ম্যাচ কবে হবে তা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর জানানো হবে। সিএবি সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেই নাকি সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। ওইদিন রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে প্রায় ২০ হাজার পদযাত্রা নামতে চলেছে। এই ঘোষণা অনেক আগেই করে রেখেছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাই ম্যাচ আয়োজনে সুরক্ষার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়-এই মর্মে হাত তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সিএবি প্রেসিডেন্টের অন্তত এমনটাই দাবি। তিনি বলেন, ‘‘মঙ্গলবার প্রশাসনের সঙ্গে দু’দফা আলোচনা করা হয়। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। ইডেনে ম্যাচ হলে সুরক্ষা নিয়ে কোথায় কোথায় সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। পুলিশি বন্দোবস্ত ছাড়া ৬৫ হাজার দর্শককে সামাল দেওয়াটা অসম্ভব।’’ এর পাশাপাশি স্নেহাশিস যোগ করেন, ‘‘আমরা বিসিসিআইকে বিষয়টি জানিয়েছি। এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে। গত বছরও রামনবমীর কারণে একটি আইপিএল ম্যাচ পুনর্বিন্যস্ত করতে হয়েছিল।’ প্রসঙ্গত, চলতি আইপিএল মরশুম শুরু হতে চলেছে ২২ মার্চ। ম্যাচ আয়োজিত হবে ইডেনে। যুযুধান দুই পক্ষ কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লড়াইয়ের আগে ৩৫ মিনিটের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। যেখানে স্টেজে পারফর্ম করতে দেখা যাবে অভিনেত্রী দিশা পাটানিকে, গান গাইবেন শ্রেয়া ঘোষাল। অতিথির আসনে উপস্থিত থাকবেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ।

## আইপিএলের মঞ্চে আম্পায়ারিংয়ে হাতেখড়ি বিরাটের যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের এক সতীর্থর

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

কয়েকদিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারতে আইসিসি ট্রফি না এলেও তাঁর ঝুলিতে ক্রিকেটার হিসেবে এই দুই ট্রফি রয়েছে। তবে দীর্ঘ ১৭ বছর আগে বিরাটের নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেই টিমে কোহলির সঙ্গে খেলা অনেক ক্রিকেটার এখনও পেশাদার ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত। এ বার কোহলির সেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের এক সতীর্থর আম্পায়ারিংয়ে হাতেখড়ি হতে চলেছে। কে তিনি? বিরাট কোহলি যে অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন, সেই টিমের সদস্য ছিলেন তন্ময় শ্রীবাস্তব। সেবার টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ছিলেন তন্ময়। এরপর আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে উত্তরপ্রদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এরপর মাত্র ৩০ বছর বয়সেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন। কেন এই তন্ময় শ্রীবাস্তবকে নিয়ে আলোচনা? কারণ, এ বার তাঁরই আম্পায়ারিংয়ে হাতেখড়ি হতে চলেছে। বছর ৩৫ এর তন্ময় ২০২০ সালে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। সদ্য বোর্ডের আম্পায়ারিং পরীক্ষায় পাশ করেছেন। এ বার তাই বোর্ডের

থেকে তিনি পেয়েছেন আইপিএলে ম্যাচ পরিচালনা করার ছাড়পত্র। ক্রিকেট ছেড়েও ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকা তন্ময় বলেছেন, ‘‘ক্রিকেটার হিসেবে সেরা সময়টা কাটিয়ে ফেলেছি, বুঝতে পারার পর আমি অবসর নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। আইপিএলে খেলা আমার পক্ষে আর সহজ ছিল না। মনে প্রশ্ন এসেছিল ক্রিকেটার হিসেবে খেলা চালিয়ে যেতে চাই, নাকি দ্বিতীয় ইনিংসের পথে হাঁটতে চাই? আমি ওই সময় দ্বিতীয় ইনিংস সফল করাটাই বেছে নিয়েছিলাম।’’ তন্ময়ের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অতটাও সহজ ছিল না। তিনি জানান, এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। তিনি বলেন, ‘‘আমি শুক্ল স্যারকে বলেছিলাম, ক্রিকেট খেলার বাইরে ক্রিকেট নিয়ে আমি কিছু করতে চাই। তখন আমার বয়স ৩০ শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। এরপর আমাদের আলোচনা হয়। এনসিএতে লেভেল ২ এর কোচিং কোর্স করেছি আমি। জানতাম আমি যে এতে ফিল্ডিং কোচের বেশি কিছু করতে পারব না। তাই আম্পায়ারিংয়ে মনঃসংযোগ করি। আম্পায়ারিংয়ের পরীক্ষায় জন্য পড়াশুনা খুবই কঠিন। রাত জেগে পড়তাম আমি। আইন এবং সেগুলোর প্রভাব নিয়ে খুব খুঁটিয়ে জানতে হয়েছে।’’ তন্ময় জানিয়েছেন, বন্ধু বিরাটের সঙ্গে তাঁর ভালো যোগাযোগ রয়েছে। এ বার দেখার বন্ধু কোহলির আরসিবির কোনও ম্যাচেই তন্ময়ের আইপিএলে আম্পায়ারিংয়ের ডেবিউ হয় কিনা।

## মৃত মারাদোনার কক্ষে ‘চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল না’

**আগ্রা, ১৯ মার্চঃ** দিয়েগো মারাদোর মৃত্যুর পর সেখানে প্রথম যে কজন উপস্থিত হন, পুলিশ কর্মকর্তা লুকাস ফারিয়াস তাঁদের একজন। গতকাল সান ইসিদরো আদালতে লুকাস সাক্ষ্য দেন, অস্ত্রোপচারের পর যে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন মারাদোনা, সেখানে কোনো ‘চিকিৎসার সরঞ্জাম’ তিনি দেখেননি। কোকেন ও মদ্যপানে আসক্ত মারাদোনা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ দুয়েক পর ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। বুয়েনস আইরেসের এক অভিজাত এলাকায় ভাড়া করা বাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে ফুটবল কিংবদন্তির। মারাদোনার চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন যে আটজন, তাঁদের মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে বিচার চলছে বুয়েনস আইরেসের সান ইসিদরো আদালতে। কৌঁসুলিরা আদালতে মারাদোনার শেষ দিনগুলোকে ‘হরর থিয়েটার’ বলেছেন। লুকাস বলেছেন, মারাদোনা যে কক্ষে মৃত্যু অবস্থায় পাওয়া গেছে ‘সেই কক্ষে কোনো চিকিৎসার সরঞ্জাম দেখেননি’ তিনি, ‘‘আমি কোনো সিরাম দেখিনি, যেটা ঘরোয়া

হাসপাতালের অংশ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।’’ ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় প্রদানের ওষুধের কথা বলেছেন লুকাস। বুয়েনস আইরেসের উত্তরের উপকণ্ঠের শহর সান ইসিদরোয় গত সপ্তাহে এই বিচার শুরু হয়। গতকাল যে চারজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে প্রমাণাদি দাখিল করেছেন, লুকাস তাঁদের একজন। আদালতকে তিনি বলেছেন, ‘‘দিয়েগো মারাদোনার যে বিষয়টি সবার আগে আমার নজর কেড়েছে সেটা হলো, তার মুখের অবস্থান এবং তলপেট এতটাই ফুলেছিল যে মনে হবে বিস্ফোরণ হবে। ওভাবে মারাদোনাকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। কখনো ভাবিনি আমি এই দৃশ্য দেখতে হবে।’’ সর্বকালের অন্যতম সেরা এ ফুটবল হৃদযন্ত্রের সমস্যা ও ফুসফুসে তরল জমা হওয়ার কারণে মারা গেছেন। মারাদোনার চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন একজন নিউরোসার্জন, একজন মনোরোগবিদ, একজন মনোবিজ্ঞানী, একজন মেডিকেল কো-অর্ডিনেটর, একজন নার্স কো-অর্ডিনেটর, একজন চিকিৎসক এবং রাতের পালার নার্স। দিনের বেলায় মারাদোনাকে দেখভাল করতেন যে নার্স, তাঁর বিচার করা হবে আলাদাভাবে। কৌঁসুলিদের অভিযোগ ‘দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাকাতর সময়ে’ মারাদোনাকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তদের ৮ থেকে ২৫ বছরের জেল হতে পারে। এই মামলায় প্রায় ১২০ জনের সাক্ষ্যদানের কথা রয়েছে, যা চলতে পারে আগামী জুলাই পর্যন্ত।

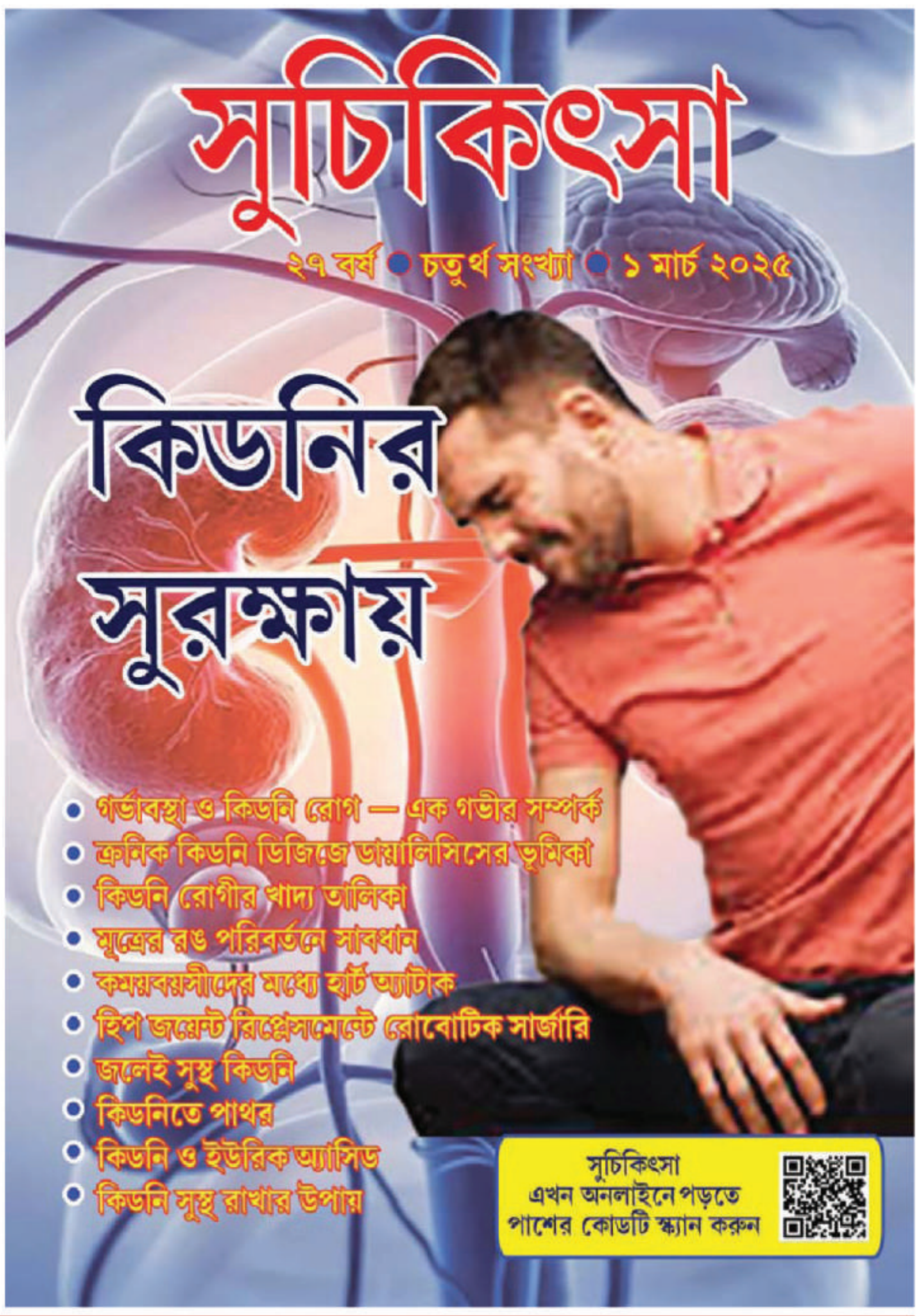


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166 E-mail: dailydurantabarta@gmail.com